ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 73 Years ■ Issue-86 ■ 26 December, 2025 ■ আগরতলা ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ১০ পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

## দেড় যুগের নির্বাসনের অবসান, স্বদেশে ফিরে তারেক রহমানের নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ার ডাক

### নেতার আগমনে জনস্রোতে পদ্মাপারে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন প্রশ্নের সম্মুখীন

**ঢাকা, ২৫ ডিসেম্বর ।।** দেড় যুগের নির্বাসন কাটিয়ে বাংলাদেশে ফিরলেন তারেক রহমান। তাঁকে আজ দেশ জুড়ে মানুষের উন্মাদনা দেখিয়ে দিয়েছে অস্থিরতা নয়, ক্ষমতার মসনদে স্থির কর্তৃত্ব চাইছেন আপামর জনগণ। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর থেকে পদ্মাপারে লাগামহীন অরাজকতা আম জনতার নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছে। তাই, বিএনপি-র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দেশে প্রত্যাবর্তনে আগামী নির্বাচন আদৌ শান্তিপূর্ণ হবে, সেই প্রশ্ন উঠেছে। কারণ, আজ তাঁকে ঘিরে দিনভর যে জনস্রোত বইয়ে গেছে, তাতে নিশ্চিত বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা সহ সকল উপদেষ্টা এবং জামাত ও সমমনোভাবাপন্ন শিবিরের হৃদকম্প বাড়িয়ে দিয়েছে।

বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পুত্র ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রায় ১৮ বছর পর দেশে ফিরে প্রথম ভাষণ দেন। স্বদেশে ফিরে তিনি কী বার্তা দেন, সেদিকেই ছিল রাজনৈতিক মহলের নজর। গোটা বক্তৃতায় কূটনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখলেও আলাদা করে 'নিরাপদ বাংলাদেশ'-এর উপর জোর দেন তারেক রহমান।

ভাষণে তিনি দেশের মানুষের সহযোগিতায় বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং বিশৃঙ্খলা পরিহারের আহ্বান জানান। তারেক রহমান বলেন, "সবাই মিলে এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলব, যেটা একজন মা দেখতে চান। অর্থাৎ একটি নিরাপদ বাংলাদেশ। যেখানে একজন মানুষ নিরাপদে ঘর ☞৫ এর পাতায় দেখুন

## বাংলাদেশে ফের গণপিটুনিতে হিন্দু যুবকের মৃত্যু

**ঢাকা, ২৫ ডিসেম্বর ।।** বাংলাদেশের রাজবাড়ি জেলায় চাঁদাবাজির অভিযোগে এক হিন্দু যুবককে গণপিটুনি দিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। বুধবার গভীর রাতে এই ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির নাম অমৃত মণ্ডল (৩০), ডাকনাম সম্রাট। এই ঘটনা ঘটল ময়মনসিংহে ব্লাসফেমির অভিযোগে ২৭ বছরের দীপু চন্দ্র দাসকে পিটিয়ে হত্যা করার ঘটনার কয়েক দিনের মধ্যেই। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাত প্রায় ১১টা নাগাদ গ্রামবাসীদের হামলার শিকার হন সম্রাট। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে রাত প্রায় ২টো নাগাদ চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, সম্রাটের ☞৫ এর পাতায় দেখুন

## রাষ্ট্র প্রেরণা স্থলের উদ্বোধনে কংগ্রেস সমাজবাদী পার্টিকে তোপ মোদীর

## এক পরিবারে দেশ বাঁধার রাজনীতি

**লখনউ, ২৫ ডিসেম্বর ।।** প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর ১০১তম জন্মবার্ষিকীতে লখনউয়ে 'রাষ্ট্র প্রেরণা স্থল'-এর উদ্বোধন করে কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টির (এসপি) বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি অভিযোগ করেন, এই দুই দলই বাবাসাহেব আম্বেদকরসহ দেশের মহান ব্যক্তিত্বদের উত্তরাধিকার ক্ষুণ্ণ করেছে এবং দেশে 'এক পরিবারের শাসন' কায়েম করতে চেয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "স্বাধীনতার পর দেশে এমন এক প্রবণতা তৈরি হয়েছিল, যেখানে ভারতের সমস্ত ভালো কাজকেই একটি পরিবারের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা হয়েছে। বই, সরকারি প্রকল্প, প্রতিষ্ঠান, রাস্তা, মোড়সবকিছুই একটি পরিবারের গৌরবের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল।"

মোদী দাবি করেন, বিজেপি দেশকে এই পরিবারকেন্দ্রিক রাজনীতির বেড়াজাল থেকে মুক্ত করেছে। তাঁর কথায়, "আমাদের সরকার মা ভারতীর সেবায় নিবেদিত। আমরা প্রতিটি মানুষের অবদানকে সম্মান দিচ্ছি। আজ দিল্লির কর্তব্যপথে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু বাবাসাহেব আম্বেদকরের উত্তরাধিকার কীভাবে ধ্বংস করা হয়েছিল, তা কেউ ভুলতে পারে না।"

কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টির ভূমিকার সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "দিল্লিতে কংগ্রেসের রাজপরিবার এই পাপ করেছে, আর উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টিও একই অপরাধ করেছে।" তিনি আরও বলেন, "কিন্তু বিজেপি বাবাসাহেবের উত্তরাধিকার ধ্বংস হতে দেয়নি। আজ দিল্লি থেকে লন্ডন পর্যন্ত বাবাসাহেব আম্বেদকরের পঞ্চতীর্থ তাঁর অবদানকে স্মরণ করছে।"

উল্লেখ্য, বাবাসাহেব আম্বেদকরের পঞ্চতীর্থের মধ্যে রয়েছেমধ্যপ্রদেশের মহৌতে জন্মভূমি, লন্ডনের শিক্ষা ভূমি, নাগপুরের দীক্ষা ভূমি, দিল্লির মহাপরিনির্বাণ স্থল এবং মুম্বইয়ের চৈত্যভূমি।

ভাষণে প্রধানমন্ত্রী 'রাষ্ট্র প্রেরণা স্থল'-এর রূপান্তরের কথাও তুলে ধরেন। ☞৫ এর পাতায় দেখুন

## ট্রেনে নতুন যাত্রী ভাড়া কাঠামো কার্যকর আজ থেকে

**নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর:** ট্রেনের ভাড়ায় বৃদ্ধি আজ শুক্রবার থেকে সারা দেশে কার্যকর হচ্ছে। যাত্রীদের ভাড়ার সাশ্রয় ও রেল পরিচালনার আর্থিক স্থায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার লক্ষ্যে এই বৃদ্ধি বলে ভারতীয় রেলওয়ে যাত্রী ভাড়া কাঠামোর যৌক্তিকীকরণ করেছে।

সংশোধিত ভাড়া কাঠামো অনুযায়ী, শহরতলি পরিষেবা এবং সিজন টিকিটের (শহরতলি ও অ-শহরতলি উভয় রুট) ভাড়ায় কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি। অর্ডিনারি নন-এসি (অ-শহরতলি) পরিষেবার ক্ষেত্রে সেকেন্ড ক্লাস অর্ডিনারি, স্লিপার ক্লাস অর্ডিনারি ও ফার্স ক্লাস অর্ডিনারি এই তিন শ্রেণিতেই ধাপে ধাপে ভাড়া সংশোধন করা হয়েছে।

স্বল্প দূরত্বের যাত্রী ও নিত্যযাত্রীদের উপর কোনও প্রভাব না পড়ে সেই লক্ষ্যে সেকেন্ড ক্লাস অর্ডিনারিতে ২১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত যাত্রার ক্ষেত্রে ভাড়া

☞৫ এর পাতায় দেখুন

## রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, ক্ষোভ প্রকাশ কংগ্রেসের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর ।।:** রাজ্যে ক্রমবর্ধমান আইনশৃঙ্খলার অবনতি, গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, বিরোধী রাজনৈতিক কর্মসূচির উপর হামলা, নারী নির্যাতন ও খুনের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। বুধবার এক বিবৃতিতে রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতিকে "ভয়াবহ ও উদ্বেগজনক" বলে উল্লেখ করা হয়।

প্রদেশ কংগ্রেসের অভিযোগ, রাজ্যে সংবাদ ভবন ও সাংবাদিকদের উপর আক্রমণ, বিরোধী দলগুলোর রাজনৈতিক কর্মসূচি বানচাল করা, দলীয় কার্যালয়, বাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, খুনের চেষ্টা ও খুনের ঘটনা বেড়েই চলেছে। পাশাপাশি নারী নির্যাতনের ঘটনাধর্ষণ, গণধর্ষণ, আগুনে পুড়িয়ে হত্যার মতো বর্বরোচিত অপরাধ রাজ্যে ভয়ংকর আকার নিয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, সাধারণ নাগরিকদের স্বাধীন ব্যবসা, জীবিকা ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রাও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শাসক জোটের মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে জমি ও ঠিকাদারি সংক্রান্ত হিংসা, অবৈধ নেশা দ্রব্য ও মানব পাচার বেড়েই চলেছে। এমনকি শাসক দলের মধ্যেও ক্ষমতা ও অর্থ লুটকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ বাড়ছে বলে অভিযোগ।

এই পরিস্থিতির মধ্যেও মুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর "জিরো টলারেন্স" নীতির দাবি এবং রাজ্য পুলিশের দক্ষতার প্রশংসাকে কংগ্রেস "বাস্তবতা বিবর্জিত" বলে কটাক্ষ করেছে। কংগ্রেসের দাবি, ২০১৮ সালের পর রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার উন্নতির যে পরিসংখ্যান ও বক্তব্য তুলে ধরা হচ্ছে, তা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক।

বিবৃতিতে সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করে বলা হয়, মাত্র তিন দিনের মধ্যেই রাজধানী আগরতলার ভুবনবনে এক সত্তরোর্ধ বৃদ্ধাকে নিজ ঘরে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। এর রেশ কাটতে না কাটতেই মিলনচক্র এলাকায় ৭৪ বছরের এক বৃদ্ধাকে নিজ বাসগৃহে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে।

এছাড়াও অভিযোগ করা হয়, মঙ্গলবার বিকেলে পুলিশ সদর দপ্তরের মাত্র ১০০ গজের মধ্যে পুলিশের অনুমতি ও প্রহরার মধ্যেই রাজ্যের স্বীকৃত বিরোধী দল সিপিআই(এম)-এর এক সভায় শাসক দলের সমর্থকদের হামলায় পাঁচজনের বেশি কর্মী গুরুতর আহত হন। হামলার সময় ব্যাপক মোটরবাইক ভাঙচুর, মাইক ভাঙচুর এবং রাস্তার পাশে ছোট দোকানিদের মালামাল লুট করা হলেও পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে বলে অভিযোগ।

এই সমস্ত ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন তুলেছেএই ঘটনাগুলিকেও কি "জনরোষের প্রতিফলন" বলে এড়িয়ে যাওয়া হবে? কংগ্রেসের দাবি, যদি এগুলিকেই আইনশৃঙ্খলা ও গণতন্ত্রের উন্নতি হিসেবে ধরা হয়, তবে রাজ্যবাসীকে জানানো হোক ভবিষ্যতে আরও কতটা পাশবিক ও নারকীয় পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে।

বিবৃতির শেষে প্রদেশ কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আহ্বান জানিয়েছে, দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে "রাজ্যবাসীর মুখ্যমন্ত্রী" হিসেবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হোক। একই সঙ্গে তারা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, "গণতন্ত্র মানুষের প্রাণবায়ুর মতো" এবং মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য প্রয়োজনে জনগণ রুখে দাঁড়ায়যার বহু নজির ইতিহাসে রয়েছে।

## মৌলবাদীদের কারণে বাংলাদেশ বিনাশের দিকে যাচ্ছে : বিপ্লব

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর।।** মৌলবাদীদের কারণে বিনাশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ, এরা বাংলাদেশের অস্তিত্ব মিটিয়ে ফেলবে। বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন প্রসঙ্গে এমনটাই বললেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। আগরতলার প্রান্তিক ক্লাবে পাঁচ দিনব্যাপী, প্রান্তিক উৎসবের সূচনা করতে গিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন সাংসদ। তিনি বলেন, মৌলবাদী চিন্তাধারায় আক্রান্ত গোষ্ঠীগুলির কর্মকাণ্ড আগামী দিনে বাংলাদেশের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলবে।

উল্লেখ্য, উসমান বিন হাদীর মৃত্যুর পর থেকেই বাংলাদেশের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন জায়গায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, এমনকি নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনাও সামনে এসেছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। এই প্রেক্ষিতেই বিষয়টি নিয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া জানান সাংসদ। বিপ্লব কুমার দেব বলেন, বাংলাদেশে মৌলবাদী মানসিকতাসম্পন্ন কিছু মানুষের মনুষ্যত্বের বিনাশ হয়েছে। তাদের এই হিংসাত্মক ও বিভাজনমূলক কার্যকলাপ দেশটিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে বাংলাদেশের আর্থিক অবস্থার উপরও, যা দিন দিন আরও শোচনীয় ☞৫ এর পাতায় দেখুন

## অরুণাচল প্রদেশ থেকে উদ্ধার নিখোঁজ ২৪ জন ছেলেমেয়ে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৫ ডিসেম্বর।।** চন্ডীপুর বিধানসভা এলাকা থেকে নিখোঁজ হওয়া ২৪ জন কিশোর ও যুবককে অরুণাচল প্রদেশ থেকে সুরক্ষিতভাবে উদ্ধারের ঘটনায় স্বস্তির হাওয়া ঊনকোটি জেলায়। আজ এই বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন ঊনকোটি জেলার পুলিশ সুপার সুধাম্বিকা আর।

পুলিশ সুপার সুধাম্বিকা আর জানান, গত মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) কৈলাসহর থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়। দ্রুত একটি এফআইআর রুজু করে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করা হয়। প্রযুক্তিগত নজরদারি এবং মোবাইল ফোন লোকেশন ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে জানা যায়, নিখোঁজদের দলটি অরুণাচল প্রদেশের সিয়াং জেলার বেলং থানার এলাকায় রয়েছে।

এই তথ্যের ভিত্তিতে ঊনকোটি জেলা পুলিশ অরুণাচল প্রদেশ পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় করে যৌথভাবে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। পুলিশ সুপার জানান, ত্রিপুরার ডিজিপি অনুরাগ ধানকর (আইপিএস) এবং অরুণাচল প্রদেশের ডিজিপি আনন্দ মোহন (আইপিএস)-এর সরাসরি সমন্বয়ে অত্যন্ত সুচারুভাবে এই অভিযান সম্পন্ন হয়।

এই আন্তঃরাজ্য সহযোগিতার ফলেই অরুণাচল প্রদেশ পুলিশ ২৪ জন নিখোঁজ কিশোর-কিশোরী ও যুবককে নিরাপদে খুঁজে বার করে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। বর্তমানে তারা পুলিশি নিরাপত্তায় রয়েছে এবং প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, ২৬ ডিসেম্বর একটি পুলিশ দল অরুণাচলে রওনা দেবে এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে উদ্ধারকৃতদের ত্রিপুরায় ফিরিয়ে আনা হবে।

ঊনকোটি জেলা পুলিশের এই সময়োপযোগী ও কার্যকর পদক্ষেপে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক প্রশংসা দেখা গেছে। সামাজিক মাধ্যমেও পুলিশের দ্রুততা ও আন্তঃরাজ্য সমন্বয়ের ভূয়সী ☞৫ এর পাতায় দেখুন

## মিজোরাম থেকে টিইউএনএফ-এর জঙ্গি গ্রেফতার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর।।** গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ভাংমুন থানার ওসি-র নেতৃত্বে পুলিশ ২৪ ডিসেম্বর বিকেল প্রায় ৫টা ৩০ মিনিট নাগাদ মিজোরামে অভিযান চালিয়ে এক জঙ্গিকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। ধৃতের নাম লালথাঙ্গা রিয়াং। তিনি উত্তর ত্রিপুরার আনন্দবাজার থানাধীন বান্দারিমা এলাকার বাসিন্দা হারিমনোহন রিয়াং-এর পুত্র। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত লালথাঙ্গা রিয়াং নিষিদ্ধ সংগঠন টিইউএনএফ-এর একজন সক্রিয় সদস্য। ভাংমুন থানার কেস নম্বর ২০২৫

☞৫ এর পাতায় দেখুন

## উদয়পুরে তিন বাংলাদেশি যুবকসহ এক টাউট আটক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর।।** উদয়পুরে তিনজন বাংলাদেশি যুবকসহ এক টাউটকে আটক করেছে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে।

পুলিশ ☞৫ এর পাতায় দেখুন

## ক্রিসমাস উপলক্ষে মরিয়ম নগর গির্জায় বিশেষ প্রার্থনা ও দু'দিনের মেলা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর ।।** যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন উপলক্ষে আগরতলা খয়েরপুরস্থিত মরিয়মনগরে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। এদিন মধ্যরাতে প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর কেক কেটে ও বাজি ফুটিয়ে প্রভু যীশুর জন্মদিন উদযাপন করেন খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষজন। প্রভু যীশুর জন্মদিন তথা ক্রিসমাস উপলক্ষে শহর সংলগ্ন মরিয়ম নগর চার্জে বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মধ্যরাতে বিশেষ প্রার্থনার পাশাপাশি আনন্দঘন পরিবেশে বড়দিন উদযাপন করা হয়। এছাড়াও ক্রিসমাস উপলক্ষে মরিয়ম ☞৫ এর পাতায় দেখুন

## রাজ্যে জাঁকিয়ে পড়েছে শীত, ঘন কুয়াশায় ঢাকল শহর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর ।।** গত কয়েকদিন ধরে রাজ্যে ধীরে ধীরে শীতের প্রভাব বাড়লেও বুধবার থেকে হঠাৎ করেই জাকিয়ে ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে। শীতের শুরুতে তেমন কড়া ঠান্ডা অনুভূত না হলেও বর্তমানে রাজ্যজুড়ে শীতের প্রকোপ স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তাপমাত্রা সর্বোচ্চ প্রায় ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে সর্বনিম্ন ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ওঠানামা করছে।

রাজধানীতে এমনটাই তাপমাত্রা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাপমাত্রার এই পতনের সঙ্গে সঙ্গে সকালের দিকে ঘন কুয়াশার প্রভাবও দেখা যাচ্ছে। অনেক এলাকায় সকাল গড়ালেও সূর্যের দেখা মিলছে না, ফলে দিনের বেলাতেও ঠান্ডার অনুভূতি বজায় থাকছে। বিশেষ করে আগরতলাতে গত দুইদিন ধরে সূর্যের দেখা মিলেনি বলেই চলে।

বিশেষ করে ভোর ও সন্ধ্যার পর শীতের তীব্রতা বেশি অনুভূত হচ্ছে। কুয়াশার কারণে রাস্তাঘাটে চলাচলেও কিছুটা সমস্যা দেখা দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দিনের বেলায় রোদের অভাব থাকায় শীতের আমেজ আরও বেড়েছে।

উল্লেখ্য, আবহাওয়া দপ্তরের মতে ডিসেম্বর মাসের ১ তারিখ থেকেই রাজ্যে শীতের আনুষ্ঠানিক আবির্ভাব ঘটেছে। তবে শুরুতে তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে স্বাভাবিক থাকায় শীতের তেমন প্রভাব অনুভূত হয়নি। বর্তমানে গত দু-তিন দিন ধরে তাপমাত্রা আরও কমে যাওয়ায় রাজ্যজুড়ে জাঁকিয়ে শীত পড়েছে।

বছরের একেবারে শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে রাজ্যবাসী এখন প্রকৃত শীতের আমেজ উপভোগ করছেন। আবহাওয়া দপ্তর আগামী কয়েক দিনেও ঠান্ডা অব্যাহত থাকার ইঙ্গিত দিয়েছে, ফলে শীতের তীব্রতা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

## রাজ্যে যথাযোগ্য মর্যাদায় অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মবার্ষিকী পালিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর।।** যথাযোগ্য মর্যাদায় ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির কার্যালয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। এদিন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পন করেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা, মন্ত্রী টিংকু রায় সহ বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্বরা।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন বলেন, ভারত মাতার সুসন্তান, প্রখর রাষ্ট্রবাদী নেতা ছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী। সাথে তিনি যোগ করেন, কোটি কোটি কার্য্যকর্তার পথ প্রদর্শক অটল বিহারীর চিন্তাধারা সর্বদাই আমাদের অনুপ্রাণিত করে।

তাঁর কথায়, মূল্য এবং আদর্শের উপর নির্ভর করে নিজের রাজনীতি দিয়ে তিনিই প্রথম ভারতবর্ষের বিকাশ এবং সুশাসনের যুগের সূচনা করেছিলেন। পাশাপাশি ঐদিন বিজেপি রাজ্য কমিটির সদস্য অটল বিহারী বাজপেয়ীর উপর একটি বই লিখেছিলেন। এই বইটির উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা।

জাগরণ আগরতলা,২৬ ডিসেম্বর,২০২৫ ইং
১০ পৌষ, শুক্রবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

# বাক স্বাধীনতায় হুমকি বাড়িতেছে

ভারতে বাক স্বাধীনতা বা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়টি বর্তমানে একটি অত্যন্ত আলোচিত এবং উদ্বেগের বিষয়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সাম্প্রতিক গবেষণা প্রতিবেদনগুলো এই ক্ষেত্রে ভারতের অবনতি বা স্থিতাবস্থার দিকে ইঙ্গিত করিতেছে।"রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স" এর ২০২৫ সালের সূচকে ভারত ১৮০টি দেশের মধ্যে ১৫১তম স্থানে রহিয়াছে। ২০২৪ সালে এটি ছিল ১৫৯তম। যদিও র্যাঙ্কিংয়ে সামান্য উন্নতি দেখা যাইতেছে , তবুও সূচকে ভারতকে এখনও 'ভয়াবহ' ক্যাটাগরিতে রাখা হইয়াছে।২০২৫ সালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, বাক স্বাধীনতা সমর্থনের দিক থেকে ৩৩টি দেশের মধ্যে ভারত ২৪তম স্থানে রহিয়াছে।সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতের বাক স্বাধীনতা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে: "ফ্রি স্পিচ কালেক্টিভ" -এর ২০২৫ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, গত এক বছরে বাক স্বাধীনতা লঙ্ঘনের প্রায় ১৪,৮৭৫টি ঘটনা নথিভুক্ত করা হইয়াছে। এর মধ্যে ৮ জন সাংবাদিক এবং ১ জন সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার প্রাণ হারাইয়াছেন।বিশ্বে ইন্টারনেট শাটডাউনের ক্ষেত্রে ভারত বারবার শীর্ষে অবস্থান করছে। বিশেষ করিয়া অশান্ত এলাকাগুলোতে (যেমন: মণিপুর বা কাশ্মীর) দীর্ঘ সময় ইন্টারনেট বন্ধ রাখিবার ঘটনা বাক স্বাধীনতাকে ব্যাহত করছে।সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ ইউএপিএ এবং মানহানির মামলার ব্যবহার বাড়িতেছে। ২০২৫ সালে প্রায় ২০৮টি এমন 'ল ফেয়ার' বা আইনি হয়রানির ঘটনা রেকর্ড করা

হইয়াছে।সরকার কর্তৃক সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোকে নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্ট বা পোস্ট সরাইয়া ফেলিবার নির্দেশের হার অনেক বাড়িয়াছে।সরকারের পক্ষ থেকে প্রায়ই বলা হয় যে, দেশের অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য কিছু বিধিনিষেধ প্রয়োজন। ভুয়া খবর এবং ঘৃণা ছড়ানো রোধ করিতে ডিজিটাল আইন কঠোর করা হইতেছে। মানবাধিকার কর্মী ও আইনজীবীদের মতে, 'জাতীয় নিরাপত্তা'র অজুহাতে ভিন্নমত দমন করা হইতেছে, যাহা গণতন্ত্রের জন্য হুমকিস্বরূপ।

ভারতে সংবাদমাধ্যম ও বাক স্বাধীনতা নিয়া উদ্বেগজনক চিত্র সামনে এল একটি রিপোর্টে। 'ফ্রি স্পিচ কালেকটিভ' প্রকাশিত সেই রিপোর্টে দাবি, বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারতে ২০২৫ সালে বাক ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ভঙ্গের ১৪ হাজার ৮৭৫টি ঘটনা ঘটিয়াছে। খুন হইয়াছেন ৮ জন সাংবাদিক ও এক সোশ্যালা মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার। ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ ও মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ব্লকের ঘটনা ঘটিয়াছে ৩ হাজার ৭০টি। বাক স্বাধীনতা লঙ্ঘনের ঘটনায় শীর্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজ্য গুজরাত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রহিয়াছে উত্তরপ্রদেশ ও কেরল। ভারতের মুক্ত ভাবনা ও বাক স্বাধীনতার অধিকার ভঙ্গের বিভিন্ন ঘটনায় নজর রাখে 'ফ্রি স্পিচ কালেকটিভ'। সংগঠনটির দাবি, চলতি বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে স্বশাসনে বিধিনিষেধ, সিনেমায় সেন্সরশিপ, সোশ্যাল মিডিয়ায় নিয়ন্ত্রণ, আদালতের বিতর্কিত নির্দেশ ও বাক স্বাধীনতা লঙ্ঘনে কর্পোরেট হস্তক্ষেপ সহ বিভিন্ন ঘটনার সাক্ষী থাকিয়াছে ভারত। এজন্য ১১৭টি গ্রেফতারির ঘটনা ঘটিয়াছে। ধৃতদের তালিকায় রহিয়াছেন আট সাংবাদিক। মুক্ত ভাবনা ও কণ্ঠরোধে ৪০টি হামলার ঘটনা চিহ্নিত করিয়াছে 'ফ্রি স্পিচ কালেকটিভ'। তার মধ্যে ৩৩টি হামলারই নিশানায় ছিলেন সাংবাদিকরা। এর মধ্যে ১৯টি হেনস্তার ঘটনা। বাকি ১৪টি ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের কাজে বাধাদানের লক্ষ্যে হুমকির অভিযোগ রহিয়াছে। গোটা বছরে খুন হইয়াছেন ৮ সাংবাদিক। দু'জন সাংবাদিককে হত্যা করা হইয়াছে উত্তরপ্রদেশে। এছাড়া আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, চণ্ডীগড়, হরিয়ানা, কর্ণাটক, ওড়িশা ও উত্তরাখণ্ডে একজন করিয়া সাংবাদিক খুন হইয়াছেন। ইউএপিএ-তে জেলবন্দি করিয়া রাখা হইয়াছে দুই সাংবাদিককে।

## সাংসদ খেল মহোৎসব হলো দেশের প্রতিটি প্রান্তের ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত করার একটা মঞ্চ: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর: শরীর ও মনের সুস্থতার জন্য খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত থাকা প্রয়োজন। খেলাধুলার সাথে যুক্ত থাকলে মানুষের মধ্যে ইতিবাচক চিন্তা চেতনা গড়ে উঠে। মানসিক চাপ থেকে মুক্ত থাকা যায়।

প্রত্যেক অভিভাবকের উচিত তাদের সন্তানদের পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলার সাথে আরও বেশি করে যুক্ত করা। আজ বাধারঘাটের দশরথ দেব স্পোর্টস কমপ্লেক্সে সাংসদ খেল মহোৎসব ২০২৫ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা একথা বলেন। এই ক্রীড়া অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ নয়াদিল্লি থেকে সাংসদ খেল উৎসবে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন রাজ্যের খেলোয়াড়দের সঙ্গে ভার্চুয়ালি মতবিনিময় করেন এবং বক্তব্য রাখেন। তা সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরুর আগে মুখ্যমন্ত্রী এবং অতিথিগণ প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শোনেন। মুখ্যমন্ত্রী এবং অতিথিগণ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রতিটি রাজ্যের ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত করতে এবং তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করতে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে সাংসদ খেল মহোৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। সারা দেশের ছাত্রছাত্রী এবং যুবক যুবতীদের মানসিক বিকাশ, দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতে ৭৫ সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বীরো কে নাম, পরীক্ষা পে চর্চা, এক পেড় মা কে নাম সহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সাংসদ খেল মহোৎসব হলো দেশের প্রতিটি প্রান্তের ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত করার একটা মঞ্চ। এর ফলে গ্রাম পাহাড়ের ছেলেমেয়েরাও ক্রীড়াক্ষেত্রে তাদের প্রতিভা তুলে ধরার সুযোগ পাবে। আমাদের দেশের পুরোনো খেলাধুলা যেগুলি নতুন প্রজন্ম প্রায় ভুলেই গিয়েছিল সেগুলি আবার জনপ্রিয় করে তুলতে সাংসদ খেল মহোৎসব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব বলেন, প্রত্যেক ছেলেমেয়ের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ছোট থেকেই খেলাধুলার সাথে যুক্ত থাকতে হবে। খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত থাকলে সমাজের ভালো কিছু করার মানসিকতা গড়ে উঠে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, বর্তমান সরকার রাজ্যে ক্রীড়াক্ষেত্রের উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণ করছে। রাজ্যে বর্তমানে ৮টি সিন্থেটিক টার্ফ মাঠ তৈরি করা হয়েছে এবং ৪০টি নতুন ঘাসের মাঠ তৈরি করা হয়েছে। ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের বিষয়ে তিনি বিস্তারিত উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, বিধায়ক মিনারাণী সরকার, আগরতলা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার, পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা টি. মগ প্রমুখ। পরে মুখ্যমন্ত্রী ফুটবলে কিক দিয়ে ফুটবল সহ বিভিন্ন ইভেন্টের প্রতিযোগিতার সূচনা করেন। তিনি সাংসদ খেল মহোৎসবের পতাকাও উত্তোলন করেন।

# ১০০ বছর আগের 'মুক্তি' ও মানভূমের জাগরণ

ঝরনা-পাহাড়ে ঘেরা মহুয়া-পলাশের পুরুলিয়াকে বাঙালি ট্যুরিস্ট আবিষ্কার করেছে এই সেদিন। উনিশ শতকে কলকাতার হাওয়া-বদলু ড্যাঞ্চিবাবুদের "পশ্চিম"-এর তালিকায় মানভূম ছিল না। বিহারের সেই মানভূম ভেঙে পশ্চিমবঙ্গের নতুন জেলা পুরুলিয়ার নবজন্ম হলো ১ নভেম্বর ১৯৫৬ সালে। নেই এর তালিকা এখানে বেশ বড়, কিন্তু যা "ছিল" তাও খুব সামান্য নয়। ল্যাটেরাইট মৃত্তিকায় গড়া এ ভূখণ্ড ছৌ-ঝুমুরের দেশ, আদিম সংস্কৃতির পীঠস্থান। পাশাপাশি ১০০ বছর আগে "মুক্তি" নামে ছোট একটা সংবাদপত্র ছিল পুরুলিয়াতে, সত্যাগ্রহীদের একটি "কমিউন" গড়ে উঠেছিল "শিল্পাশ্রম" নামে। কংগ্রেস ভেঙে একটা রাজনৈতিক দল হয়েছিল "লোকসেবক সংঘ" নামে। মাতৃভাষায় দিনযাপনের অধিকারের জন্য একটি পত্রিকার লড়াই, সংসদীয় রীতিতে আস্থা রেখে একটি রাজনৈতিক দলের অহিংস আন্দোলন, পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তির লড়াই, দক্ষিণপন্থী রাজনীতির পাশে বামপন্থী আদর্শের সহাবস্থান- সবই কেমন আবছা লাগে এখনকার ঘোলাটে সময়ে।

বাংলাভাষী মানভূম ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর রাজা পঞ্চম জর্জের দিল্লি ঘোষণায় ঠাঁই পেল বিহার-ওড়িশার প্রশাসনিক সীমায়। কার্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব বাতিল হলো বটে, কিন্তু আরও সুক্ষ্ম কৌশলে এবার বাংলা হলো তিন টুকরো বঙ্গ প্রদেশ, আসাম প্রদেশ, বিহার ও ওড়িশা প্রদেশ। অথচ তার বিরুদ্ধে এবার আর কোনও বৃহত্তর "বঙ্গভঙ্গ" আন্দোলন হলো না, এবার আর গাওয়া হলো না "বাংলার মাটি বাংলার জল"। অথচ ১৯০৫ সালে আলোড়ন তোলা বাংলার রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আর অরবিন্দ বাদে প্রায় সকলেই তখন দীপ্তিমান। নরমে-চরমে চলতে থাকা বিপ্লব আন্দোলনও গতিময়, কেবল আড়ালে রয়ে গেল এই নতুন বঙ্গব্যবচ্ছেদের যন্ত্রণা।

আন্দোলন হলো দূরপ্রান্তের মানভূমে, কলকাতার নগর-চক্ষুর খানিক আড়ালে। স্বাধীন দেশে বৃহত্তর পুরুলিয়ার বঙ্গজীবনে ওই বঙ্গবিচ্ছেদ কেবল হৃদয়ে আঘাত করেনি, অন্নবস্ত্রেও হাত দিয়েছিল। হিন্দি না জানলে সরকারি স্কুলের মাস্টারদের চাকরি হারাতে হচ্ছিল, জমির দলিল হিন্দিতে লিখতে না পেরে কর্মহীন হয়েছিলেন অনেকে। সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানে হিন্দির আগ্রাসনে বাংলাভাষীরা পরিণত হয়েছিল দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে। তারই প্রতিবাদ করেছে "মুক্তি" পত্রিকা এবং "লোকসেবক সঙ্ঘ"। পাশে দাঁড়িয়েছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভাই ব্যারিস্টার পি.আর. দাশের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা "মানভূম বাঙালি সমিতি"। গোড়ায় পরাধীনতার গ্লানি, পরে প্রাদেশিক আধিপত্য, এসবের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন কয়েকজন অখ্যাত বঙ্গসন্তান। তাঁদেরই একজন নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত, যাঁকে "খাঁটি মানুষ" বলেছিলেন সুভাষচন্দ্র। গান্ধিজি বলেছেন হরিজনের পরম বন্ধু। পরবর্তীকালে মানভূমের বঙ্গভুক্তির লড়াই, বাংলা ভাষার জন্য "লং মার্চ" এসবেরও বীজ বপন করে গিয়েছিলেন এই নিবারণচন্দ্রই।

প্রাচীন ঝারিখণ্ড বা একালের জঙ্গলমহলে একাধিক আদিবাসী আন্দোলন হয়েছিল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে। এবার হলো গান্ধিজির ছায়ায়। ততদিনে অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ এসে লেগেছে পুরুলিয়াতেও। সত্যাগ্রহে উত্তাল হয়ে উঠেছে সারা দেশ। দলে দলে ছাত্র-শিক্ষক, সরকারি কর্মী, উকিল ডাক্তার, নানা বর্গের মানুষ ব্রিটিশের সংস্রব ও পেশাজগৎ ত্যাগ করছেন। পিছিয়ে ছিল না পুরুলিয়াও, জেলা স্কুলের সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক হয়েও ১৯২২ সালে সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দিলেন নিবারণচন্দ্র। ছাড়লেন ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ। এমনকি সরকার প্রদত্ত "আংশিক" অবসরকালীন ভাতাও প্রত্যাখ্যান করলেন সম্বলহীন এই "ঋষি"।১৯২৫-এর জানুয়ারিতে পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠিত বিহার প্রদেশ কংগ্রেসের ষোড়শ সম্মেলনে যোগ দিতে শহরে এলেন মহাত্মা গান্ধি। ছয়দিন রইলেন পুরুলিয়ার শিল্পাশ্রমে। শিল্পাশ্রমের তখনকার ঠিকানা শহরের উত্তর প্রান্তে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের

**প্রবীর সরকার**

বাগানবাড়ি "রিট্রিট"। এই সম্মেলনে গঠিত হয়েছিল মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটি, মহাত্মাজির উপস্থিতিতে তার সভাপতি নির্বাচিত হলেন নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত এবং সম্পাদক হলেন অতুলচন্দ্র ঘোষ। এই সম্মেলনেই গান্ধিজি বললেন, মানুষের কাছে দেশের কথা এবং স্বাধীনতার আকাঙ্খা পৌঁছে দেবার জন্য একটি মুখপত্র থাকা দরকার। তাঁরই আগ্রহে জনগণের চাঁদায় কেনা হল ছোট একটি ছাপাখানা, সেই "দেশবন্ধু" প্রেস থেকে (২১শে ডিসেম্বর ১৯২৫) শুরু হলো সাপ্তাহিক "মুক্তি"র পথচলা। শিল্পাশ্রম ই মুক্তির স্থায়ী ঠিকানা, পুরুলিয়া স্টেশনপ্রান্তে খানিকটা জমি, একটু আশ্রয়। দেশীয় শিল্প প্রসারের জন্য নিবারণচন্দ্র সেখানেই গড়ে তুললেন দেশলাই কারখানা। শিল্পাশ্রমের সেই আশ্চর্য কমিউনিটি লাইফে মাঝে মাঝেই আশ্রয় নিতেন পলাতক বিপ্লবীরা। ইতিমধ্যে ওকালতি ছেড়ে স্ত্রী লাবণ্যপ্রভা, পুত্র অরুণচন্দ্রকে নিয়ে নিবারণচন্দ্রের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন অতুলচন্দ্র ঘোষ। দক্ষিণপন্থী কৃচ্ছতার সাধনায় গান্ধিজির ধ্বজা উড়ল মানভূমে। আবার তারই পাশাপাশি রুশ বিপ্লবের সাফল্য, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ক্ষণিক উপস্থিতি কেমন যেন নাড়িয়ে দিয়ে যেত মানুষগুলিকে। পরে এদের কেউ কেউ বরণ করেছিলেন কমিউনিস্ট আদর্শ, সংসদীয় গণতন্ত্র। কেউ আবার শ্রমিক আন্দোলনেই জীবন ব্যয় করেছেন। যেমন বীর রাঘব আচারিয়া, আসানসোল ধানবাদ অঞ্চলের কয়লাখনির শ্রমিক নেতা। ১৯৬১ সালে ভারত সরকার খনির উৎপাদন বৃদ্ধি ও আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যবেক্ষণের জন্য একটি প্রতিনিধিদল পাঠায় রাশিয়া, পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়ায়। ৯ জনের সেই দলের নেতৃত্বে ছিলেন বীর রাখব আচারিয়া।

বিশ্বের নানা প্রান্তের কৃষক শ্রমিক সর্বহারাদের কথা তুলে ধরতো মুক্তি। একাধিক সম্পাদকীয় লেখা হচ্ছে রুশ বিপ্লবের সাফল্য নিয়ে। নিবারণচন্দ্র নিজে লিখেছেন "সব সমানের দেশ" নামে কবিতা। তাই গোড়া থেকেই ব্রিটিশের শ্যেনদৃষ্টি ছিল এ পত্রিকার উপরে। "বিপ্লব" শীর্ষক রাষ্ট্রবিরোধী সম্পাদকীয় লেখার অভিযোগে তিন বছরের মাথায় কারাগারে গেলেন নিবারণচন্দ্র।

কোনো মিডিয়া হাউস, ধর্মীয় সংগঠন বা বাণিজ্যিক আনুকূল্য ছিল না "মুক্তি"র পেছনে, ফলে আর্থিক স্বচ্ছলতা নেই। কিছু বিজ্ঞাপন, পাঠক আর মানভূমবাসীর আগ্রহ সম্বল করে আন্তর্জাতিক খবর, প্রাদেশিক খবরের পাশে বৃহত্তর পুরুলিয়ার গ্রামগঞ্জের খবর ছাপতো মুক্তি। প্রকাশ করতো বিশেষ সংখ্যা। বিপ্লবীদের জীবনী, ধারাবাহিক প্রবন্ধ, নাটক, কবিতা, গান, গল্প, স্মৃতিকথা, পাঠকের চিঠি ইত্যাদি নিয়ে "ট্যাবলয়েড" আকারের হয়েও মনোধর্মে ট্যাবলয়েড ছিল না "মুক্তি"। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এর সম্পাদকীয় নিবন্ধ আর স্বাধীনতা আন্দোলনের খবরগুলি। প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করি, 'বন্ধন দশায় মুক্তির কথা ছাড়া আর কি বলিবার আছে। পরাধীন দেশে স্বাধীনতার চেষ্টা ব্যতিত আর কি করিবার আছে?... শৃঙ্খালাবদ্ধ জননীর বন্ধন মুক্তির চিন্তা ব্যতিত সন্তানের হৃদয়ে আর কি ভাবনা স্থান লাভ করিবে। ইহাই আমাদের মুক্তির কল্পনা। সালোক্য, সাযুজ্য প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত মুক্তির কথা ভাবিবার এখন সময় নাই।'

"মুক্তি"র সুর বেঁধে দিয়েছিলেন নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত, পরবর্তী সম্পাদকরাও (বীর রাঘব আচারিয়া, ফণীন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, অতুলচন্দ্র ঘোষ, বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত, অরুণচন্দ্র ঘোষ, চিত্তভূষণ দাসগুপ্ত) সেই সুরে সুর মিলিয়েছেন। অতুলচন্দ্র ঘোষের মৃত্যুর পরে শিল্পাশ্রম পরিচালনা করতেন রবীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক অঘোরচন্দ্র ঘোষের কন্যা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ। কোনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁর ছিল না, মুক্তির সম্পাদকও ছিলেন না, কিন্তু প্রথম সংখ্যা থেকেই প্রবন্ধ লিখেছেন এবং স্বাধীন ভারতে জরুরি অবস্থার সময়ে "১লা শ্রাবণের অশ্রুধারা" নামে প্রবন্ধ লিখে ভারতরক্ষা আইনে জেল খেটেছেন। ১৯২৫ থেকে বর্তমান শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত "মুক্তি" প্রকাশিত হয়েছে। শেষের দিকে অনিয়মিত। নানা সময়ে প্রশাসনিক কারণে বারে বারে ব্যাহত হয়েছিল মুক্তির প্রকাশ। ১৯৩০-এ প্রেস অ্যাক্ট, ১৯৪২-এ ভারত ছাড় আন্দোলনের সময় নিষিদ্ধ হওয়া ছাড়াও ১৯৪০-এ ব্যাক্তিগত সত্যাগ্রহে পরিচালকরা সকলেই জেলে ছিলেন বলে পত্রিকা প্রকাশিত হয় নি। গান্ধিজি ছাড়াও সর্বভারতীয় কংগ্রেসের অনেকে "মুক্তি"র খবর জানতেন, নানা সময়ে বার্তা পাঠিয়েছেন জওহরলাল নেহেরু, বল্লভভাই প্যাটেল, বাল গঙ্গাধর তিলক, যমুনালাল বাজাজ, মহাদেব দেশাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদের মতো নেতারা। কিন্তু মুক্তি বাস্তবে ছিল সাধারণ মানুষের পত্রিকা। এতটাই জনপ্রিয় ছিল যে ১৯২৬ সালে অর্ধ সাপ্তাহিক আনন্দবাজার পত্রিকা তার পাঠক বৃদ্ধির জন্য কমপক্ষে দশ বার বিজ্ঞাপন দিয়েছিল "মুক্তি"তে।

পরাধীনতা থেকে দেশের মুক্তি আর আঞ্চলিকতা থেকে মানভূমের মুক্তি এই ছিল "মুক্তি"র সাধনা। বস্তুত ঢাকার ভূমিপুত্র নিবারণচন্দ্র, বর্ধমানের ভূমিপুত্র অতুলচন্দ্র ঘোষের কাছে মানভূম ছিল আপন দেশ। এ অঞ্চলে ভাষা ও জাতিপরিচয়ে বিচিত্র এক সমীকরণ কাজ করে, যা স্পষ্ট বোঝা যায় একালের ভোটের ময়দানে। কিন্তু ১০০ বছর আগে কোন অলৌকিক মায়ায় সে ক্লিন্নতা দূর হয়েছিল ভাবলে অবাক হতে হয়। "মুক্তি"র দুটি যুগ, একটি প্রাক-স্বাধীনতা পর্বের, অন্যটি উত্তর-স্বাধীনতা পর্বের। প্রথম যুগে দেশের মুক্তিসাধনা, সত্যাগ্রহ, অসহযোগ, বিলাতি বর্জন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বাংলা-বিহারের সীমান্ত অঞ্চলের (একালে যাকে বলে জঙ্গলমহল) অনেকটা জুড়ে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এই "মুক্তি" পত্রিকার ছায়ায়। দ্বিতীয় পর্বে আবার সেই কংগ্রেসরই বিরোধিতা। এবার স্বাধীন ভারতে বঙ্গভাষার মর্যাদা রক্ষা আর বাঙালিস্থান গড়ার লড়াই। মানভূম জেলা কংগ্রেসে ভাঙন, লোকসেবক সংঘের উত্থান, মানভূম বাঙালি সমিতির সক্রিয়তা সবই হয়েছে "মুক্তি"কে ঘিরে। ১ লা নভেম্বর ১৯৫৬, খণ্ড মানভূম "পুরুলিয়া জেলা" হয়ে ৪৪ বছর পরে আবার ঠাঁই পেল বঙ্গসীমায়। দীর্ঘ সেই ভাষা আন্দোলন, টুসু সত্যাগ্রহ, বাংলা ভাষার জন্য একমাত্র "লং মার্চ"-সব ছবি ধরে রেখেছে সময়কে পরাস্ত করা ১০০ বছর আগের "মুক্তি"।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

আন্দোলন হলো দূরপ্রান্তের মানভূমে, কলকাতার নগর-চক্ষুর খানিক আড়ালে। স্বাধীন দেশে বৃহত্তর পুরুলিয়ার বঙ্গজীবনে ওই বঙ্গবিচ্ছেদ কেবল হৃদয়ে আঘাত করেনি, অন্নবস্ত্রেও হাত দিয়েছিল। হিন্দি না জানলে সরকারি স্কুলের মাস্টারদের চাকরি হারাতে হচ্ছিল, জমির দলিল হিন্দিতে লিখতে না পেরে কর্মহীন হয়ে ছিলেন অনেকে। সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানে হিন্দির আগ্রাসনে বাংলাভাষীরা পরিণত হয়েছিল দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে।

# অরণ্যের অধিকারী

**সায়ন্তন মজুমদার।।** ১৫০-১২৫-১০০-৫০, না, এটি আধার বা অন্য কোনো কার্ডের নম্বর নয়। এ বছরের সাপেক্ষে একে বীরসাকেন্দ্রিক এক সোনালি চতুর্ভূজের জয়ন্তীযোগ বলা যেতে পারে। ২০২৫ সালে বীরসা মুণ্ডার জন্মসার্ধশতক সহ মৃত্যুর সপাদশতবর্ষ (১২৫ বছর) পূর্তি হয়েছে। আবার বঙ্গসাহিত্যে তাঁর অমর চিত্র কথাকার মহাশ্বেতা দেবীর জন্মশতবর্ষও শুরু হয়েছে। তাঁর লেখা বীরসাচরিতমূলক উপন্যাস 'অরণ্যের অধিকার'-এর বর্তমানে সুবর্ণজয়ন্তী চলছে। ১৯৭৫ সালে 'বেতার জগৎ' পত্রিকায় এই সৃষ্টির মাধ্যমেই লেখিকা 'মডার্ন ম্যান' বীরসার 'বিশ্বমানবকে অরণ্য- জল- পরিবেশ রক্ষায় সেনানী' হওয়ার ডাককে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ১৫ নভেম্বর, ১৮৭৫। তিন তারার ত্রহ্যস্পর্শ যোগে এই মুণ্ডারী ভগবানের জন্ম হয় প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ডের বামবা গ্রামে। দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। তাই তাঁর নাম রাখা হয় বীরসা। ঘটনাচক্রে ২০০০ সালে তাঁর ১২৫ তম জন্মদিনেই প্রাণপ্রিয় জন্মভূমি ঝাড়খণ্ডের প্রতিষ্ঠা হয়। সুগানা মুণ্ডা এবং করমি-র পুত্র এই অনার্যকৃষ্ণের জন্মকালে মাতৃভূমি আগ্রাসী দিকু ও ব্রিটিশদের অত্যাচারে পরিণত হয়েছিল কংস-কারাগারে। যাঁদের পূর্বজ চটিয়া হরম ও নাবু-র নামে ছোটনাগপুরের নামকরণ, যাঁদের হাতে এই পাথুরে জমিতে শাবলের ঘায়ে খুঁটি গেড়ে খুটখাট্টি গ্রামগুলি গড়ে ওঠে, তাঁরাই হারায় নিজেদের জমিতে স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার। পেটের অন্ন ও বিদ্যার প্রয়োজনে স্বগোত্রীয় দেবতা সিংবোঙাকে ছেড়ে তাঁদেরকে যিশুর উপাসক হতে হয়। খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়ে বীরসা পায় দাউদ নাম। মৃত্যুকালীন বন্দিদশায় তাই নিজেকে যিশুর মতোই একজন ভেবেছিলেন।

অন্নহীন, আলুনি, চীনা ঘাসের দানাসেদ্ধ থেকে তৈরি ঘাটো খাওয়া, হতশ্রী সংসারের সদস্য ছিলেন বীরসা। মেষপালক যিশু এবং গোপালক কৃষ্ণের মতো গাইচরীর কাজ করতে হয়েছিল তাঁকেও, মাত্র আট বছর বয়স থেকে। বাজাতে পারতেন বাঁশি ও লাউখোলের তৈরি টুইলা। ছোটো থেকেই তাঁর মনের মধ্যে একটা রোখ চেপে গিয়েছিল, 'আমি বড়ো হব!' যে কারণে মা-বাবার 'পেটের ছেলা' হয়েও অনেক সময় তাঁদের কাছে ছিলেন 'অচিনা'। খাটাংগায় মাসির বাড়িতে নিশ্চিন্তে খাওয়া-পরার সুখ পেয়েছিলেন। কিন্তু তা মানুষকে ভীতু, কমজোরি করে দেয়এই বোধ মাথার মধ্যে কাজ করায় একদিন ফিরে আসেন চালকাড়ে গ্রামে।

তারপর...আয়ুভাতুর জয়পাল নাগের পাঠশালা, বুরজু-র জার্মান মিশনে শিয়ালের আঙুর ফল খাওয়ার ইংরেজি গল্প পড়া সাঙ্গ করে চলে যান চাইবাসায়। সাহেবদের সমান হওয়ার ইচ্ছা নিয়ে সেখানে পৌঁছতে বাবার সঙ্গে এগারো বছরের বীরসা সেদিন যেন এক জন্ম হেঁটেছিলেন।

ভাবীকালের মহাদাবানলের প্রথম স্ফুলিঙ্গ দেখা দিয়েছিল সেই চাইবাসাতেই। ফাদার নর্টট মুণ্ডাদের ভিখিরি, বেইমান বললে প্রথম প্রতিবাদী স্লোগান চলে আসে বীরসার মুখে'সাহেব সাহেব এক টোপি হ্যায়! সেদিনই খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করে আর্যভারত থেকে কৃষ্ণমহাভারত নির্মাণের অভিষেক! জঙ্গল ছিল তাঁর কাছে মায়ের মতো। ছোটনাগপুর ছিল শরীর এবং সেই অঞ্চলের নদী তাঁর রক্ত। বোধহয় আদিদেবতা হরমআসুলের আশীর্বাদ পেয়েই তিনি বাঘ দেখেও ডরতেন না। 'এ আমার বন' খুব ছোটোবেলায় বলা এই সদর্প উক্তি তাই উত্তরকালে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই পরিণত হয়েছিল এক শপথবাচনে 'শুচ করে দিব মা গো'। তাই দিকু ও বিজাতীয়দের হাতে বন্দিনী অরণ্যে নিষিদ্ধ সময় জ্যৈষ্ঠ মাসে ঢুকে মশাল জ্বালেন। তারপর 'নে মুলুক দিসুমরে ধরতি আবায় হাইজি লেখায় ভাদ্রমাসে' অর্থাৎ তিনি পরিণত হন ধরতি-আবা বা পৃথিবীপিতাতে। জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে জন্ম দেন এক নতুন বীরসাইত সম্প্রদায়ের। অধিকারের জন্য প্রয়োজনে মারা এবং মরার জন্য তৈরি থাকার ডাক দেন। সাহেবদের গায়ের রং বলে সাদাকেই শত্রু বলে চিহ্নিত করেন। সিদ্ধ হতে গেলে ক্ষুরস্য ধারা সাধনার কঠিন পথ অতিক্রম করতে হয়। শ্মশানবোঙাকে অগ্রাহ্য করে, কবর খুঁড়ে মৃতদেহ থেকে আংটি-পয়সা বের করা যেন ছিল বীরসার সেই শবসাধনা। মুন্সি আনন্দ পাঁড়ের কাছে থেকে মহাকাব্য, পুরাণ... বহু কিছু পড়েছিলেন। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আগে পরিব্রাজক বিবেকানন্দ কিংবা বিশ্বজয়ী অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো প্রায় সকল মুণ্ডা-এলাকা পরিভ্রমণ করেছিলেন বীরসা। জল বেঁধে রাখা পাথর সরিয়ে ধুরা নদীকে পরিণত করেন মুক্তধারায়। বহতা স্রোতের জল ও আপাং গাছের শিকড় বেটে খেতে বলে আটকান সকলের হায়জা বা কলেরাও। নিমপাতা সিজে জল খাইয়ে দূর করেছিলেন মহামারী বসন্ত বা চেচক বুড়ির প্রকোপ। ছেলেবেলায় ছাগলের ভাঙা পা লতাপাতার বাঁধনে সারানোর শিক্ষানবিশিই পরিবেশবান্ধব জনচিকিৎসক হতে সহায়তা করেছিল তাঁকে।

রাজদ্রোহের পুরস্কার হিসেবে উনিশ বছর বয়সে জরিমানা সহ দু'বছরের সশ্রম কারাদণ্ড পান বীরসা। তিনি একে 'ঈশ্বরের পরীক্ষা' বলেই ধরে নেন। ১৮৯৭ সালে জন্মমাসে কারামুক্ত হন। স্ত্রী নন, চিরসখী সালীর বাড়িতে দাঁড়িয়ে বীরসা ঘোষণা করেন সংগ্রামী মিশনউলগুলান। এটিই ছিল দীক্ষাদানের মন্ত্র। পুরাণক, নানক, প্রচারক নামে বিভক্ত ছিল তাঁর অনুবর্তীরা। ইংরেজদের প্রতীকরূপে কাটা হয়েছিল কলাগাছ। আদি রাজধানী নওরতনগড়ের কেল্লা দখল করা স্থির হল। মুণ্ডানিদেরও এর শরিক করা হল। বীরসাইত হলে মেয়েদের হাত ধরা যাবে নানারীসুরক্ষার জন্য জারি ছিল নিয়ম। সকলের কণ্ঠ জাগরিত হয়েছিল বীরসার জয়গানে 'ধরতিরে পুড়োই রাজা জয়।' ১৩০৬ বাংলা সনের (১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ) ৭ পৌষ উলগুলানের অগ্নুৎপাত শুরু হবে বলে ঠিক হয়। ৯ পৌষ সাহেবদের বড়োদিনের পার্টিতে তির চলে। মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে বত্রিশটি গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে বিদ্রোহের আগুন। ক্যাপ্টেন রোশের নেতৃত্বে ৮০ জন সৈন্য অভিযান চালিয়েও বীরসাকে ধরতে পারেনি।

৭ জানুয়ারি, ১৯০০। খুঁটি থানা আক্রমণ করে মুণ্ডারা। শৈলরাকাবের পাহাড়ে তারা আশ্রয় নেয়। মেয়েরাও পিঠে সন্তানকে বেঁধে সেদিন লড়াই করেছিল।এ যেন জালালাবাদের সূর্যসেনের পূর্বপট। হতাহত নিয়ে সংবাদপত্রের মতান্তর ছিল কুড়ি থেকে চারশো পর্যন্ত। এদিকে বীরসা ফেরার।

তাঁর ধরা পড়াটা অনেকটা ভিঞ্চির আঁকা যিশুর 'দ্য লাস্ট সাপার' ছবির কথা মনে করায়। বিশ্বাসঘাতক শিষ্য জুডাসের কাজটা করেছিল পরমী, যার সঙ্গে বীরসার আরান্দি বা বিয়ে হতে হতেও হয়নি। ৫০০ টাকার জন্য, কয়েকজনের সহায়তায় সেনত্রার জঙ্গলে পরমী ভাত রান্না করে ধোঁয়ার নিশান উড়িয়ে দেয় সে। তাতেই মুণ্ডাসিংহ পিঞ্জরাবদ্ধ হতে বাধ্য হন। তবে যিশুর মতো ক্ষমাসুন্দর হয়ে অনুগামীদের গ্রেফতারি এড়ানোর রাস্তাও বাতলে দেনআমাকে না চিনে, না বুঝে উলগুলান করেছ, এই স্বীকারোক্তি দিও সকলে। ১ জুন বিচারালয়ে বীরসার অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, বিচারব্যবস্থার অব্যবস্থার পাশাপাশি অপশক্তির দুর্দান্ত আস্ফালন বলে ধরা যেতেই পারে। বহু মুণ্ডার নানাবিধ শাস্তি হয়। একটি এক বছরের শিশুর একদিনের কারাদণ্ড প্রাপ্তিতে গা শিউরে ওঠে। সে কি সালীর কাছ থেকে দত্তক নেওয়া বীরসার পুত্র পরিবা? তার মধ্যে নিজের নাম থাকবে বলে ঘোষণা করেছিলেন বীরসা।

আজ থেকে সিকিসহ শতাব্দী পূর্বে প্রায় তিনশো চাঁদ (মুণ্ডাগণনায় এক বছর বারো চাঁদের সমান) পার করা, বছর পঁচিশের বীরসা রক্তবমনের পর মহানির্বাণ লাভ করেন। ৯ জুন, ১৯০০। সকাল ন'টা। প্রাণের খাঁচা ভেঙে তাঁর আত্মা মুক্তি পেলে, শরীর থেকে জেলের শিকল খোলা হয়। ৫০০ জন মুণ্ডা তাঁকে বেড় দিলেও শনাক্ত করেনি। বেয়নেটের ঘা লাগা কপাল নিয়ে ভরমি মুণ্ডা রোদনসুরে, মন্ত্রগভীর স্বরে গান ধরেন 'হে ওতে দিসুম সিরজাও/ নি'আলিয়া আনাসি/আলম আনদুলিয়া/ আমা'রেগে ভরোসা/ বিশ্বাস মেনা!' পৃথিবীর প্রতি তাদের প্রার্থনা ব্যর্থ না করার, বিশ্বাস স্থাপনের এই আর্জি যেন ধরতি-আবা বীরসার সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে যায়। বিরক্ত রাঁচির জেলসুপার ডাক্তার আন্ডারসন ধৈর্য হারান। কারণ, তাঁর হাতেই ময়নাতদন্ত হওয়া, সেলাই করা দেহটা নিতে এসে ডোমরা বীরসাকে ভগবান বলে। বীরসা যেন শেষ হয়েও হচ্ছে না শেষ। সুপারসাহেব রীতি মেনে সমাধি, বীরসার সহপাঠী তথা ডেপুটি সুপার অমূল্যর কথায় ভাই কনু মুণ্ডাকে দিয়ে মুখাগ্নি, এমনকি অমূল্য সহ বীরসাইতদের সৎকার দেখার অনুমতি পর্যন্ত দেননি। জেলের সিপাহিদের পাহারায় শিবন মেথররা তাঁর নশ্বর দেহটিকে শুকনো গোবরের চিতায় শুইয়ে দেয়। কিন্তু শিবন ও অন্ধকার অন্তরাল থেকে নিভন্ত চিতার সামনে আসা সালীর জন্যই হরমু নদীর জল পায় বীরসার অবিনশ্বর আত্মা। জঙ্গলে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সালী এক মুঠো ছাই আঁচলে বেঁধে নেয়। তাঁদের সেই বিশ্বাস মূর্তরূপ ধারণ করেছিল পরবর্তীতে চাকরিত্যাগী অমূল্যর নোটবয়ের লেখা কথাগুলিতে উলগুলানের শেষ নাই...বীরসার মরণ নাই... বীরসার চিতার সামনে দাঁড়িয়ে ধরমু ক্ষমা চেয়ে যে কথাটি বলেছিল, সেখানেই ইতিহাসের পাতায় তাঁর চিরন্তন জয়পতাকা উড়েছিল'উলগুলানে, অনেক আগুন জ্বালিয়েছিল, আগুন ওরে চিনে। জ্বলছে কেমন দেখ।'

**সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।**

বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা ই-রিক্সা পরিচালিত কমিটির উদ্যোগে এক ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করা হয়।

# ভিবি-জি আরএএম জি আইন কাঠামোগত ব্যবধানগুলিকে দূর করেছে

**শিবরাজ সিং চৌহান**
*কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ এবং গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী*

বিধিবদ্ধ মজুরি কর্মসংস্থান নিশ্চয়তাকে ১২৫ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করে এবং একটি স্থিতিশীল, প্রাণবন্ত, আত্মনির্ভর গ্রামীণ ভারতের জন্য ক্ষমতায়ন, কেন্দ্রাভিমুখী ও সম্পৃকতিকরণ-ভিত্তিক সংস্থানের মাধ্যমে গ্রামীণ জীবীকাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে যে 'বিকশিত ভারত গ্যারেন্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবীকা মিশন (গ্রামীণ) আইন, ২০২৫' তাতে ভারতের রাষ্ট্রপতি 'বিকশিত ভারত গ্যারেন্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবীকা মিশন (গ্রামীণ) আইন, ২০২৫'-এ সম্মতি দিয়েছেন। কিছু লোক অপব্যাখ্যা করছে তবুও, ভিবি-জি আরএএম জি আইন কার্যকর হওয়ার পরেও, এমন কিছু লোক আছেন যারা এমন কিছু অনুমান সামনে এনেছেন যা সতর্ক পরীক্ষার মুখে টেকে না। দাবি করা হচ্ছে যে কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা দুর্বল করা হয়েছে, পরামর্শ ছাড়াই বিকেন্দ্রীকরণ এবং চাহিদা-ভিত্তিক অধিকারকে ক্ষুণ করা হয়েছে, এবং এই সংস্কারটি হলো পুনর্গঠনের আড়ালে প্রচ্ছন্ন একটি আর্থিক প্রত্যাহার। এই প্রতিটি দাবিই আইনের মূল বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।

এই ভুল ব্যাখ্যার কারণ হলো একটি গভীরতর ধারণাগত ত্রুটিএই অনুমান যে কল্যাণ ও উন্নয়ন দুটি পরস্পরবিরোধী পছন্দ। নতুন কাঠামোটি এর বিপরীত উপলব্ধির উপর নির্মিত: যে কল্যাণ, যা একটি উন্নত বিধিবদ্ধ জীবিকার নিশ্চয়তার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, এবং উন্নয়ন, যা টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, উভয়ই একে অপরকে শক্তিশালী করে। আয় সহায়তা, সম্পদ সৃষ্টি, কৃষি স্থিতিশীলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী গ্রামীণ উৎপাদনশীলতাকে একটি আপস-রফা হিসেবে না দেখে একটি ধারাবাহিকতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটি কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাগাড়ম্বর নয়, বরং একটি বিধিবদ্ধ নকশার মধ্যে নিহিত একটি পদ্ধতি।

কর্মসংস্থানের আইনি অধিকারকে দুর্বল করা হয়েছে বলে যে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তা সঠিক নয়। আইনটি কর্মসংস্থান নিশ্চয়তার বিধিবদ্ধ ও বিচারযোগ্য চরিত্র বজায় রেখেছে এবং এর প্রয়োগযোগ্যতাকে শক্তিশালী করেছে। অধিকার কমানো তো দূরের কথা, তা ১০০ দিন থেকে বাড়িয়ে ১২৫ দিন করা হয়েছে। পূর্বে যে পদ্ধতিগত অধিকারবঞ্চিত করার ধারাগুলো বাস্তবে বেকার ভাতা বাতিল করে দিত, সেগুলো অপসারণ করা হয়েছে এবং সময়বদ্ধ অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াগুলোকে শক্তিশালী করা হয়েছে। এই সংস্কারটি বিবিধ প্রতিশ্রুতি এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে স্বীকৃত ব্যবধানকে সরাসরি সমাধান করে। আরও অভিযোগ করা হয় যে এটি শীর্ষ-থেকে-নীচের পরিকল্পনার পক্ষে চাহিদা-ভিত্তিক কর্মসংস্থান পরিত্যাগ করা হয়েছে এটি একটি মিথ্যা দ্বৈততার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। কর্মীদের কাছ থেকেই উদ্ভূত হতে থাকে। পরিবর্তনটি হলো এই যে, দুর্দশা শুরু হওয়ার পরেই কেবল চাহিদার সমাধান করা হয় না। অগ্রিম, অংশগ্রহণমূলক গ্রাম-স্তরের পরিকল্পনার মাধ্যমে বাস্তবায়নকে ভিত্তি করে, এই সংস্কার নিশ্চিত করে যে যখন কর্মীরা কর্মসংস্থান খোঁজেন, তখন প্রশাসনিক অপ্রস্তুতির কারণে কাজ অস্বীকার না করে তা আসলে উপলব্ধ থাকে। এই অর্থে, পরিকল্পনা চাহিদাকে দমন করে না; বরং এটিকে কার্যকর করে তোলে।

কেন্দ্রীয়করণের অভিযোগটি আইনের কাঠামোকে উপেক্ষা করে। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোই প্রাথমিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে থাকে এবং গ্রামসভাগুলো স্থানীয় পরিকল্পনার উপর অনুমোদনের ক্ষমতা বজায় রাখে। যা পরিবর্তিত হয়েছে তা হলো, বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা আর কোনো খাপছাড়া বা আকস্মিক বিষয় নয়, বরং এটি একটি কাঠামোগত ও অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। বিকশিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনাগুলো ব্লক, জেলা, রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে একত্রিত করা হয় যাতে বিভিন্ন খাতের মধ্যে সমন্বয়, সংগতি এবং দৃশ্যমানতা নিশ্চিত করা যায়, স্থানীয় অগ্রাধিকারগুলোকে অগ্রাহ্য করার জন্য নয়। এখানে যা কেন্দ্রীভূত তা হলো সমন্বয়; সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা স্থানীয় পর্যায়েই থাকে। এটি বিকেন্দ্রীকরণকে ক্ষুণ্ণ না করেই বিভাজনকে দূর করে।

পরামর্শ ছাড়াই সংস্কারটি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে যে দাবি করা হয়, তা-ও তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বিলটি প্রণয়নের আগে রাজ্য সরকারগুলোর সাথে ব্যাপক আলোচনা, প্রযুক্তিগত কর্মশালা এবং বহু-অংশীজনের সাথে আলোচনা করা হয়েছিল। মূল নকশার বৈশিষ্ট্যগুলোযেমন গ্রাম পরিকল্পনা কাঠামো, সমন্বয় ব্যবস্থা এবং ডিজিটাল শাসন ব্যবস্থারাজ্যগুলোর মতামত এবং বছরের পর বছর ধরে বস্তবায়নের অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা দ্বারা গঠিত হয়েছে।

বরাদ্দ, ইকুইটি বৃদ্ধি

এই ব্যাপক ধারণাটি যে গত এক দশকে কর্মসংস্থান গ্যারান্টি প্রকল্পটিকে পদ্ধতিগতভাবে দুর্বল করা হয়েছে, তা তথ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বাজেট বরাদ্দ ২০১৩-১৪ সালের ৩৩,০০০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০২৪-২৫ সালে ২,৮৬,০০০ কোটি টাকা হয়েছে। সৃষ্ট কর্মদিবসের সংখ্যা ২০১৩-১৪ সাল পর্যন্ত সময়ের ১,৬৬০ কোটি থেকে বেড়ে পরবর্তী সময়ে ৩,২১০ কোটি হয়েছে। কেন্দ্রীয় তহবিল ছাড়ের পরিমাণ ২.১৩ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৮.৫৩ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে এবং সম্পন্ন কাজের সংখ্যা ১৫৩ লক্ষ থেকে বেড়ে ৮৬২ লক্ষ হয়েছে। মহিলাদের অংশগ্রহণ ৪৮% থেকে বেড়ে ৫৬.৭৪% হয়েছে। এখন ৯৯-এরও বেশি তহবিল স্থানান্তরের আদেশ সময়মতো জারি করা হয় এবং প্রায় ৯৯ সক্রিয় কর্মী আধার পেমেন্ট ব্রিজের সাথে যুক্ত আছেন। এই প্রবণতাগুলো অবহেলা নয়, বরং ধারাবাহিক প্রতিশ্রুতি এবং উন্নত বাস্তবায়নের দিকেই ইঙ্গিত করে।

তবে, সময়ের সাথে সাথে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা পূর্ববর্তী কাঠামোর মধ্যেই কিছু কাঠামোগত দুর্বলতা প্রকাশ করেছেযেমন খণ্ডকালীন কর্মসংস্থান, বেকারত্ব ভাতার দুর্বল প্রয়োগযোগ্যতা, খণ্ডিত সম্পদ সৃষ্টি এবং নকল ও ভুয়া এন্টির জন্য ক্রমাগত সুযোগ। এই দুর্বলতাগুলো খরা বছরগুলিতে, অভিবাসনের উল্লম্ফনের সময় এবং কোভিড-১৯ মহামারীর মতো বিঘ্ন সৃষ্টিকারী পরিস্থিতিতে মাঠ পর্যায়ে দৃশ্যমান হয়েছিল।

নতুন আইনের অধীনে আর্থিক পুনর্গঠনকেও দায়িত্ব ত্যাগ হিসাবে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অবদান বাড়ছে - কেন্দ্রের অংশের জন্য বরাদ্দ ৮৬,০০০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে প্রায় ২,৯৫,০০০ কোটি টাকা হয়েছে, যা গ্রামীণ কর্মসংস্থানের জন্য ধারাবাহিক এবং বর্ধিত সহায়তাকে তুলে ধরে। ৬০:৪০ অর্থায়ন মডেলটি কেন্দ্র-প্রযোজিত প্রকল্পগুলির দীর্ঘ-প্রতিষ্ঠিত কাঠামো অনুসরণ করে, যেখানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এবং হিমালয় অঞ্চলের রাজ্য এবং জম্মু ও কাশ্মীরকে একটি ভিন্ন ৯০:১০ অনুপাত দেওয়া হয়েছে। আর্থিক প্রত্যাহারের ইঙ্গিত দেওয়ার পরিবর্তে, এই কাঠামোটি যৌথ দায়িত্ব এবং জবাবদিহিতাকে শক্তিশালী করে।

নিয়ম-ভিত্তিক আদর্শিক বরাদ্দের মাধ্যমে সমতা নিশ্চিত করা হয়, যেখানে রাজ্যভিত্তিক বরাদ্দগুলি বিধিমালায় নির্ধারিত উদ্দেশ্যমূলক পরামিতিগুলির উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়। রাজ্যগুলিকে কেবল বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে নয়, বরং উন্নয়নের অংশীদার হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যারা বিধিবদ্ধ কাঠামোর মধ্যে তাদের নিজস্ব প্রকল্পগুলি অবহিত ও কার্যকর করার ক্ষমতা রাখে। নমনীয়তা স্পষ্টভাবে সংরক্ষিত আছে: প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্যান্য অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে, রাজ্যগুলি বিশেষ শিথিলতার সুপারিশ করতে পারে, যার মধ্যে অনুমোদিত কাজের সম্প্রসারণ এবং কর্মসংস্থানের অস্থায়ী বৃদ্ধি অন্তর্ভুক্ত। এভাবে নিয়ম-ভিত্তিক বরাদ্দ এবং প্রাসঙ্গিক নমনীয়তার মধ্যে সমবায়মূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে।

এই আইন রাজ্যগুলোকে একটি আর্থিক বছরে মোট ৬০ দিনের সময়কাল আগে থেকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানোর ক্ষমতা দেয়, যা ফসল বপন ও কাটার ব্যস্ততম সময়কে অন্তর্ভুক্ত করবে এবং এই সময়ে কোনো কাজ করা হবে না। কৃষি-জলবায়ু পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে জেলা, ব্লক বা গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞপ্তি জারি করা যেতে পারে, যা নিশ্চিত করবে যে বর্ধিত কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা কর্মসূচিটি কৃষি কার্যক্রমের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।

ইউপিএ-র রেকর্ড

প্রথম মেয়াদ থেকেই কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সংযুক্ত প্রগতিশীল জোট (ইউপিএ) সরকার এমজিএনআরইজিএ-র অধীনে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হয়েছিল। যদিও কংগ্রেসের নির্বাচনী ইশতেহারে 'প্রতিদিন ১০০ টাকা প্রকৃত মজুরিতে অন্তত ১০০ দিনের কাজের' প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সরকার ২০০৯ সালের শুরুতেই মজুরি ১০০ টাকায় সীমাবদ্ধ করে দেয় এবং মুদ্রাস্ফীতি ও ক্রমবর্ধমান গ্রামীণ দুর্দশাকে উপেক্ষা করে বছরের পর বছর ধরে তা অপরিবর্তিত রাখে। কেন্দ্র সরকার খোলাখুলিভাবে স্বীকার করে যে রাজ্যগুলো এই প্রকল্পের অধীনে স্বেচ্ছাচারী আচরণ করছে এবং ''নির্বিচার বৃদ্ধির'' জন্য রাজ্য সরকারগুলোকে দায়ী করে মজুরি স্থির রাখার বিষয়টি ন্যায্যতা দেয়। এই স্বীকারোক্তিই একটি গুরুতর শাসনতান্ত্রিক ব্যর্থতাকে উন্মোচিত করেছিল: কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র সরকার এমনকি নিজেদের রাজ্য সরকারগুলোকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিল না, যার ফলে এমজিএনআরইজিএ অপব্যবহার, জাল জব কার্ড এবং আর্থিক দুর্নীতির শিকার হয়েছিল।

ইউপিএ-র দ্বিতীয় মেয়াদে এই প্রকল্পের প্রতি প্রতিশ্রুতির ধারাবাহিক পতন দেখা যায়। রাজ্যগুলোর ক্রমবর্ধমান চাহিদা সত্ত্বেও ২০১০-১১ সালের ২৪০, ১০০ কোটি টাকা থেকে বাজেট বরাদ্দ ২০১২-১৩ সালের মধ্যে ৩৩, ০০০ কোটি টাকায় নামিয়ে আনা হয়। ২০১৩ সালে সংসদে এক জবাবে প্রতিমন্ত্রী রাজীব শুক্লা স্বীকার করেন যে, এমজিএনআরইজিএ-র অধীনে কর্মসংস্থান ২০১০-১১ সালের ৭.৫৫ কোটি কর্মী থেকে ২০১৩ সালের নভেম্বরের মধ্যে মাত্র ৬.৯৩ কোটিতে নেমে এসেছে। তহবিল প্রদানে বিলম্ব, অর্থ প্রদানে স্বচ্ছতার অভাব এবং প্রশাসনিক উদাসীনতা কর্মীদের কর্মসংস্থান চাইতে নিরুৎসাহিত করেছিল, যা সরাসরি আইনের অধীনে প্রতিশ্রুত আইনি গ্যারান্টিকে ক্ষুণ্ণ করেছিল। কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের ২০১৩ সালের প্রতিবেদনে ইউপিএ সরকারের আমলে এমজিএনআরইজিএ-র প্রকৃত অবস্থা উন্মোচিত হয়। এতে ব্যাপক দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা তুলে ধরা হয়: ৪.৩৩ লক্ষেরও বেশি জাল বা ত্রুটিপূর্ণ জব কার্ড, হিসাববিহীন উত্তোলন ও অনিয়মিত কাজের কারণে হাজার হাজার কোটি টাকা ক্ষতি, ২৩টি রাজ্যে মজুরি প্রদানে বিলম্ব বা অস্বীকৃতি এবং ভারতের অর্ধেকেরও বেশি গ্রাম পঞ্চায়েতে দুর্বল রেকর্ড সংরক্ষণ। যে রাজ্যগুলোতে গ্রামীণ দরিদ্রদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ছিলবিহার, উত্তর প্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রতারা বরাদ্দকৃত তহবিলের মাত্র ২০ু ব্যবহার করেছিল, যা প্রমাণ করে যে প্রকল্পটি ঠিক সেখানেই ব্যর্থ হয়েছিল যেখানে এটির সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল।

এই বিতর্ককে কল্যাণ ও উন্নয়নের মধ্যে একটি পছন্দ হিসেবে তুলে ধরা একটি মিথ্যা বিভাজন তৈরি করা। যখন কল্যাণ নিশ্চিত জীবিকার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং উন্নয়ন যখন টেকসই গ্রামীণ অবকাঠামো ও উৎপাদনশীলতার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এগুলো পরস্পরবিরোধী লক্ষ্য নয়, বরং পরস্পর নির্ভরশীল লক্ষ্য। আসল সিদ্ধান্তটি ছিল এমন একটি কাঠামোকে অপরিবর্তিত রাখা, যা প্রায়শই প্রত্যাশিত ফল দিতে ব্যর্থ হতো, নাকি সেটিকে সংস্কার করে একটি আধুনিক, বাস্তবায়নযোগ্য এবং সমন্বিত কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করা, যা উন্নয়নের মাধ্যমে কল্যাণকে এগিয়ে নিয়ে যায়। নতুন আইনটি কাজের আইনি অধিকারকে সংরক্ষণ করে, প্রাপ্য অধিকারগুলো প্রসারিত করে, শ্রমিকদের সুরক্ষা জোরদার করে এবং বছরের পর বছর ধরে বাস্তবায়নের ফলে উদ্ভাসিত কাঠামোগত দুর্বলতাগুলো সংশোধন করে। এটি কোনো ধ্বংসযজ্ঞ নয়, বরং অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে একটি নবায়নের প্রক্রিয়া।

## প্রাক্তন মন্ত্রী অনিল সরকারের পুত্র অভিজিৎ সরকারের প্রয়াণ শেষ শ্রদ্ধা জানালেন বিরোধী দলনেতা সহ তিপ্রা মথা নেতৃত্বগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর: প্রাক্তন মন্ত্রী অনিল সরকারের একমাত্র পুত্র অভিজিৎ সরকার আর নেই। সোমবার সকাল প্রায় ১০টা নাগাদ কলকাতার এপোলো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ অভিজিৎ সরকার কলকাতার ওই বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। আজ সকালে তাঁর মরদেহ আগরতলার ধলেশ্বরস্থিত নিজ বাসভবনে নিয়ে আসা হয়।

প্রয়াত অভিজিৎ সরকারকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে বাড়িতে উপস্থিত হন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী, তিপ্রা মথা দলের বিধায়ক বিশ্বকেতু দেববর্মা সহ মথা ও সিপিআই(এম)-এর বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা। উভয় রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকেই প্রয়াতের পরিবার-পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা ও মর্মবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। অভিজিৎ সরকারের প্রয়াণে রাজ্যের রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে গভীর শোকের আবহ তৈরি হয়েছে। তার প্রয়াণে শোক ব্যক্ত করেছেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

## বিধায়ক ভাতার সম্পূর্ণ অর্থ দলীয় কার্যকর্তাদের মধ্যে বন্টনের সিদ্ধান্ত সূর্যমণিনগরের বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর: নিজ বিধানসভা এলাকার সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এক ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত নিলেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ তথা সূর্যমণিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল। তিনি তাঁর বিধায়ক ভাতার সম্পূর্ণ অর্থ দলীয় কার্যকর্তাদের মধ্যে বণ্টন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল বলেন, এলাকার দলীয় কার্যকর্তারাই তাঁকে বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সংগঠনের ভিত্তি গড়ে তোলা ও তা পরিচালনার মূল দায়িত্বও তাঁদের হাতেই থাকে। সেই কারণেই তাঁর প্রাপ্য বেতন-ভাতার অর্থ যদি সংগঠনের কার্যকর্তাদের কাজে লাগে, তাহলে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করবেন। তিনি আরও জানান, সংগঠনকে আরও গতিশীল ও মজবুত করার লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দলীয় কার্যকর্তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পাশাপাশি তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর মনোভাব থেকেই এই উদ্যোগ বলে জানান বিধানসভার উপাধ্যক্ষ।

## পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও জনমুখী তারাকপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বিশেষ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর: পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও জনমুখী করতে বুধবার দুপুরে তারাকপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় প্রাঙ্গনে এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তর জেলার একমাত্র স্মার্ট পঞ্চায়েত ভবনের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। একইসঙ্গে বিকশিত ভারত ও জি রাম জি কর্মসূচির উপর গ্রাম সভা, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির মধ্যে বেবি বুকসেল্ফ বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্না নাথ। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, স্মার্ট পঞ্চায়েত ভবন ও গ্রামীণ প্রশাসনকে আরও স্বচ্ছ, প্রযুক্তি নির্ভর ও জনগণের কাছে সহজলভ্য করে তুলবে। এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ দ্রুত পরিষেবা পাবে এবং গ্রামীণ উন্নয়নের গতি আরও ত্বরান্বিত হবে।

## সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও পরম্পরা একটি জাতির শক্তির প্রতীক: অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর: আজ উদয়পুরের রাজর্ষি হলে ১৫ দিনব্যপী রাজ্যভিত্তিক নাট্য উৎসবের সমাপনি অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও পরম্পরা একটি জাতির শক্তির প্রতীক। এই গুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তিনি আরো বলেন, এই উৎসব রাজ্যের প্রতিটি এলাকায় নাট্যচর্চার পরিবেশকে আরও প্রসারিত করবে। তিনি উৎসবের সঙ্গে যুক্ত সকল কর্মী, সংগঠন ও নাট্যদলকে ধন্যবাদ জানান।

এছাড়া তিনি নাট্যশিল্পে বিশেষ অবদানের জন্য হারাধন দত্তকে এবছর ত্রিপুরেশ মজুমদার স্মৃতি পুরস্কার হিসাবে ২১ হাজার টাকার চেক, মানপত্র তুলে দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপারসন শীতল চন্দ্র মজুমদার, মহকুমা শাসক ত্রিদিপ সরকার, সমাজসেবী সবিতা নাগ প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ অধিকর্তা অজয় দে। সভাপতিত্ব করেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়। উল্লেখ্য সারা রাজ্যের ৩২টি দল এই নাট্য উৎসবে অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কদমতলা সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সঞ্জীব দেবনাথ, কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মিহির রঞ্জন নাথ, বিশিষ্ট সমাজসেবী কাজল দাস, বিমল পুরকায়স্থ সহ বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানরা। এদিন ভারত সরকারের আজীবিকা মিশনের আওতায় 'বিকশিত ভারত জি রাম জি' যোজনারও সূচনা করা হয়। গ্রাম সভার মাধ্যমে এই প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করা হয়। বক্তারা জানান, এই কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী করা, আত্মনির্ভর গ্রাম গড়ে তোলা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করাই মূল লক্ষ্য। অনুষ্ঠানে এলাকার মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা, যেখানে কৃতি শিক্ষার্থীদের সম্মাননা প্রদান করে তাদের পড়াশোনায় আরও উৎসাহিত করা হয়। পাশাপাশি শিশুদের পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে কচিকাঁচাদের উৎসাহিত করা হয়।

## পশ্চিম জেলাভিত্তিক সুশাসন পরিষেবা চর্চামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর: পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে গতকাল সুশাসন সপ্তাহ এবং প্রশাসন গাঁও কি ওর- ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষ্যে জেলাভিত্তিক সুশাসন পরিষেবা চর্চামূলক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত আইএএস স্বপন সাহা। কর্মশালায় তিনি বলেন, সুশাসন পরিষেবার মাধ্যমে জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়নের পথ সুগম হয় এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষের অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত হয়। এই উদ্যোগের মাধ্যমে জেলা প্রশাসন নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করছে এবং সরকারি পরিষেবাগুলিকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সচেষ্ট ভূমিকা পালন করছে। এই কর্মশালায় স্বাগত ভাষণ রাখেন পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক অরূপ দেব। এই কর্মশালায় ইনকাম সার্টিফিকেট, পিআরটিসি, ম্যারেজ সার্টিফিকেট, দলিল নিবন্ধন প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের দুইটি স্বসহায়ক দলের ৩ লক্ষ টাকা করে মোট ৬ লক্ষ টাকার ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। তাছাড়াও স্বাবলম্বন প্রকল্পে ৩ লক্ষ টাকা এবং পিএমইজিপি প্রকল্পে ১৮ লক্ষ টাকার ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। জনজাতি কল্যাণ প্রকল্পে ও স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে ৩ জনকে সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এই কর্মশালায় সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট দেবদাস দেববর্মা ও বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিগণ সহ সুবিধাভোগীরা উপস্থিত ছিলেন।

## নিজের বেতন—ভাতা থেকে গর্জিতে বস্ত্র ও ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ এমডিসি পদ্মলোচন ত্রিপুরার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঠালিয়া, ২৫ ডিসেম্বর: কাঁঠালিয়া—মির্জা—রাজাপুর কেন্দ্রের অন্তর্গত গর্জি মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় এক মহতী সামাজিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচিতে গর্জি এলাকার জাতি, জনজাতি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গরিব ও দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে এমডিসি পদ্মলোচন ত্রিপুরার নিজের বেতনভাতার অর্থ থেকে। পাশাপাশি, এলাকার যুবকদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ক্রীড়া সামগ্রীও বিতরণ করা হয়। উদ্যোক্তাদের মতে, যুব সমাজকে খেলাধুলার প্রতি উৎসাহিত করতেই এই উদ্যোগ।

আজকের এই বস্ত্র ও ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা, প্রদেশ সহ-সভাপতি সুবল ভৌমিক, বিধায়ক অভিষেক দেব রায়, মির্জা---কাঁঠালিয়া---রাজাপুর কেন্দ্রের এমডিসি পদ্মলোচন ত্রিপুরা, জনজাতি নেতা পরিতোষ দেববর্মা, জনজাতি নেতা চন্দ্র জয় রিয়াং, মণ্ডল সভাপতি বিশ্বজিৎ মারাক সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এমডিসি পদ্মলোচন ত্রিপুরার এই ধরনের ধারাবাহিক মানবিক ও সামাজিক উদ্যোগে অত্যন্ত আনন্দিত গর্জি এডিসি এলাকার সাধারণ মানুষ। এদিন এমডিসি পদ্মলোচন ত্রিপুরা জানান, "মানুষ মানুষের জন্য" এই ভাবনাকে সামনে রেখে আগামী দিনেও মির্জা---কাঁঠালিয়া---রাজাপুর এলাকায় এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

## দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ে ডপলার ওয়েদার রাডার বসানো হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর: কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তরের উদ্যোগে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনীয়া মহকুমার সাড়াসীমায় নির্মীয়মান দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক কার্যালয় প্রাঙ্গণে ডপলার ওয়েদার রাডার বসানো হচ্ছে। ১০০ কিলোমিটার উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এই রাডারের আবহাওয়া সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য আগাম জানা সম্ভব হবে। আজ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক মহম্মদ সাজ্জাদ পি এই সংবাদ জানান। তিনি জানান, ০.২২ একর জায়গা জুড়ে এই অত্যধুনিক রাডার বসানো হবে। এই রাডারের মাধ্যমে বৃষ্টিপাত, বজ্রপাত, ঝড়, তুফান ইত্যাদি সম্পর্কিত সতর্কবার্তা আগাম জানা যাবে।

বৃহস্পতিবার বড় দিন উপলক্ষ্যে খ্রীষ্টসমর্থকদের মধ্যে প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়।

# হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

আলোচনা-পর্যালোচনা পর্ব-পাঁচ

## ‘তিতলি’

বিহান গুহ

পারিজাত দত্তের রচিত ‘তিতলি’ এক গভীর বেদনাবিধুর আখ্যান। এই গল্পে ব্যক্তিগত শোক ধীরে ধীরে পারিবারিক ট্র্যাজেডিতে রূপ নেয়, আর সেই ট্র্যাজেডির কেন্দ্রে রয়েছে স্মৃতি, অনুতাপ ও না বলা কথার ভার। গল্পটি বাহ্যিক ঘটনাপ্রবাহের চেয়ে অনেক বেশি অন্তর্লোকের। সমস্ত চরিত্রের মনের ভেতরের ভাঙাচোরা ভূগোলই এখানে মূল বিষয়।

গল্পের সূচনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মার্বেলের মেঝেতে পিঁপড়ের সারি শুধু একটি দৃশ্য নয়, বরং শিপ্রার বুকের ভেতরের অসহ্য যন্ত্রণার প্রতীক। পিঁপড়ের কামড় যেমন এড়ানো যায় না, তেমনই স্মৃতি ও অপরাধবোধের যন্ত্রণা থেকেও তাঁর মুক্তি নেই। এই রূপক ব্যবহারে লেখক শুরুতেই পাঠককে মানসিক আবহে টেনে নিয়েছেন। শিপ্রা, সুশোভন ও শ্রীপর্ণা এই তিনটি চরিত্রকে ঘিরেই গল্পের আবর্তন। সুশোভন চরিত্রটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। একজন দায়িত্ববান সরকারি কর্মচারী, প্রেমময় স্বামী এবং সর্বোপরি কন্যাভক্ত পিতা। এই তিন সত্তার সম্মিলনে তিনি এক অনুপম মানবিক চরিত্র। তিতলিকে কেন্দ্র করে তাঁর জীবনযাপন, স্বপ্ন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গল্পের মধ্যভাগ জুড়ে গভীর আবেগ তৈরি করেছে। মেয়ের জন্য নিজের প্রয়োজনকে বারবার উপেক্ষা করার মধ্যে দিয়ে তাঁর নিঃস্বার্থ পিতৃত্ব উজ্জ্বল হয়ে ওঠেছে।

শ্রীপর্ণা বা ‘তিতলি’ চরিত্রটি দ্বৈত অর্থবহ। শৈশবে সে সত্যিই এক রঙিন প্রজাপতি। নির্ভার, উচ্ছল এবং সবার আদরের। কিন্তু বড় হয়ে সে-ই হয়ে ওঠে সংঘাতের কারণ। নিজের প্রেম ও স্বাধীন সিদ্ধান্তের পথে হাঁটতে গিয়ে সে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। লেখক এখানে একতরফা নৈতিক রায় দেননি। তিতলির সিদ্ধান্ত যেমন বেদনা ডেকে আনে, তেমনই তার শিল্পীসত্তা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাও অবহেলা করেন না। এই ভারসাম্যই গল্পের বড় শক্তি।

শিপ্রার চরিত্রটি নিঃশব্দ যন্ত্রণার প্রতিমূর্তি। স্বামী ও সন্তানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা এক মায়ের অসহায়তা, না-বলা রাগ, চাপা অভিমান এবং শেষ পর্যন্ত একাকিত্ব সবই তাঁর স্মৃতিচারণার ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়েছে। বিশেষ করে গল্পের শেষাংশে ফোনে ‘মা’ ডাক শোনার মুহূর্তটি ভীষণ সংযত অথচ বিধ্বংসী। সুশোভনের মৃত্যুসংবাদ লুকিয়ে রেখে ফোন কেটে দেওয়া, এই সিদ্ধান্ত শিপ্রার চরিত্রকে আরও ট্র্যাজিক করে তুলেছে।

ভাষা ও বর্ণনায় গল্পটি সাবলীল, ধীর এবং স্মৃতিমুখর। অতীত ও বর্তমানের যাতায়াত কোথাও কৃত্রিম লাগেনি। বরং দীর্ঘ বর্ণনার মধ্যেও একটি চাপা উত্তেজনা কাজ করেছে। কখন ভেঙে পড়বে চরিত্ররা, রয়েছে শুধুই সেই অপেক্ষা। সংলাপ কম, অন্তর্মুখী ভাবনা বেশি, যা এই গল্পের আবহের সঙ্গে মানানসই ছিল।

‘তিতলি’ মূলত সম্পর্কের অপূর্ণতার গল্প। যেখানে ভালোবাসা ছিল, কিন্তু কথোপকথন ছিল না। যেখানে অভিমান জমে পাহাড় হয়েছে, অথচ ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ ফুরিয়ে গেছে। গল্পটি পাঠকের মনে প্রশ্ন রেখে যায়, ভালোবাসা কি শুধু আগলে রাখলেই সম্পূর্ণ হয়, নাকি বুঝে নেওয়ার সাহসও দরকার?

সব মিলিয়ে ‘তিতলি’ একটি সংবেদনশীল, স্মৃতিনির্ভর ও হৃদয়স্পর্শী গল্প, যা পাঠ শেষেও দীর্ঘ সময় ধরে মনে থেকে যায়। ঠিক প্রজাপতির ডানার মতোই, ক্ষণস্থায়ী অথচ গভীর ছাপ রেখে যায়।

**শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর**
**লেখক : পারিজাত দত্ত**
**প্রকাশক : নীহারিকা প্রকাশনী**
**মূল্য : ৩০০ টাকা।**

## ময়েশ্চারাইজার না কি সানস্ক্রিন? ত্বকের যত্নে কোনটির ভালো

রোদ আর দূষণে ত্বক হয়ে পড়ছে নিষ্প্রাণ, শুষ্ক ও লাবণ্যহীন। এর ওপর যদি সঠিক পদ্ধতিতে ত্বকের যত্ন বা স্কিনকেয়ার না করা হয়, তবে অকালেই বয়সের ছাপ পড়ে যেতে পারে। ইদানীং রূপচর্চা অনেকেরই দৈনন্দিন রুটিনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এই স্কিনকেয়ারের দুটি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো ময়েশ্চারাইজার এবং সানস্ক্রিন।

আজকাল ধুলো-বালি আর দূষণের দাপটে ত্বকের বারোটা বাজছে। রোদ আর দূষণে ত্বক হয়ে পড়ছে নিষ্প্রাণ, শুষ্ক ও লাবণ্যহীন। এর ওপর যদি সঠিক পদ্ধতিতে ত্বকের যত্ন বা স্কিনকেয়ার না করা হয়, তবে অকালেই বয়সের ছাপ পড়ে যেতে পারে। ইদানীং রূপচর্চা অনেকেরই দৈনন্দিন রুটিনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এই স্কিনকেয়ারের দুটি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো ময়েশ্চারাইজার এবং সানস্ক্রিন। মেকআপ করুন বা না করুন, বেশিরভাগ মানুষই এই দুটি জিনিস ব্যবহার করেন। কিন্তু অনেকের মনেই একটি বড় প্রশ্ন থাকে আগে ময়েশ্চারাইজার মাখবেন না কি সানস্ক্রিন?

সানস্ক্রিন কেন এত জরুরি?

বিশেষজ্ঞদের মতে, সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি থেকে ত্বককে রক্ষা করতে সানস্ক্রিনের কোনও বিকল্প নেই। শুধু কড়া রোদেই নয়, মেঘলা আবহাওয়াতেও সানস্ক্রিন মাখার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। এটি ত্বকের ওপর একটি সুরক্ষাকবচ তৈরি করে যা **ইউ ভি এ** এবং **ইউ ভিএ** [illegible] করতে বাধা দেয়। ফলে অকাল বলিরেখা, পিগমেন্টেশন এবং রোদে পোড়া কালচে দাগের ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়।

ময়েশ্চারাইজারের গুরুত্বও কম নয় অনেকে মনে করেন ময়েশ্চারাইজার শুধু শীতকালে মাখার জিনিস। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমাদের ত্বকের সারাবছরই আর্দতা বা আর্দ্রতার প্রয়োজন হয়। এটি ত্বকের স্বাভাবিক জলীয় ভাব ধরে রাখতে সাহায্য করে এবং শুষ্ক দূর করে স্কিন ব্যারিয়ারকে মজবুত করে। তবে যাঁদের ত্বক তৈলাক্ত, তাঁরা গরমকালে হালকা বা ওয়াটার-বেসড ময়েশ্চারাইজার বেছে নিতে পারেন। আগে কোনটি মাখবেন? ময়েশ্চারাইজার এবং সানস্ক্রিনদুটিই প্রয়োজনীয় হলেও এদের ব্যবহারের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ক্রম রয়েছে। সঠিক নিয়মটি নিচে দেওয়া হলো:

ক্লিনজিং ও টোনিং: প্রথমেই ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ভালো করে পরিষ্কার করে নিন। এরপর কোনো সিরাম বা টোনার থাকলে তা ব্যবহার করুন।

ময়েশ্চারাইজার: সিরাম মাখার পর প্রথমেই মাখুন ময়েশ্চারাইজার। এটি ত্বককে নরম করে এবং সানস্ক্রিনের জন্য একটি সঠিক বেস বা ভিত্তি তৈরি করে দেয়।

সানস্ক্রিন: ময়েশ্চারাইজার মাখার কয়েক মিনিট পর সবশেষে সানস্ক্রিন লাগান। মনে রাখবেন, সানস্ক্রিন হলো আপনার স্কিনকেয়ারের শেষ ধাপ। কারণ এটি ত্বকের ওপর একটি আবরণ তৈরি করে যা বাইরের রশ্মিকে বাধা দেয়। আপনি যদি আগে সানস্ক্রিন মেখে তার ওপর ময়েশ্চারাইজার লাগান, তবে সানস্ক্রিনের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সুন্দর ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ত্বক পেতে হলে এই ‘ময়েশ্চারাইজার-ফাস্ট, সানস্ক্রিন-লাস্ট’ নিয়মটি মেনে চলুন। এতে আপনার ত্বক রোদের হাত থেকেও বাঁচবে এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টিও পাবে।

## শীতের রাতে মোজা পরে ঘুমোন আরামদায়ক হলেও আদৌ কি স্বাস্থ্যকর?

শীতকালে অনেকেই রাতে মোজা না পরে বিছানায় যেতেই পারেন না। এই অভ্যাস নিয়ে রসিকতা কম হয় না। শীতকাতুরে মানুষদের এই আচরণ নিয়ে অনেকেই টিটকিরি করে। তবে চিকিৎসাবিজ্ঞান বলছে, এই অদ্ভুত অভ্যাসের নেপথ্যে রয়েছে দারুণ কিছু স্বাস্থ্যগুণ। সঠিক নিয়ম মেনে মোজা পরে ঘুমালে শরীরের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞের মত। মোজা পরলে পায়ের পাতা গরম হয়। এর ফলে রক্তনালিগুলো প্রসারিত হয়। চিকিৎসাবিদ্যায় একে ‘ভ্যাসোডাইলেশন’ বলে। এটি মস্তিষ্ককে সংকেত পাঠায়। এর ফলে শরীরের তাপমাত্রা দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসে। অবিলম্বে ঘুম নেমে আসে চোখের পাতায় যাঁদের রক্ত সঞ্চলনে সমস্যা আছে বা মাঝরাতে পা ঝিনঝিন করে, তাঁদের জন্য মোজা পরা আশীর্বাদস্বরূপ। এটি রক্ত চলাচল স্বাভাবিক রাখে। পায়ের ক্র্যাম্প কমায়। এছাড়া রাতে পায়ে ময়েশ্চারাইজার মেখে সুতির মোজা পরলে গোড়ালি ফাটা কমে। পায়ের ত্বক নরম থাকে। তবে সব মোজা ঘুমের জন্য ভালো নয়। খুব টাইট বা সিন্থেটিক মোজা পরলে হিতে বিপরীত হতে পারে। এতে পায়ে ঘাম জমে ফাঙ্গাল ইনফেকশন হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। পরিবর্তে সুতি বা পশমের তৈরি ঢিলেঢালা ও পরিষ্কার মোজা ব্যবহার করুন। মোজা পরে ঘুমানো সাধারণত নিরাপদ। আপনার ঘুমে যদি কোনও ব্যাঘাত না ঘটে, তাহলে আপনি মোজা পরে ঘুমোতেই পারেন। কিন্তু যদি অস্বস্তি হয় বা খুব গরম লাগে, তবে শরীর যা বলছে তা শোনা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

## ড্রাই ফ্রুটস খাওয়ার সঠিক নিয়ম আর সময় কখন

বুদ্ধি বাড়াতে আমন্ড (বাদাম) থেকে শুরু করে রক্তস্বল্পতা দূর করতে কিসমিসপ্রত্যেকটি ফলেরই রয়েছে নিজস্ব গুণাগুণ। কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না যে, এই ‘সুপারফুড’গুলো খাওয়ার একটি নির্দিষ্ট সময় এবং পরিমাণ রয়েছে। পুষ্টিবিদদের মতে, ভুল সময়ে বা ভুল পদ্ধতিতে ড্রাই ফ্রুটস খেলে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি হতে পারে। শরীরের পুষ্টির জোগান দিতে ড্রাই ফ্রুটস বা শুকনো ফলের কোনও বিকল্প নেই। বুদ্ধি বাড়াতে আমন্ড (বাদাম) থেকে শুরু করে রক্তস্বল্পতা দূর করতে কিসমিসপ্রত্যেকটি ফলেরই রয়েছে নিজস্ব গুণাগুণ। কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না যে, এই ‘সুপারফুড’গুলো খাওয়ার একটি নির্দিষ্ট সময় এবং পরিমাণ রয়েছে। পুষ্টিবিদদের মতে, ভুল সময়ে বা ভুল পদ্ধতিতে ড্রাই ফ্রুটস খেলে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি হতে পারে।

বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন? হলিস্টিক ডায়েটিশিয়ান এবং নিউট্রিশনিস্ট ডঃ গীতিকা চোপড়ার মতে, ড্রাই ফ্রুটস হল নিউট্রিশনের ‘পাওয়ার হাউস’। তবে এর কার্যকারিতা নির্ভর করে ব্যক্তির শরীরের ধরন, খাওয়ার সময় এবং পরিমাণের ওপর। চলুন জেনে নেওয়া যাক কোন ড্রাই ফ্রুট কীভাবে খাওয়া উচিত:

১. ভিটামিন ই-তে ভরপুর আমন্ড বা কাঠবাদাম আমন্ডে রয়েছে প্রচুর প্রোটিন, ভিটামিন ই এবং ম্যাগনেসিয়াম। সঠিক নিয়ম: রাতে জলে ভিজিয়ে রেখে সকালে খোসা ছাড়িয়ে খান। এতে ফাইটিক অ্যাসিড কমে যায় এবং পুষ্টি শরীরে দ্রুত শোষিত হয়। উপকারিতা: এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখে। পরিমাণ: দিনে ৪ থেকে ৬টি বাদামই যথেষ্ট। ২. কাজু বাদাম খাওয়ার সেরা সময় কাজুতে ক্যালোরি এবং হেলদি ফ্যাট বেশি থাকে। সঠিক নিয়ম: কাজু খাওয়ার সেরা সময় হলো সকাল বা দুপুর। কারণ এই সময় শরীর সবথেকে বেশি ক্যালোরি পোড়াতে পারে।

সতর্কতা: রাতে কাজু খেলে ওজন বাড়ার ঝুঁকি থাকে এবং হজমের সমস্যা বা ব্লোটিং হতে পারে।

৩. মগজাস্ত্রের জন্য আখরোট ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের সেরা উৎস হলো আখরোট। এটি হার্ট এবং মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। সঠিক নিয়ম: দুপুর ১২টার আগে এটি খাওয়া বৈজ্ঞানিকভাবে সবথেকে কার্যকর।

উপকারিতা: মানসিক চাপ কমাতে এবং হরমোনের ভারসাম্য রক্ষায় এটি অদ্বিতীয়। পরিমাণ: প্রতিদিন ১ থেকে ২টি আখরোট। ৪. পেটের সমস্যায় মহৌষধ ডুমুর বা আঞ্জির আঞ্জির বা ডুমুরে রয়েছে প্রচুর ফাইবার ও প্রাকৃতিক শর্করা। সঠিক নিয়ম: কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায়

ভুগলে রাতে ১- ২ টি আঞ্জির জলে ভিজিয়ে রাখুন এবং সকালে খালি পেটে খান। এতে পেট পরিষ্কার থাকে এবং হজম শক্তি বাড়ে। ৫. রক্ত বাড়াবে কিসমিস কিসমিস হলো আয়রন এবং গ্লুকোজের ভাণ্ডার। সঠিক নিয়ম: রাতে ৮-১০টি কিসমিস জলে ভিজিয়ে রেখে সকালে খেলে শরীরে তাৎক্ষণিক শক্তি পাওয়া যায়। সতর্কতা: যারা ডায়াবেটিস বা ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের সমস্যায় ভুগছেন, তারা কিসমিস খাওয়ার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। মনে রাখবেন, ড্রাই ফ্রুটস পুষ্টিকর হলেও এতে ক্যালোরি বেশি থাকে। তাই ডায়েটে যোগ করার আগে নিজের শারীরিক অবস্থা বুঝে পরিমাণ ঠিক করা জরুরি।

## ব্রেকফাস্ট না করেই সোজা লাঞ্চ অজান্তে বিপদ ডেকে আনছেন না তো?

গত কয়েক বছরে আধুনিক জীবনযাত্রার ইঁদুরদৌড়ে সকালের জলখাবার বাদ দেওয়ার একটি প্রবণতা তৈরি হয়েছে অনেকের মধ্যে। আপনিও কি সেই দলে? তবে সাবধান! এই অভ্যাস কেবল শরীরকে দুর্বল করে না, বরং আপনার মানসিক স্বাস্থ্যেরও চরম ক্ষতি করতে পারে।

প্রবাদ রয়েছে, সকালের খাবার খাওয়া উচিত রাজার মতো। শরীর সুস্থ রাখতে প্রাতরাশ বা ব্রেকফাস্টের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু গত কয়েক বছরে আধুনিক জীবনযাত্রার ইঁদুরদৌড়ে সকালের জলখাবার বাদ দেওয়ার একটি প্রবণতা তৈরি হয়েছে অনেকের মধ্যে। আপনিও কি সেই দলে? তবে সাবধান! এই অভ্যাস কেবল শরীরকে দুর্বল করে না, বরং আপনার মানসিক স্বাস্থ্যেরও চরম ক্ষতি করতে পারে। সম্প্রতি ‘নিউটরিশনাল নিউরোসায়েন্স’ জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করা হয়েছে।

গবেষণা অনুযায়ী, যারা নিয়মিত ব্রেকফাস্ট এড়িয়ে যান, তাদের মধ্যে অবসাদ মানসিক চাপ এবং বিভিন্ন স্নায়বিক রোগের ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়।

এই গবেষণাটি একটি বিশদ ‘সিস্টেমেটিক রিভিউ এবং মেটা-অ্যানালিসিস’, যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ১৩টি পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এতে মোট ৩ লক্ষ ৯৯ হাজারেরও বেশি মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। মূলত প্রাতরাশ বাদ দেওয়া এবং মানসিক সমস্যার মধ্যে কোনো যোগসূত্র আছে কি না, তা জানাই ছিল এই সমীক্ষার মূল লক্ষ্য।

অবসাদ ও উদ্বেগের ঝুঁকি কয়েক গুণ বেশি

গবেষণায় দেখা গেছে, যারা প্রতিদিন জলখাবার খান না, তাদের মধ্যে সাধারণ মানুষের তুলনায় ডিপ্রেশন বা অবসাদের ঝুঁকি ৪০ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে, মানসিক চাপের ঝুঁকি বেড়ে যায় ২৩ শতাংশ। গবেষণায় আরও জানা গেছে যে, প্রাতরাশ না করার ফলে শরীর প্রয়োজনীয় শক্তি পায় না, যা হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট করে এবং মানসিক ক্লান্তি বাড়ায়। বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে দুশ্চিন্তা বা অ্যাংজাইটির ঝুঁকি ৫১ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে দেখা গেছে।

মস্তিষ্ক ও জলখাবারের সম্পর্ক

গবেষকদের মতে, সকালের জলখাবার মস্তিষ্ককে প্রয়োজনীয় গ্লুকোজ সরবরাহ করে। এই গ্লুকোজ মস্তিষ্কের কার্যকারিতা সচল রাখতে এবং মেজাজ বা ‘মুড’ ভালো রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকলে মস্তিষ্কে গ্লুকোজের ঘাটতি দেখা দেয়। এর ফলেই শুরু হয় মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ।

কেন জলখাবার জরুরি?

জলখাবার বাদ দিলে শরীরে পুষ্টির ঘাটতি তৈরি হয়, যা দীর্ঘমেয়াদী মানসিক সমস্যার কারণ হতে পারে। সুস্থ থাকতে পুষ্টিবিদদের পরামর্শ:

ঘুম থেকে ওঠার ২ ঘন্টার মধ্যে অবশ্যই জলখাবার খেয়ে নিন।

সকালের খাবারে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি রাখুন।

খালি পেটে চা বা কফি খাওয়া এড়িয়ে চলুন।

জলখাবারে ফল, স্যালাড, ওটস বা ডালিয়ার মতো পুষ্টিকর খাবার রাখা বেশি উপকারী।

## বায়ুদূষণ কি পুরুষদের জন্য বেশি বিপজ্জনক

বর্তমানে বায়ুদূষণ একটি ভয়াবহ স্বাস্থ্য সংকট হিসেবে দেখা দিয়েছে। সারা বছর বায়ুদূষণ যে অবস্থায় থাকে, শীতে তা আরও মারাত্মক আকার ধারণ করে। কারণ, এই সময় ধোঁয়াশা তৈরির ফলে প্রকৃতিতে বহু বিষাক্ত উপাদানের উপস্থিতি জোরালো হয়। সম্প্রতি দিল্লির ‘নেতাজি সুভাষ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি’ -র নয়া গবেষণায় উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। দেখা যাচ্ছে, একই পরিবেশে থাকলেও নারীদের তুলনায় পুরুষদের শরীরে বিষাক্ত বায়ু প্রবেশের সম্ভাবনা অনেক বেশি। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, পুরুষদের ফুসফুসে প্রতি সেকেন্ডে দূষিত কণা জমা হওয়ার হার নারীদের চেয়ে অনেক বেশি। বিশেষ করে পি এম ২.৫ কণা, যা ফুসফুসের গভীরে ঢুকে রক্তে মিশে যেতে পারে, তা পুরুষদের বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করছে। গবেষণায় পাওয়া তথ্য মতে, বসে থাকা অবস্থায় পুরুষদের ফুসফুসে দূষিত কণা জমা হওয়ার হার নারীদের চেয়ে ১.৪ গুণ বেশি। হাঁটা বা কায়িক পরিশ্রমের সময়

এই হার প্রায় ১.২ গুণ। কেন পুরুষরা বেশি ঝুঁকিতে? এর পিছনে প্রধানত দুটি কারণ রয়েছেবায়োলজিক্যাল বা শারীরিক গঠন এবং জীবনযাত্রার ধরন। চিকিৎসকদের মতে,

১) ফুসফুসের আয়তন: সাধারণত পুরুষদের ফুসফুসের ধারণক্ষমতা বা ‘লাং ক্যাপাসিটি’ বেশি হওয়ায় তারা বেশি শ্বাসবায়ু গ্রহণ করেন। ২) বাইরে থাকার সময়: কাজের প্রয়োজনে পুরুষদের দিনের দীর্ঘ সময় ঘরের বাইরে কাটাতে হয়। ফলে তারা সরাসরি বিষাক্ত ধোঁয়া ও ধূলিকণার সংস্পর্শে আসতে বাধ্য হয়। ৩) অক্সিডেটিভ স্ট্রেস: কিছু আন্তর্জাতিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, দূষণের ফলে পুরুষদের শরীরে ‘অক্সিডেটিভ স্ট্রেস’ এবং ‘নিউরোট্রান্সমিটার ইনফ্লামেশন’ বা স্নায়বিক প্রদাহ নারীদের তুলনায় বেশি। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রে মস্তিষ্কে ক্যান্সারের ঝুঁকিও বেড়ে যায়। দূষণজনিত কারণে ক্রমাগত কাশি, বুকে টান বা শ্বাসকষ্টকে সাধারণ সমস্যা ভেবে এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। এই লক্ষণগুলি দেখা দিলে দ্রুত একজন পালমোনোলজিস্ট বা বক্ষরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। বিশেষ করে যারা শহর এলাকায় থাকেন বা বাইরে ভারী কাজ করেন, তাদের বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। মাস্ক ব্যবহার এবং দূষণ বেশি থাকলে বাইরে বেশিক্ষণ না থাকাই ভালো।

## মুচমুচে চিংড়ির পপকর্ন

বাড়িতে আড্ডা হোক বা না সিনেমা হলে সিনেমা দেখা হোক পপকর্ন না হলে ব্যাপারটা ঠিক জমে না। পপকর্ন বলতেই মাথায় আসে ভুট্টার আর না হয় চিকেনের কথা। কিন্তু চিংড়ির পপকর্ন কি খেয়েছেন কখনও? বাড়িতেই তৈরি করে নিতে পারেন মুখরোচক এই খাবার। খেতে যেমন সুস্বাদু, তৈরি করাও ততটাই সহজ। তাহলে জেনে নেওয়া যাক এই চিংড়ির পপকর্ন এর রেসিপি। উপকরণ:- ২৫০ গ্রাম মাঝারি মাপের চিংড়ি, গোলমরিচ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, স্বাদ অনুযায়ী লবণ, ২টো ডিম, ২ টেবিল চামচ দুধ, ২ চা চামচ রেড চিলি সস, ১ কাপ ময়দা, ১/৪ চা চামচ রসুন পাউডার, এক চিমটি বেকিং পাউডার, ভাজার জন্য সাদা তেল। পদ্ধতি:- চিংড়ির খোসা ছাড়িয়ে ভাল করে জলে ধুয়ে নিন। একটা বাটিতে চিংড়ি মাছের সঙ্গে গোলমরিচ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো আর নুন দিয়ে ভাল করে মাখিয়ে আধ ঘণ্টা ঢাকা দিয়ে রাখুন। অন্য একটি পাত্রে ডিম, দুধ, রেড চিলি সস, লবণ একসঙ্গে ফেটিয়ে নিন। আরেকটি বাটিতে ময়দা, গোলমরিচ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, রসুন, নুন, বেকিং পাউডার, সব উপকরণ একসঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। এবার চিংড়িগুলো প্রথমে ডিমের গোলায় ডুবিয়ে নিন। তারপর ময়দার মিশ্রণে ভাল করে কোট করে নিন। কড়াইয়ের তেল গরম হলে এক এক করে সবকটা চিংড়ি ছেড়ে দিন। লালচে বাদামী করে ভেজে টিস্যু পেপারে তুলে রাখুন। তেলটা শুকিয়ে গেলে মেয়োনিজ অথবা স্যুইট চিলি সস-এর সঙ্গে পরিবেশন করুন মুচমুচে চিংড়ির পপকর্ন।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় প্রদেশ কংগ্রেস কার্যালয়ে অটল বিহারি বাজপেয়ীর জন্ম দিবস পালিত হয়।

## নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ার ডাক

● প্রথম পাতার পর

থেকে বের হতে পারবেন এবং নিরাপদে ঘরে ফিরতে পারবেন।"

উল্লেখ্য, গত জুলাইয়ের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর থেকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। সেই প্রেক্ষাপটে তারেক রহমান বলেন, "যে ধর্মেরই হই, যে শ্রেণি বা যে রাজনীতির মানুষই হই না কেন, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। বিশৃঙ্খলা পরিত্যাগ করতে হবে, যাতে নারী, শিশু ও পুরুষ সবাই নিরাপদে থাকতে পারে।"

সম্প্রতি ওসমান হাদির মৃত্যু ঘিরে বাংলাদেশে যে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে, সেই প্রসঙ্গও টানেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, "রক্তের ঋণ শোধ করতে হলে আসুন। সেই প্রত্যাশিত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। সবাই মিলে কাজ করব।"

এদিন তিনি সবাইকে ধৈর্যশীল হওয়ার বার্তাও দেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সামগ্রিকভাবে তারেক রহমানের ভাষণ ছিল ভারসাম্যপূর্ণ ও কূটনৈতিক। যদিও আওয়ামি লিগ কার্যত রাজনৈতিক পরিসরে 'অদৃশ্য', তবু হাসিনাকে আক্রমণ করেও তারেক বারবার 'নিরাপদ বাংলাদেশ'-এর কথা তুলে ধরেন। ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের মতে, এই বার্তা আসলে জামায়াতের দিকেও ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

২০০৮ সালে কারামুক্ত হয়ে লন্ডনে চলে যান সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার বড় ছেলে তারেক। এরপর প্রায় দেড় যুগ কাটাতে হয় নির্বাসনে। লন্ডন থেকে বাংলাদেশ বিমানের বিজি-২০২ ফ্লাইট সিলেট হয়ে ঢাকায় পৌঁছায় বেলা পৌনে ১২টায়। এ ফ্লাইটেই দেশে আসেন তারেক রহমান এবং তার স্ত্রী জুবাইদা রহমান ও মেয়ে জাইমা রহমান। বিমানবন্দরে আলিঙ্গনে-করমর্দনে তারেক রহমানকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান বিএনপির জ্যেষ্ঠ নেতারা।

ভিআইপি লাউঞ্জের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে বাসে করে তারেক রহমান পৌঁছান জুলাই ৩৬ এক্সপ্রেসওয়ের (তিনশ ফিট সড়ক) কাছে সংবর্ধনার অনুষ্ঠানস্থলে। সেখানে মঞ্চে উঠে নেতা-কর্মীসহ দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দেন তিনি। সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষ করে তারেক রহমান তাঁর মা বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে দেখতে এভারকেয়ার হাসপাতালে যান। বসুন্ধরার এই হাসপাতালে গত ২৩ নভেম্বর থেকে ভর্তি আছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। এভারকেয়ার থেকে পরে তারেক রহমান যান গুলশান অ্যাভেনিউয়ের ১৯৬ নম্বর বাড়িতে। সেখানেই পরিবার নিয়ে থাকবেন তিনি।

এদিকে, স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচী সফল করার ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগীতা করার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. মোহাম্মাদ ইউনুস, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, সিভিল প্রশাসন, পুলিশ, সেনাবাহিনী, এসএসএফ, পিজিআর, বিজিবি, আনসার বাহিনী, সিএসএফ সহ সকল আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, ছাত্র, জনতা, শ্রমিক এবং সকল শ্রেণী পেশার জনগণ ও সকল ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ার সদস্যগণের প্রতি বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আন্তরিক ধন্যবাদ ও গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

এদিন তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন ঘিরে ঢাকায় অগণিত মানুষের বাধনভাঙ্গা উচ্ছ্বাস নতুন বাংলাদেশ গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি করিয়েছে। বদলের বাংলাদেশে শান্তিতে নেই মানুষ, অন্তত আজকের জনস্রোত সেদিকেই আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছে। আওয়ামী লিগের শাসনের অবসানের পর এখন বাংলাদেশের মানুষ অস্থিরতার বদলে স্থির রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব চাইছেন, তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। ফলে, বিএনপি একমাত্র বিকল্প, তা পদ্মাপারের জনগণের দৃঢ় বিশ্বাস। এখানেই সকলের আশঙ্কা, আগামীদিনে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে চরম বিশৃঙ্খলা ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ অপেক্ষা করছে।

দেশে অস্থিরতা কায়েম করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চাইছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও তাঁর সহচর, এমনই অভিযোগ উঠেছে। কারণ, ইনকিলাব মঞ্চের সমন্বয়ক মহম্মদ হাদি হত্যার ঘটনায় মহম্মদ ইউনুসকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন মৃতের ভাই। এদিকে, বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে ওয়াকিবহাল মহলের পর্যালোচনা, আগামী সাধারণ নির্বাচনে বিএনপি জয়ী হবে এবং তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেবেন। তবে তাঁরা মনে করছেন, নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হওয়ারও যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, প্রধান নির্বাচন কমিশনার আদৌ শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্ভব হবে কিনা তা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। ফলে এখন বদলের বাংলাদেশ থেকে নতুন বাংলাদেশে পরিবর্তনের অপেক্ষায় আপামর জনগণ।

## গ্রেফতার

● প্রথম পাতার পর

ভিজিএম০০৭-এর সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬১(২)(খ), ১৪৮, ৩১০(৪) ধারা সহ বিস্ফোরক দ্রব্য আইন, ১৯০৮-এর ৪ ও ৫ ধারায় মামলা রুজু রয়েছে।

পুলিশ আরও জানায়, ধৃতের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অপরাধের পূর্ব ইতিহাস রয়েছে। এর মধ্যে অপহরণ, খুন এবং জেল ভাঙার মতো মারাত্মক অভিযোগ রয়েছে। এর আগেও তিনি ডামছড়া থানার কেস নম্বর ২০২০ডিএমসি০১২-এ গ্রেফতার হয়েছিলেন। সেই মামলায় তার বিরুদ্ধে আইপিসির ৪৫৭, ৩৬৪(এ), ৩৮৫, ৫০৬ ও ৩৪ ধারা এবং অস্ত্র আইন-এর ২৫(১)(এ) ধারায় অভিযোগ ছিল, যা অপহরণ ও হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত। সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর ধৃতকে সম্মানীয় আদালতে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদের খোঁজে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

## বিপ্লব

● প্রথম পাতার পর

হয়ে উঠছে বলে তিনি দাবি করেন।

তিনি আরও বলেন, সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর আক্রমণ চালিয়ে কিছু গোষ্ঠী মনে করছে তারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে। কিন্তু এই ধরনের কার্যকলাপ শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করবে। একই সঙ্গে তিনি কড়া ভাষায় সতর্ক করে বলেন, তারা ভাবছেন সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ করে ছাড় পেয়ে যাবে। কিন্তু কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।

## হিন্দু যুবকের মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

এক সহযোগী মহম্মদ সেলিমকে আটক করা হয়েছে। তার কাছ থেকে একটি পিস্তল ও একটি দেশি

ওয়ান শুটার বন্দুক উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ আরও জানায়, সম্রাটের বিরুদ্ধে অন্তত দুটি মামলা ছিল, যার মধ্যে একটি খুনের মামলা। তিনি 'সম্রাট বাহিনী' নামে একটি স্থানীয় গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন এবং এলাকায় ভয় দেখিয়ে চাঁদা তুলতেন বলে অভিযোগ।

স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্ধৃতি দিয়ে পুলিশ জানিয়েছে, দীর্ঘদিন ভারতে থাকার পর সম্প্রতি এলাকায় ফিরে আসেন সম্রাট। অভিযোগ, তিনি নিয়মিত গ্রামবাসীদের ভয় দেখিয়ে জোরপূর্বক 'অনুদান' আদায় করতেন। গ্রামবাসীদের দাবি, বুধবার রাতে সম্রাট ও তার কয়েকজন সহযোগী স্থানীয় বাসিন্দা শহিদুল ইসলামের বাড়িতে চাঁদা তুলতে যান। তখন পরিবার 'ডাকাত' বলে চিৎকার করলে গ্রামবাসীরা জড়ো হয়ে সম্রাটকে মারধর করে। তার সঙ্গীরা পালিয়ে গেলেও সেলিমকে অস্ত্রসহ ধরে ফেলে পরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের উঠে আসছে সাম্প্রতিক আরেকটি গণপিটুনির প্রসঙ্গ। ময়মনসিংহ জেলায় ব্লাসফেমির অভিযোগে দীপু চন্দ্র দাস নামে এক হিন্দু যুবককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁকে মারধর করে গাছে বেঁধে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। পরে দেহ উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়।

এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তথাকথিত 'নতুন বাংলাদেশ'-এ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও গণহিংসার কোনও স্থান নেই এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, রাজনৈতিক কর্মী শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর পর থেকেই বাংলাদেশজুড়ে অশান্তির আবহ তৈরি হয়েছে। সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ, ভাঙচুর এবং রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক স্থাপনায় হামলার ঘটনা ঘটেছে।

এদিকে, ভারতে ছত্তিশগড়ের রায়পুরে কথিত ধর্মান্তরণ-সংক্রান্ত হিংসার প্রতিবাদে ডাকা বনধের সময় ম্যাগনেটো মলে বড়দিনের সাজসজ্জা ভাঙচুরের ঘটনায়ও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ৩০---৪০ জনের একটি অজ্ঞাতপরিচয় দল এই ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। পুলিশ এফআইআর দায়ের করেছে এবং সিসিটিভি ফুটেজ ও যানবাহনের তথ্যের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের শনাক্ত করার কাজ চলছে।

## এক পরিবারে দেশ বাঁধার রাজনীতি

● প্রথম পাতার পর

তিনি জানান, যে জমিতে এই স্মৃতিসৌধ গড়ে উঠেছে, সেখানে কয়েক দশক ধরে প্রায় ৩০ একর জুড়ে আবর্জনার স্তূপ ছিল। গত তিন বছরে সেই এলাকা সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তিনি মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ও সংশ্লিষ্ট শ্রমিক, কারিগর ও পরিকল্পনাবিদদের অভিনন্দন জানান।

রাষ্ট্র প্রেরণা স্থলে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় এবং অটলবিহারী বাজপেয়ীর ৬৫ ফুট উঁচু ব্রোঞ্জ মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিই জম্মু ও কাশ্মীরে দুই সংবিধান, দুই পতাকা ও দুই প্রধানের ব্যবস্থার বিরোধিতা করেছিলেন। অনুচ্ছেদ ৩৭০ তুলে দিয়ে সেই প্রাচীর ভাঙার সুযোগ পেয়েছে বিজেপি সরকার।"

উত্তরপ্রদেশের অর্থনৈতিক ও শিল্পোন্নয়নের কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি 'ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট, ওয়ান প্রোডাক্ট' প্রকল্পের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে বলেন, এই উদ্যোগ ছোট শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশে প্রতিরক্ষা করিডর গড়ে তোলা হচ্ছে এবং লখনউয়ে ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদন শুরু হয়েছে বলেও জানান তিনি।

মোদী বলেন, "যে দিন দূরে নয়, উত্তরপ্রদেশের প্রতিরক্ষা করিডর বিশ্বজুড়ে পরিচিত হবে।" তিনি আরও বলেন, "পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের অন্ত্যোদয়ের স্বপ্নশেষ সারির মানুষের মুখে হাসি ফোটানোএই সরকার বাস্তবায়নের অঙ্গীকার নিয়েছে।"

অটলবিহারী বাজপেয়ীর অবদান স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকারের আমলেই ভারতের ডিজিটাল বিপ্লবের ভিত্তি তৈরি হয়েছিল। আধার কার্ডের সূচনা, টেলিকম নীতির সংস্কার এবং মোবাইল ও ইন্টারনেট পরিষেবার বিস্তার সেই সময়েই শুরু হয়।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "আজ ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মোবাইল ফোন উৎপাদনকারী দেশ। আর উত্তরপ্রদেশ, যেখান থেকে অটলজি সাংসদ ছিলেন, এখন দেশের এক নম্বর মোবাইল উৎপাদনকারী রাজ্য।"

উল্লেখ্য, প্রায় ২৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৫ একর জমির উপর নির্মিত রাষ্ট্র প্রেরণা স্থল একটি জাতীয় স্মারক ও অনুপ্রেরণার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। এখানে পদ্মাকৃতি আধুনিক জাদুঘরও রয়েছে, যেখানে উন্নত ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ও অটলবিহারী বাজপেয়ীর অবদান তুলে ধরা হয়েছে।

## এক টাউট আটক

● প্রথম পাতার পর

সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর আসে ধ্বজনগর এলাকায় কিছু ব্যক্তি ঘোরাঘুরি করছেন। ওই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে মোট চারজনকে আটক করা হয়েছে। ধৃত টাউট কিল্লার বাসিন্দা। ধৃত বাংলাদেশীরা হলেন, মহম্মদ আনামুল হক, মহম্মদ কালু এবং মহম্মদ আসরাফিল। আটক বাংলাদেশি যুবকরা অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করে উদয়পুর এলাকায় অবস্থান করছিল। তাদের সঙ্গে থাকা টাউট অবৈধ অনুপ্রবেশে সহায়তা করার অভিযোগে আটক হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতরা সীমান্ত পারাপার এবং থাকার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে দাবি।

ঘটনার পর ধৃতদের রাধাকিশোরপুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশ আরও তদন্ত চালাচ্ছে এবং এই চক্রের সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

## ট্রেনে নতুন যাত্রী ভাড়া

● প্রথম পাতার পর

অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। ২১৬ কিলোমিটার থেকে ৭৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত যাত্রায় ভাড়া বৃদ্ধি পেয়েছে ৫ টাকা। আরও দীর্ঘ দূরত্বের ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে বৃদ্ধি করা হয়েছে ৭৫১ থেকে ১২৫০ কিলোমিটারে ১০ টাকা, ১২৫১ থেকে ১৭৫০ কিলোমিটারে ১৫ টাকা এবং ১৭৫১ থেকে ২২৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত যাত্রায় ২০ টাকা।

ভারতীয় রেলেওয়ের দাবি, স্লিপার ক্লাস অর্ডিনারি ও ফার্স ক্লাস অর্ডিনারিতে অ-শহরতলি যাত্রার জন্য প্রতি কিলোমিটারে ১ পয়সা হারে ভাড়া সংশোধন করা হয়েছে, যাতে ভাড়া বৃদ্ধি সীমিত ও ধীরে হয়। মেল/এক্সপ্রেস ট্রেনে নন-এসি ও এসি শ্রেণিতে প্রতি কিলোমিটারে ২ পয়সা হারে ভাড়া যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে। এর আওতায় রয়েছে স্লিপার ক্লাস, ফার্স ক্লাস, এসি চেয়ার কার, এসি থ্রি-টিয়ার, এসি টু-টিয়ার ও এসি ফার্স ক্লাস। উদাহরণস্বরূপ, নন-এসি মেল/এক্সপ্রেস কোচে ৫০০ কিলোমিটার যাত্রায় যাত্রীদের অতিরিক্ত প্রায় ১০ দিতে হবে।

তেজস রাজধানী, রাজধানী, শতাব্দী, দুরন্তো, বন্দে ভারত, হামসফর, অমৃত ভারত, তেজস, মহামানা, গতিমান, অন্ত্যোদয়, গরিব রথ, জন শতাব্দী, যুব এক্সপ্রেস, নমো ভারত র‍্যাপিড রেল সহ বিভিন্ন প্রধান ট্রেন পরিষেবা এবং অর্ডিনারি নন-শহরতলি ট্রেনের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এসি মেমু/ডেমু ব্যতীত) মৌলিক ভাড়া অনুমোদিত শ্রেণিভিত্তিক হারে সংশোধন করা হয়েছে। এই সংশোধন সমগ্র ব্যবস্থায় সমভাবে ও পরিমিতভাবে কার্যকর করা হয়েছে।

রেলওয়ে জানিয়েছে, সংরক্ষণ ফি, সুপারফাস্ট সারচার্জ বা অন্যান্য অতিরিক্ত চার্জে কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি। জিএসটি সংক্রান্ত নিয়ম অপরিবর্তিত থাকবে এবং ভাড়া বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী রাউন্ড অফ করা হবে। সংশোধিত ভাড়া শুধুমাত্র ২৬ ডিসেম্বর বা তার পরে বুক করা টিকিটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। ওই তারিখের আগে বুক করা টিকিটে, যাত্রা পরবর্তী সময়ে হলেও, কোনও অতিরিক্ত ভাড়া ধার্য করা হবে না। এছাড়াও, ২৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর নতুন ভাড়ার তালিকা স্টেশনগুলিতে প্রদর্শিত ভাড়া তালিকায় আপডেট করা হবে।

## দু'দিনের মেলা

● প্রথম পাতার পর

নগর চার্জ প্রাঙ্গণে দু'দিনব্যাপী বিশেষ মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। মেলা ও অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, প্রতিবছর মরিয়ম নগর চার্জে বড়দিনের মেলা উপলক্ষে ব্যাপক লোকসমাগম হয়। উদ্যোক্তাদের আশা, এ বছরও তার ব্যতিক্রম হবে না এবং বিপুল সংখ্যক মানুষ এই উৎসবে অংশ নেবেন।

## ছেলেমেয়ে

● প্রথম পাতার পর

প্রশংসা করা হচ্ছে। নিখোঁজদের নিরাপদ উদ্ধারের খবরে গোটা জেলাজুড়ে স্বস্তির আবহ তৈরি হয়েছে।

# সুশাসন দিবসে পাঁচটি বড় ডিজিটাল গভর্ন্যান্স উদ্যোগের সূচনা, স্বচ্ছ ও নাগরিক-কেন্দ্রিক প্রশাসনের পথে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর: স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও নাগরিক-কেন্দ্রিক প্রশাসন আরও শক্তিশালী করতে বৃহস্পতিবার পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল গভর্ন্যান্স উদ্যোগের সূচনা করলেন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ভূবিজ্ঞান মন্ত্রকের (স্বতন্ত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত) মন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, কর্মীবর্গ, জনঅভিযোগ, পেনশন, পরমাণু শক্তি ও মহাকাশ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ডা. জিতেন্দ্র সিং।

জাতীয় রাজধানীতে আয়োজিত ন্যাশনাল ওয়ার্কশপ অন গুড গভর্ন্যান্স প্র্যাকটিসেস ২০২৫-এ এই উদ্যোগগুলির উদ্বোধন করা হয়। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রতি বছর ২৫ ডিসেম্বর পালিত গুড গভর্ন্যান্স ডে-র সঙ্গেও এই অনুষ্ঠানটি মিলেছিল।

সিনিয়র সরকারি আধিকারিক, নীতিনির্ধারক ও বিভিন্ন অংশীজনদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে ডা. জিতেন্দ্র সিং বলেন, সুশাসন কোনও একদিনের বিষয় নয়, বরং তা প্রতিদিনের প্রশাসনিক দায়িত্বযার ভিত্তি স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও মানুষকে অগ্রাধিকার দেওয়া পরিষেবা প্রদান। তিনি বলেন, সুশাসনের ধারণা আগে থেকেই থাকলেও ২০১৪ সালের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে 'ন্যূনতম সরকার, সর্বাধিক শাসন' দর্শনের মাধ্যমে তা বাস্তবে কার্যকর হয়েছে।

অটল বিহারি বাজপেয়ীর অবদান স্মরণ করে মন্ত্রী বলেন, তিনি জনজীবনে সততা ও নৈতিকতার প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি গড়ে তুলেছিলেন এবং আধুনিক, নাগরিক-কেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার পথপ্রদর্শক ছিলেন।

কর্মীবর্গ ও প্রশিক্ষণ দপ্তর যে পাঁচটি উদ্যোগের সূচনা করেছে, তার মধ্যে প্রথমটি হল কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিতে প্রাক্তন সেনাকর্মীদের সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশিকার সংকলন। এতে বিদ্যমান সমস্ত নির্দেশিকা একত্রিত করে সহজ ও ব্যবহারবান্ধব রেফারেন্স হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে, যাতে সুবিধাগুলি অভিন্ন ও স্পষ্টভাবে কার্যকর করা যায়।

দ্বিতীয় উদ্যোগটি হল এআই-চালিত রিক্রুটমেন্ট রুলস জেনারেটর টুল, যা রিক্রুটমেন্ট রুলস ফরমুলেশন, অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যান্ড মনিটরিং সিস্টেম-এর সঙ্গে সংযুক্ত। এই টুলের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রক ও দপ্তর দ্রুত ও কার্যকরভাবে নিয়োগ বিধি তৈরি করতে পারবে, ফলে দেরি কমবে এবং ডিওপিটি নির্দেশিকার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় থাকবে।

তৃতীয় উদ্যোগ হিসেবে উদ্বোধন করা হয়েছে ই-এইচআরএমএস ২.০ মোবাইল অ্যাপ, যা অ্যান্ড্রয়েড ও আইওএস উভয় প্ল্যাটফর্মেই উপলব্ধ।

মিশন কর্মযোগীর আওতায় তৈরি এই অ্যাপের মাধ্যমে সরকারি কর্মীরা পদোন্নতি, বদলি, ডেপুটেশন, প্রশিক্ষণ ও অবসর সংক্রান্ত পরিষেবায় সহজে প্রবেশাধিকার পাবেন। এই প্ল্যাটফর্মটি স্প্যারো, পিএফএমএস ও ভবিষ্য-এর মতো বিভিন্ন ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত।

এছাড়াও ওগ্ক কর্মযোগী প্ল্যাটফর্মে নতুন এআই-সক্ষম ফিচার চালু করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ওগ্ক এআই সারথি (শিক্ষা সংক্রান্ত কনটেন্ট খোঁজার জন্য), ওগ্ক এআই টিউটর (ব্যক্তিগত শিক্ষাসহায়তা), কাঠামোবদ্ধ স্পেশালাইজেশন প্রোগ্রাম এবং এআই-ভিত্তিক ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্ল্যান টুল।

পঞ্চম উদ্যোগটি হল কর্মযোগী ডিজিটাল লার্নিং ল্যাব ২.০, যা আধুনিক প্রযুক্তি যেমন অগমেন্টেড ও ভার্চুয়াল রিয়্যালিটি, গেমিফিকেশন এবং ইন্টারঅ্যাক্টিভ সিমুলেশনের মাধ্যমে উচ্চমানের ডিজিটাল প্রশিক্ষণ সামগ্রী তৈরির জন্য গড়ে তোলা হয়েছে। মন্ত্রীর মতে, এই ল্যাব সিভিল সার্ভিসে দ্রুত দক্ষতা ও সেরা চর্চা ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

অনুষ্ঠানে ডিওপিটি সচিব রচনা শাহ বলেন, গুড গভর্ন্যান্স ডে অটল বিহারি বাজপেয়ীর দক্ষ, স্বচ্ছ ও মানবিক শাসনদর্শনের প্রতিফলন। তিনি জানান, গুড গভর্ন্যান্স সপ্তাহে আয়োজিত 'প্রশাসন গ্রাম কি ওরে' অভিযানে দেশের ৭০০-রও বেশি জেলা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যেখানে জনঅভিযোগ নিষ্পত্তি, পরিষেবা প্রদান এবং তৃণমূল স্তরের সেরা চর্চা নথিভুক্ত করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

শেষে ডা. জিতেন্দ্র সিং বলেন, এই পাঁচটি উদ্যোগ মিলিয়ে প্রযুক্তিনির্ভর, ভবিষ্যৎমুখী প্রশাসনিক সংস্কারের রূপরেখা তৈরি হয়েছে, যেখানে নাগরিক ও সরকারি কর্মীরাই পরিবর্তনের কেন্দ্রে।

# কর্নাটকের চিত্তুরগায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা: লরির ধাক্কায় স্লিপার বাসে আগুন, অন্তত ৫ জন জীবন্ত দগ্ধ

চিত্তুরগা, ২৫ ডিসেম্বর: কর্নাটকের চিত্তুরগা জেলায় বৃহস্পতিবার ভোরে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত পাঁচজন যাত্রী জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা গেছেন। বেঙ্গালুরু থেকে শিবামোগ্গা যাওয়ার পথে একটি বেসরকারি স্লিপার বাসের সঙ্গে একটি লরির সংঘর্ষের পর বাসটিতে আগুন ধরে যায়। দুর্ঘটনাটি ঘটে জাতীয় সড়ক ৪৮-এ, ভোর আনুমানিক ২টা ৩০ মিনিট নাগাদ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিপরীত দিক থেকে আসা একটি লরি ডিভাইডার টপকে সোজা বাসটির ওপর উঠে আসে এবং প্রবল জোরে ধাক্কা দেয়। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে, লরিটি বাসের জ্বালানি ট্যাঙ্কে আঘাত করায় দ্রুত জ্বালানি ছড়িয়ে পড়ে এবং তাতে আগুন ধরে যায়।

কর্নাটক পুলিশের আইজি রবিকান্ত গৌড়া বলেন, "ভোরবেলা একটি লরি ডিভাইডার টপকে বাসটিকে ধাক্কা দেয়। সম্ভবত লরির ধাক্কায় বাসের ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলে জ্বালানি ছড়িয়ে আগুন ধরে যায়। কয়েকজন যাত্রী কোনওমতে প্রাণ বাঁচিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন।"

সিবার্ড কোচ সংস্থার ওই বাসটিতে চালক ও কন্ডাক্টরসহ মোট ৩২ জন যাত্রী ছিলেন বলে জানা গেছে। সংঘর্ষের পর মুহূর্তের মধ্যেই বাসটি দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে।

দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সচিন জানান, "সিবার্ড বাসটি আমাদের গাড়িকে ওভারটেক করেছিল। ঠিক তখনই বিপরীত দিক থেকে আসা একটি কন্টেনার ট্রাক ডিভাইডার টপকে এসে স্লিপার বাসটিতে ধাক্কা মারে। ধাক্কাটা পড়ে বাসের ডিজেল ট্যাঙ্কের কাছাকাছি জায়গায়।"

বাসের যাত্রী আদিত্য ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে বলেন, "চারদিকে তখন শুধু চিৎকার। ঘুম থেকে উঠে আমি পড়ে যাই। চারপাশে আগুন দেখতে পাচ্ছিলাম। দরজা খোলা যাচ্ছিল না। আমরা কাচ ভেঙে বেরোনোর চেষ্টা করি। অনেকে অন্যদের বাঁচানোর চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু আগুন খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় সেটা কঠিন হয়ে যায়।"

দুর্ঘটনার জেরে ওই এলাকায় দীর্ঘ যানজট তৈরি হয়। গোকার্ণা যাওয়ার পথে এক মহিলা যাত্রী জানান, "আমরা তোমকুর রোডে আটকে আছি। প্রায় ৮ কিলোমিটার সামনে একটি বাসে আগুন লেগেছে। এই যানজট কাটতে আরও দুই-তিন ঘণ্টা লাগতে পারে।"

এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ঘোষণা করেন।

কর্নাটকের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমারও শোকাহত পরিবারগুলির প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বলেন, "আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। এমন দুর্ঘটনা যেন আর কখনও না ঘটে।"

কর্নাটক বিজেপি সভাপতি বিজয়েন্দ্র ইয়েদিয়ুরাপ্পাও দুর্ঘটনায় নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতার প্রার্থনা করেন।

উল্লেখ্য, এর আগেও চলতি বছরের নভেম্বরে তেলেঙ্গানায় অনুরূপ এক দুর্ঘটনায় ২০ জনের মৃত্যু হয়েছিল। হায়দরাবাদ-বিজাপুর জাতীয় সড়কে যাত্রীবাহী একটি বাসের সঙ্গে পাথরবোঝাই ট্রাকের সংঘর্ষে ওই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।

বৃহস্পতিবার মরিয়ম নগরে যীশু খ্রীষ্টের জন্ম দিবস পালিত হয়।

## তেলঙ্গানায় ৬০ পড়ুয়াবাহী বাস উল্টে দুর্ঘটনা, আহত একাধিক শিশু

হায়দরাবাদ, ২৫ ডিসেম্বর : তেলঙ্গানার রঙ্গারেড্ডি জেলায় ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা। প্রায় ৬০ জন পড়ুয়াকে নিয়ে যাওয়া একটি বাস শাদনগর এলাকার বালানগরের কাছে উল্টে যায়। দুর্ঘটনায় একাধিক শিশু আহত হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। আহতদের দ্রুত নিকটবর্তী বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, দুর্ঘটনাটি কীভাবে ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। উদ্ধারকাজ চলাকালীনই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আহত শিশুদের চিকিৎসা চলছে এবং তাঁদের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি।

এদিকে, পৃথক দুটি রাজ্যেও বুধবার ও বৃহস্পতিবার ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার খবর মিলেছে।

তামিলনাড়ুর কুদ্দালোর জেলায় বুধবার একটি রাজ্য পরিবহণ নিগমের বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টো লেনে ঢুকে পড়ে এবং দুটি গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এই দুর্ঘটনায় অন্তত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। রাজ্য সরকার মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অন্যদিকে, কর্ণাটকের চিত্রদুর্গা জেলায় বৃহস্পতিবার ভোরে বেঙ্গালুরু থেকে গোকর্ণাগামী একটি বেসরকারি স্লিপার বাস জাতীয় সড়ক ৪৮-এ একটি লরির সঙ্গে সংঘর্ষের পর আগুন ধরে যায়। দুর্ঘটনায় অন্তত পাঁচজন যাত্রী অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান।

বাসচালকের দাবি, বিপরীত দিক থেকে অতিরিক্ত গতিতে আসা একটি কন্টেনার ট্রাক দেখতে পেয়ে তিনি গাড়ি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হয়নি। দুর্ঘটনায় আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন এবং তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এই দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শোকপ্রকাশ করেছেন এবং মৃতদের পরিবারের জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ (এক্স-গ্রেশিয়া) ঘোষণার কথাও জানানো হয়েছে।

## লখনউয়ে রাষ্ট্র প্রেরণা স্থলের উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রী মোদীর, অটল বিহারি বাজপেয়ীর ১০১তম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য

লখনউ, ২৫ ডিসেম্বর: প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও ভারতরত্ন অটল বিহারি বাজপেয়ীর ১০১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বৃহস্পতিবার লখনউয়ে রাষ্ট্র প্রেরণা স্থল উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই জাতীয় স্মৃতিসৌধটি বাজপেয়ীর জীবন, আদর্শ ও চিন্তাধারার প্রতি উৎসর্গ করা হয়েছে।

লখনউয়ের বসন্ত কুঞ্জ এলাকায় ৬৫ একর জুড়ে বিস্তৃত এই স্মৃতিসৌধে প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ী, ডা. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ও পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়এই তিন জাতীয়তাবাদী নেতার মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। স্মৃতিসৌধে স্থাপিত এই তিন নেতার মূর্তি তাঁদের জীবন, আদর্শ ও ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, উপ-মুখ্যমন্ত্রীরা এবং অন্যান্য শীর্ষ নেতৃবৃন্দ।

রাষ্ট্র প্রেরণা স্থলে ৬৫ ফুট উচ্চতার বিশাল ব্রোঞ্জ নির্মিত মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে আধুনিক প্রযুক্তিতে নির্মিত পদ্মাকৃতি একটি জাদুঘর, যেখানে ভারতের জাতীয় যাত্রা ও নেতৃত্বের উত্তরাধিকার তুলে ধরা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী স্মৃতিসৌধ সংলগ্ন রাষ্ট্র প্রেরণা স্থল জাদুঘরও পরিদর্শন করেন। প্রায় ৯৮ হাজার বর্গফুট এলাকাজুড়ে বিস্তৃত এই অত্যাধুনিক জাদুঘরে ভারতের রাজনৈতিক চিন্তাধারা, জনজীবন ও জাতি গঠনে এই তিন নেতার গুরুত্বপূর্ণ অবদান তুলে ধরা হয়েছে।

ডিজিটাল ও ইমার্সিভ প্রযুক্তির মাধ্যমে জাদুঘরে ভারতের জাতীয় অগ্রযাত্রা ও দূরদর্শী নেতাদের অবদান প্রদর্শিত হচ্ছে, যা দর্শকদের জন্য এক শিক্ষামূলক ও আকর্ষণীয় অভিজ্ঞতা প্রদান করবে।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা

**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

## এএমইউ ক্যাম্পাসে শিক্ষককে গুলি করে খুন, আতঙ্ক আলিগড়ে

আলিগড়, ২৫ ডিসেম্বর : আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় (এএমইউ) ক্যাম্পাসের মধ্যেই এক শিক্ষককে গুলি করে খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। বুধবার রাত প্রায় ৯টা নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের লাইব্রেরি ক্যান্টিনের কাছে এই ঘটনা ঘটে। অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা বাইকে এসে শিক্ষককে লক্ষ্য করে গুলি চালায় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

নিহত শিক্ষকের নাম রাও দানিশ। তিনি এএমইউ-র এবিকে ইউনিয়ন হাই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। সিভিল লাইন্স থানার আওতাধীন এলাকায় এই হামলার ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, দানিশ বন্ধুদের সঙ্গে বসেছিলেন, সেই সময় স্কুটিতে চেপে আসা হামলাকারীরা আচমকা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। তাঁর মাথায় দুটি গুলি লাগে এবং তিনি গুরুতর জখম হন।

গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাঁকে দ্রুত জওহরলাল নেহরু মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে এএমইউ-র প্রোক্টর অধ্যাপক মহম্মদ ওয়াসিম আলি জানান, লাইব্রেরির কাছে গুলির ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আহত শিক্ষককে চিকিৎসার জন্য পাঠায়। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

ঘটনার খবর পেয়ে এএমইউ-র উপাচার্য নায়মা খাতুনও মেডিক্যাল কলেজে পৌঁছান এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

এদিকে আলিগড়ের এসপি ময়াঙ্ক পাঠক জানান, ঘটনার তদন্তে একাধিক পুলিশ দল গঠন করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং ব্যক্তিগত শত্রুতা-সহ সমস্ত দিক থেকে তদন্ত চলছে। নিহত শিক্ষকের পরিবারের সঙ্গেও কথা বলা হচ্ছে। দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।এই ঘটনায় এএমইউ ক্যাম্পাস জুড়ে তীব্র আতঙ্ক ও উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

## পুদুচেরির উন্নয়নে নিজের পকেট থেকে ১০০ কোটি টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি চার্লস মার্টিনের

পুদুচেরি, ২৫ ডিসেম্বর :২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জিতলে পুদুচেরির উন্নয়নের জন্য নিজের পকেট থেকে ১০০ কোটি টাকা ব্যয় করার প্রতিশ্রুতি দিলেন লাচিয়া জননায়াগা কাচ্চি (এলজেকে) নেতা চার্লস মার্টিন। বৃহস্পতিবার পুদুচেরিতে এক রাজনৈতিক কর্মসূচিতে তিনি এই ঘোষণা করেন। চার্লস মার্টিন তামিলগা ভেত্তি কাজগম (টিভিকে) নেতা আধব অর্জুনার শ্যালক হিসেবেও পরিচিত।

নির্বাচনের আর কয়েক মাস বাকি থাকতেই একাধিক জনমুখী প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছেন এলজেকে নেতা। বিশেষ করে নারী ক্ষমতায়নকে সামনে রেখে তিনি ছ'টি বড় কল্যাণমূলক প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন।

চার্লস মার্টিন বলেন, "সরকার যেখানে মাসে ২,০০০ টাকা দেওয়ার কথা বলছে, সেখানে গত তিন মাসে একটি টাকাও দেওয়া হয়নি বলে শুনছি। তাই আমি মাসিক সহায়তা বাড়িয়ে ৪,০০০ টাকা করব এবং বছরে মোট ৫০,০০০ টাকা দেওয়া হবে।"

তিনি আরও জানান, দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারের নারীদের বিবাহের জন্য ১ লক্ষ টাকা আর ১০ গ্রাম সোনা দেওয়া হবে। পাশাপাশি বছরে ছ'টি এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার বিনামূল্যে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি।

"অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের ৩৫,০০০ টাকা আর শিশুদের সঠিক বিকাশের জন্য একটি স্বাস্থ্য কিট দেওয়া হবে," বলেন মার্টিন। এছাড়া অসহায় ও অবিবাহিত মহিলাদের বছরে ৬০,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তার কথাও ঘোষণা করেন তিনি।

নারী ক্ষমতায়নে শিক্ষার গুরুত্বের কথা তুলে ধরে চার্লস মার্টিন বলেন, "মায়ের জন্য শিক্ষা তহবিল চালু করা হবে। সন্তানের শিক্ষার জন্য অনেক অভিভাবক ঋণ করে বেসরকারি স্কুলে পড়ান। আমি সরকারি স্কুলের মান উন্নত করব। যদি সরকারি স্কুলে সন্তানকে পড়ানো হয়, তাহলে মায়েদের ২০,০০০ টাকা দেওয়া হবে।"

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও নারীদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। তাঁর কথায়, "পুদুচেরিতে ৩০টি নির্বাচনী আসন ও তিনটি মনোনীত আসন রয়েছে। অথচ বর্তমানে মাত্র একজন নারী জনপ্রতিনিধি আছেন। আমাদের দলে ছ'টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। স্থানীয় শরীর নির্বাচনে ৫০ শতাংশ এবং সরকারি চাকরিতে ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ নারীদের জন্য রাখা হবে।"

এই সব প্রকল্প বাস্তবায়নযোগ্য বলেই দাবি চার্লস মার্টিনের। তিনি বলেন, "আমি যে ছ'টি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কথা বলছি, সেগুলি বাস্তবায়ন করা সম্ভব। একজন ভাই, বাবা ও কাকা হিসেবে আমি আমার বোন, মেয়ে ও ভাগ্নির জন্য যা করতাম, সেই ভাবনা থেকেই এই পরিকল্পনা করা হয়েছে। আপনারা আমাদের ক্ষমতায় আনবেন, আমরা প্রতিশ্রুতি পূরণ করব।"

চার্লস মার্টিনের দাবি, পুদুচেরির মোট জনসংখ্যা প্রায় ১২.৫ লক্ষ, যার মধ্যে ৫০.৯ শতাংশই নারী। এই সব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বছরে ন্যূনতম ১,৫০০ কোটি টাকা খরচ হবে বলেও তিনি জানান। তাঁর বক্তব্য, "এই ব্যয়ভার বহন করা অবশ্যই সম্ভব।"

## ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কিম্বারলি প্রসেসের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেবে ভারত

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর : আগামী ১ জানুয়ারি, ২০২৬ থেকে কিম্বারলি প্রসেস-এর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করবে ভারত। কিম্বারলি প্রসেস প্লেনারিতে নির্বাচনের মাধ্যমে এই দায়িত্ব পেয়েছে ভারত, বৃহস্পতিবার এমনটাই জানিয়েছে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রক।

মন্ত্রক জানিয়েছে, ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৫ থেকে ভারত কিম্বারলি প্রসেসের ভাইস-চেয়ারের ভূমিকা পালন করবে এবং নতুন বছরের শুরুতেই আনুষ্ঠানিকভাবে চেয়ারম্যানশিপ গ্রহণ করবে। এটি তৃতীয়বার, যখন এই গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক উদ্যোগের নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব ভারতের উপর ন্যস্ত হল।

উল্লেখ্য, কিম্বারলি প্রসেস একটি ত্রিপাক্ষিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো, যেখানে সরকার, আন্তর্জাতিক হিরে শিল্প এবং নাগরিক সমাজ একসঙ্গে কাজ করে। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল তথাকথিত 'সংঘাতের হিরে' বা কনফ্লিক্ট ডায়মন্ড-এর বাণিজ্য রোধ করাযে হিরেগুলি বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলি সশস্ত্র সংঘাতের অর্থ জোগাড়ে ব্যবহার করে থাকে। এই সংজ্ঞা জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব অনুযায়ী নির্ধারিত।

ভারতের নির্বাচনকে স্বাগত জানিয়ে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গয়াল বলেন, এই সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক মহলের ভারতের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন। তাঁর মতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে স্বচ্ছতা, সততা এবং দায়িত্বশীল বাণিজ্য চর্চার প্রতি ভারতের অঙ্গীকারই এই নির্বাচনের মূল কারণ।

২০০৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হওয়া কিম্বারলি প্রসেস সার্টিফিকেশন স্কিম জাতিসংঘের একটি প্রস্তাবের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। বর্তমানে এটি সংঘাতের হিরে বাণিজ্য রুখতে একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক কাঠামো হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। কিম্বারলি প্রসেসে বর্তমানে ৬০টি অংশগ্রহণকারী রয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও তার সদস্য দেশগুলিকে একক অংশগ্রহণকারী হিসেবে ধরা হয়। সব মিলিয়ে, এই দেশগুলির মাধ্যমে বিশ্বের মোট রাফ হিরে বাণিজ্যের ৯৯ শতাংশেরও বেশি পরিচালিত হয়। বিশ্বের অন্যতম প্রধান হিরে কাটিং ও প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র হিসেবে ভারতের নেতৃত্ব গ্রহণ এমন এক সময়ে হচ্ছে, যখন বিশ্বজুড়ে টেকসই ও দায়িত্বশীল উৎস থেকে হিরে সংগ্রহের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ভারতের চেয়ারম্যানশিপের সময়কালে শাসনব্যবস্থা ও নিয়ম মানার প্রক্রিয়া আরও জোরদার করা, ডিজিটাল সার্টিফিকেশন ও ট্রেসেবিলিটি উন্নত করা, তথ্যভিত্তিক নজরদারির মাধ্যমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং সংঘাতমুক্ত হিরের প্রতি ভোক্তাদের আস্থা বাড়ানোর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রকের তরফে আরও বলা হয়েছে, ২০২৫ সালে ভাইস-চেয়ার এবং ২০২৬ সালে চেয়ার হিসেবে ভারত কিম্বারলি প্রসেসের সমস্ত অংশগ্রহণকারী ও পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে।

## পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক দপ্তরে অটলবিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিন ও তুলসী পূজা পালন

আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর: আজ শুভ তুলসী পূজা এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ী-র জন্মদিন উপলক্ষে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক দপ্তরে বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে দপ্তর প্রাঙ্গণে তুলসী পূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক দপ্তরের সকল কর্মচারী, রিক্রিয়েশন ক্লাবের সেক্রেটারি দীপঙ্কর দত্তসহ অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মীরা। তুলসী পূজার পাশাপাশি অটলবিহারী বাজপেয়ীর জীবন ও অবদান স্মরণ করে আলোচনা করা হয়।

এদিন জেলাশাসক দপ্তরে তুলসী পূজা ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন পালনকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। উপস্থিত সকলেই এই দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

## তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন: কেন ভারতের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ এই ঘটনা

ঢাকা, ২৫ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের রাজনীতিতে দীর্ঘ ১৭ বছর পর এক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যাবর্তন ঘটালেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পুত্র এবং একসময় বাংলাদেশের রাজনীতির 'ডার্ক প্রিন্স' হিসেবে পরিচিত তারেক রহমান দীর্ঘ স্বেচ্ছা নির্বাসন কাটিয়ে বৃহস্পতিবার ঢাকায় ফিরে এসেছেন। সহিংসতা ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তায় জর্জরিত বাংলাদেশের জন্য যেমন এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত, তেমনই আসন্ন ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে ভারতের কৌশলগত স্বার্থের দিক থেকেও এই প্রত্যাবর্তন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

দীর্ঘদিন ধরে ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশে বিএনপির পোস্টারে তার মুখ থাকলেও তাঁর কণ্ঠস্বর অনুপস্থিত ছিল। এবার সেই নীরবতা ভাঙল। আওয়ামি লিগ নির্বাচনে অংশ নিতে না পারা, শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতি এবং খালেদা জিয়ার অসুস্থতার প্রেক্ষাপটে তারেক রহমানের দেশে ফেরা বিএনপির জন্য নতুন করে প্রাণসঞ্চার করতে পারে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে বাংলাদেশে উগ্র ইসলামপন্থী শক্তির উত্থান এবং প্রকাশ্য ভারত-বিরোধী বক্তব্য দিল্লির কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। বিশেষ করে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত জামায়াতে ইসলামির রাজনৈতিক পুনরুত্থান ভারতের কাছে বড় উদ্বেগের কারণ। শেখ হাসিনা সরকারের আমলে নিষিদ্ধ থাকা জামায়াত তাঁর ক্ষমতাচ্যুতির পর আবার রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি সর্বাধিক আসন পেতে পারে, তবে জামায়াত তাদের খুব কাছাকাছি অবস্থানে রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জামায়াতের ছাত্র সংগঠনের অপ্রত্যাশিত সাফল্য পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে।

এই প্রেক্ষাপটে ভারতের কাছে বিএনপিকে তুলনামূলকভাবে বেশি উদার ও গণতান্ত্রিক শক্তি হিসেবে দেখা হচ্ছে, যদিও অতীতে দিল্লি-বিএনপি সম্পর্ক ছিল টানাপোড়েনপূর্ণ। ভারতের আশা, তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তনে বিএনপি সংগঠিত হবে এবং পরবর্তী সরকার গঠনের সুযোগ পাবে। ছাত্রনেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি (এনসিপি) ইতিমধ্যেই অভিযোগ করেছে যে বিএনপি দলে আওয়ামি লিগের সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করছেযা রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে দিতে পারে।

শেখ হাসিনার আমলে বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছিল এবং চীন ও পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান নিয়েছিল। কিন্তু অন্তর্বর্তী প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে সেই নীতিতে পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলেছে। পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর পাশাপাশি ভারতের সঙ্গে দূরত্ব তৈরির অভিযোগ উঠেছে।

ভারতের প্রত্যাশা, বিএনপি ক্ষমতায় ফিরলে বাংলাদেশের বিদেশনীতি আবার ভারসাম্যের পথে ফিরবে। সাম্প্রতিক সময়ে দিল্লি ও বিএনপির মধ্যে সম্পর্ক পুনর্গঠনের ইঙ্গিতও মিলেছে। ১ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী খালেদা জিয়ার গুরুতর অসুস্থতা নিয়ে প্রকাশ্যে উদ্বেগ প্রকাশ করে ভারতের সহায়তার প্রস্তাব দেন। এর জবাবে বিএনপির পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানানো হয়যা বহু বছরের টানাপোড়েনের পর এক বিরল রাজনৈতিক সৌহার্দ্যের নজির।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তারেক রহমান অন্তর্বর্তী ইউনুস সরকারের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখেছেন এবং দীর্ঘমেয়াদি বিদেশনীতি নির্ধারণের অধিকার নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। পাশাপাশি তিনি জামায়াতের সমালোচনা করেছেন এবং নির্বাচনে তাদের সঙ্গে জোটে যেতে অস্বীকার করেছেন।

সব মিলিয়ে, তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন শুধু বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেই নয়, দক্ষিণ এশিয়ার কূটনৈতিক ও নিরাপত্তা সমীকরণেও নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে পারেযার দিকে সতর্ক নজর রাখছে ভারত।

## ওড়িশায় শীর্ষ তেলুগু মাওবাদী নেতা নিকেশ, বড় সাফল্য নিরাপত্তা বাহিনীর

হায়দরাবাদ, ২৫ ডিসেম্বর : ওড়িশায় বড়সড় সাফল্য পেল নিরাপত্তা বাহিনী। বৃহস্পতিবার যৌথ অভিযানে শীর্ষ তেলুগু মাওবাদী নেতা গণেশ উইকে (৬৯) নিহত হয়েছেন। তিনি সিপিআই (মাওবাদী)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং ওড়িশায় সংগঠনের কার্যকলাপের প্রধান ছিলেন। সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ও কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী (সিআরপিএফ)-এর যৌথ অভিযানে কন্ধমাল ও গঞ্জাম জেলার সীমান্তবর্তী রামপা বনাঞ্চলে এই এনকাউন্টার হয়।

এই অভিযানে আরও তিন মাওবাদী নিহত হয়েছে, যার মধ্যে দু'জন মহিলা ক্যাডার। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মাওবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে এটি অন্যতম বড় আঘাত বলে মনে করা হচ্ছে। এর ফলে ওড়িশায় সংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্ব কার্যত ভেঙে পড়ল বলে নিরাপত্তা সূত্রের দাবি। বৃহস্পতিবার সকাল প্রায় ৯টা নাগাদ রম্ভা বনাঞ্চলে একটি সশস্ত্র মাওবাদী দলের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর মুখোমুখি সংঘর্ষ শুরু হয়। মাওবাদীরা প্রথমে গুলি চালায়, যার পর তীব্র গুলির লড়াই শুরু হয়। দুপুর নাগাদ ঘটনাস্থল থেকে চার মাওবাদীর দেহ উদ্ধার করা হয়, যার মধ্যে গণেশ উইকের দেহও ছিল।

অভিযানস্থল থেকে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। এর মধ্যে দুটি ইনসাস রাইফেল এবং একটি .৩০৩ রাইফেল রয়েছে, যা নিহত দলের উচ্চস্তরের অবস্থানকে নির্দেশ করে।

গণেশ উইকের মাথার দাম ছিল ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। তিনি সিপিআই (মাওবাদী)-র হাতে গোনা কয়েকজন অবশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যের একজন ছিলেন। নালগোন্ডা (তেলঙ্গানা) জেলার বাসিন্দা উইকে 'পাক্কা হনুমন্তু', 'রাজেশ তিওয়ারি' ও 'রূপা'সহ একাধিক ছদ্মনামে পরিচিত ছিলেন।

প্রায় চার দশকের বেশি সময় ধরে তিনি দণ্ডকারণ্য স্পেশাল জোনাল কমিটি (ডিকেএসজেডসি)-তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও তথাকথিত 'রেড করিডোর'-এর বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় ইউনিটগুলির মধ্যে মূল সেতুবন্ধন ছিলেন তিনি। নিরাপত্তা সংস্থার মতে, পূর্বঘাটে মাওবাদী সংগঠন বিস্তারের 'মস্তিষ্ক' ছিলেন উইকে।

বর্তমানে মাওবাদীদের কেন্দ্রীয় কমিটির মাত্র তিনজন সদস্য অবশিষ্ট ছিলেনগণেশ উইকে (ওড়িশা), মল্লারাজি রেড্ডি ওরফে সংঘম (ছত্তীসগড়) এবং আনন্দা ওরফে তুফান (ঝাড়খণ্ড)। বৃহস্পতিবার নিহত বাকি তিন মাওবাদীর পরিচয় যাচাই করা হচ্ছে।

এই অভিযানের ফলে ২০২৬ সালের মার্চের মধ্যে দেশকে মাওবাদীমুক্ত করার কেন্দ্রের লক্ষ্যের আরও কাছাকাছি পৌঁছনো সম্ভব হল বলে মনে করছে প্রশাসন। চলতি বছরেই একের পর এক শীর্ষ মাওবাদী নেতা নিহত হওয়ায় কেন্দ্রীয় কমিটির শক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। মে মাসে সাধারণ সম্পাদক বাসবরাজ এবং নভেম্বরে কমান্ডার মাদভি হিদমার নিহত হওয়ার পর এবার গণেশ উইকের মৃত্যু সংগঠনের জন্য বড় ধাক্কা।

## বাংলাদেশের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কদমতলা বাজারে বিক্ষোভ প্রতিবাদ ও মশাল মিছিল অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর: সম্প্রতি পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশে দিপু চন্দ্র দাস হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এবার প্রতিবাদে সরব হল উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা এলাকার অগ্রগামী ক্লাব, সমাজকল্যাণ ক্লাব ও স্কোরপিওন ক্লাব সহ কদমতলা বাজার ব্যবসায়ীরা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ কদমতলা বাজারে যৌথ উদ্যোগে একটি বিক্ষোভ প্রতিবাদ ও মশাল মিছিল বের করা হয়। মিছিলে ক্লাবের সদস্যদের পাশাপাশি এলাকার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বহু মানুষ অংশগ্রহণ করেন। মশাল মিছিলটি কদমতলা এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে বাজারে এসে সমবেত হয়।

সেখানে বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনূসের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। প্রতিবাদকারীরা দাবি জানান, বাংলাদেশ সরকারকে অবিলম্বে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি, সে দেশে বসবাসকারী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করারও জোরালো দাবি তোলা হয়।এদিনের এই কর্মসূচিকে ঘিরে কদমতলা বাজার এলাকায় ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা যায়।

## আগরতলা পুর নিগমের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডসহ কাশিপুর এলাকাবাসীর সহযোগিতায় আজ তুলসী পূজা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর: আগরতলা পুর নিগমের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডসহ কাশিপুর এলাকাবাসীর সহযোগিতায় আজ তুলসী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে ধর্মপ্রাণ মানুষের উপস্থিতিতে তুলসী পুজো করা হয়েছে। বড়দিনের উৎসবের দিন অর্থাৎ ২৫ ডিসেম্বরে 'তুলসী পূজন দিবস' পালনের সূচনা হয়েছিল ২০১৪ সালে। ভারতের সাধু-সন্তরা তুলসীর ধর্মীয় ও ঔষধি গুরুত্ব বিচার করে এই দিনটিকে পূজার জন্য নির্ধারিত করেন।

এরপর থেকেই প্রতি বছর হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা এই দিনে তুলসী মাতার বিশেষ আরাধনা করে আসছেন। মনে করা হয়, এই দিনে ভক্তিভরে পূজা করলে মা লক্ষ্মীর কৃপায় ঘরে কখনও ধন-ধান্যের অভাব হয় না।হিন্দু ধর্মে তুলসী কেবল একটি সামান্য গাছ নয়, বরং তাঁকে 'মা" হিসেবে গণ্য করা হয়।

হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস অনুযায়ী, জগতের পালনকর্তা ভগবান শ্রীহরি বিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয় হওয়ায় তুলসীকে 'হরিপ্রিয়া'ও বলা হয়। শাস্ত্র মতে, তুলসী গাছে দেবী লক্ষ্মী বাস করেন। তাই নিয়মিত তুলসী পূজা করলে ভগবান বিষ্ণু ও মাতা লক্ষ্মীর আশীর্বাদ পাওয়া যায় এবং সংসারে সুখ-সমৃদ্ধি বজায় থাকে। দেশের সঙ্গে রাজ্যেও আজ ভক্তিভরে বিভিন্ন জায়গায় তুলসী পূজন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পুর নিগমের ১৪ নং ওয়ার্ড সহ কাশিপুর এলাকাবাসীর তরফ থেকে আজ এলাকার মানুষদের সহযোগিতায় তুলসী দিবস উদযাপন করা হয়।

## বড়দিন উপলক্ষে তেলিয়ামুড়া মহকুমার দুষ্কি মোহরপাড়াস্থিত চার্চে বিশেষ প্রার্থনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৫ ডিসেম্বর: বড়দিন উপলক্ষে তেলিয়ামুড়া মহকুমার দুষ্কি মোহরপাড়াস্থিত চার্চে সকাল থেকেই খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যীশু খ্রিস্টের জন্মদিন উপলক্ষে চার্চটি আলোর ঝলমলে সাজে সেজে উঠেছে, সৃষ্টি হয়েছে উৎসবমুখর পরিবেশ।সকাল থেকেই খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা চার্চে উপস্থিত হয়ে যীশু খ্রিস্টের প্রতি প্রার্থনা ও উপাসনায় অংশগ্রহণ করেন।

বড়দিনের এই আনন্দঘন মুহূর্তে শুধু খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরাই নয়, অন্যান্য ধর্মের মানুষজনও সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বার্তা নিয়ে চার্চে এসে এই উৎসবে শামিল হন।এদিন এক খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী জানান, বড়দিন তাদের কাছে একটি বিশেষ ও পবিত্র উৎসব।

এটি শুধুমাত্র ধর্মীয় আচারেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সকলের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার এবং মিলনের এক অনন্য উপলক্ষ। তিনি রাজ্যবাসীর প্রতি শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রেখে একে অপরের সঙ্গে সু-ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।সার্বিকভাবে বড়দিন উপলক্ষে দুষ্কি মোহরপাড়া চার্চে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মিলনমেলার আবহ লক্ষ্য করা যায়।

## শুভ জন্মমাস উপলক্ষে আগরতলা রাজপথে হরিনাম সংকীর্তন ও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর: ত্রিপুরা সম্মিলিত অখণ্ড সংগঠন আগরতলা শাখার উদ্যোগে পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব এবং মহা সন্ন্যাসী শ্রী শ্রী সংহিতা দেবীর শুভ জন্মমাস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার রাজধানী আগরতলা শহরে বার্ষিক হরিনাম সংকীর্তন ও এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়।

হরিনাম সংকীর্তন সহ শোভাযাত্রাটি আগরতলা রাজপথ ধরে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে। ধর্মীয় সঙ্গীত, কীর্তন ও ভক্তিমূলক আবহে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা শহর। শোভাযাত্রায় বিপুল সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। জন্মমাস উপলক্ষে আয়োজিত এই হরিনাম সংকীর্তন ও শোভাযাত্রা আগরতলার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিবেশকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে।

## বাগমা বগাবাসায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, গ্যাস লিক থেকে আগুনে পুড়ে ছাই বসতঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর: বৃহস্পতিবার বাগমা বগাবাসা ট্রাইবেল চৌমুহনী এলাকায় জাপান জমাতিয়ার বাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এই অগ্নিকাণ্ডে একটি বসতঘর সম্পূর্ণভাবে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ঘরের ভিতরে থাকা রান্নার গ্যাস থেকে প্রথমে আগুন লাগে। পরে সেই আগুন ঘরে মজুদ থাকা রাবার সিটে ছড়িয়ে পড়লে মুহূর্তের মধ্যেই আগুন পুরো ঘরটিকে গ্রাস করে নেয়। দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ায় ঘরের ভেতর থাকা আসবাবপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে উদয়পুর থেকে দমকল বিভাগের দুটি ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তবে দমকল বাহিনী পৌঁছানোর আগেই বসতঘরটি সম্পূর্ণরূপে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। প্রাথমিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক লক্ষাধিক টাকা বলে অনুমান করা হচ্ছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। আগুন লাগার সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট দপ্তর।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 26-12-2025, 01:23

াঙ্গন

# বন্ধুত্বপূর্ণ ক্রিকেট ম্যাচে নাগেশ্বরীর ইকফাই জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পেশাগত দায়িত্ব পালনের পরও অবসর সময় বের করে ক্রিকেট ম্যাচ আয়োজনের আনন্দটাই আলাদা।

বন্ধুত্বপূর্ণ ক্রিকেট ম্যাচে নাগেশ্বরী মিডিয়া টিম এবং ইকফাই কলেজ সম্প্রতি মুখোমুখি হয়ে বিনোদনমূলক একটি দিনে নিজেদের মেলবন্ধন আরো দৃঢ় করে তোলে। প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে নাগেশ্বরী রোমাঞ্চকর ভাবে এক উইকেটে জয়ী হয়েছে। টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে নির্ধারিত ২০ ওভার ফুরিয়ে যাওয়ার পাঁচ বল বাকি থাকতে ১৭৮ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে আবীর সর্বাধিক ৬২ রান পায়। এছাড়া, প্রশান্ত-এর ব্যাটে আসে ৩১ রান।

অনুরণের ৩২ রানও উল্লেখ করার মতো। দীপ্তনু ২৪ রানে তিনটি উইকেট পায়। এছাড়া, কুমার, দেবজিৎ ও আয়ুশ দেবনাথ দুইটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে নাগেশ্বরী সীমিত কুড়ি ওভার শেষ হওয়ার ৫ বল বাকি থাকতে নয় উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে ওপেনার আয়ুশ দেবনাথ দুর্দান্ত ৩০ বল খেলে আটটি করে বাউন্ডারি ও ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৮৬ রান সংগ্রহ করে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছাতে অনেকটা সাহায্য করে। এছাড়া, সায়নের অপরাজিত ভূমিকা দলকে জয় এনে দেয়। সায়ন ২২ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত ছিল। আয়ুষ দত্তের ১৫ রান এবং রূপমের ১০ রানও উল্লেখ করার মতো। খেলা শেষে মাঠেই উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিবর্গ দু-দলের খেলোয়াড়দের পুরস্কৃত করেন। দুর্দান্ত প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ায় নাগেশ্বরীর পক্ষ থেকে কামরাজ সরকার সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

# ত্রিপুরার চন্ডিগড় জয়, বিজয় মার্চেন্টে চন্দ্রস্নাত, শাহিনের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় ত্রিপুরার। বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি অনূর্ধ ১৬ ক্রিকেটে। তাও চন্ডিগড়কে নয় উইকেটের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে। প্রথম ইনিংসে শাহীন, দ্বিতীয় ইনিংসে চন্দ্রস্নাত-এর দুর্ধর্ষ বোলিং। তবে তুহিন, সোমদেব, পৃথ্বীরাজদের সম্মিলিত বোলিং দাপটে চন্ডিগড়ের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে পুরো ৬ পয়েন্ট ত্রিপুরার পকেটে। চতুর্থ ম্যাচের মাথায় প্রথম জয় ত্রিপুরার। তবে দ্বিতীয় ইনিংসে রাজদীপ লেগ বিফোর উইকেট হয়ে প্যাভেলিয়নের না ফিরলে ত্রিপুরা দল ১০ উইকেটে জয়লাভ করতে পারতো এবং বোনাস সহ ৭ পয়েন্ট এসে যেতো ত্রিপুরার দখলে। চন্ডিগড়ের প্রথম ইনিংসে সংগৃহীত ২৫৩ রানের জবাবে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে ত্রিপুরা ৭ উইকেটে ২৯৪ রানে থেমেছিল। আজ, বৃহস্পতিবার ম্যাচের তৃতীয় তথা অন্তিম দিনে রাজ্য দল আরও ৩২ রান যোগ করে ৩২৬ রানে ইনিংস শেষ করলে, জবাবে চন্ডিগড় দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরার বোলারদের ছোবলে দ্রুত লয়ে উইকেট হারাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ৩১.২ ওভার খেলে ৮৪ রানে চন্ডিগড় দ্বিতীয় ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে অঙ্কিত সর্বাধিক ৩৯ রান সংগ্রহ করেছিল। ত্রিপুরার বোলার চন্দ্রস্নাত গোস্বামী একাই পাঁচটি উইকেট তুলে নেয় ২৭ রানের বিনিময়ে। এছাড়া, তুহিন দেবনাথ ১২ রানে এবং সোমদেব ১৫ রানে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। পৃথ্বীরাজ গোপ পেয়েছে একটি উইকেট। সবশেষে দ্বিতীয় ইনিংসে ত্রিপুরা দল চার ওভার খেলে এক উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। আগামী ২৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ত্রিপুরা দল গ্রুপ লীগের পঞ্চম তথা অন্তিম ম্যাচে তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে খেলবে।

# বৈভবের বিহারের ৫৭৪ রানের বিশ্বরেকর্ডে বিপদ দেখছেন অশ্বিন! কেন তিনি উচ্ছ্বসিত নন তা-ও বলে দিলেন প্রাক্তন অফস্পিনার

বিজয় হজারে ট্রফির প্রথম ম্যাচেই রেকর্ড রান তুলে জিতেছে বিহার। বুধবার অরুণাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে ৫৭৪ রান তোলে তারা। বৈভব সূর্যবংশী একাই করে ১৯০ রান। ১৪ বছরের ক্রিকেটারের প্রশংসা করেও ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে চিন্তিত রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তাঁর মতে, এ ধরনের ফলে ছোট দলগুলির আত্মবিশ্বাসে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।অশ্বিনের মতে, প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে দু'টি দলের পার্থক্য এতটাই হয়ে যাচ্ছে যে, ম্যাচে কোনও লড়াই-ই হচ্ছে না। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বিন বলেছেন, 'বৈভব সূর্যবংশীর জন্য অনেক প্রশংসা। তবু আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই। কিছু দলের মধ্যে বিরাট পার্থক্য হয়ে যাচ্ছে। কিছু লড়াই এতটাই দুর্বল যে ম্যাচের কোনও মাহাত্ম্য থাকছে না। এটা ক্রিকেট ম্যাচ নয়। বৈভবের পারফরম্যান্সের জন্য ওকে শুভেচ্ছা। ও যেটা পারে সেটাই করেছে। আমরা যদি অরুণাচল প্রদেশকে একটা ভাল দল হিসাবে ধরে থাকি, তা হলে এই ফল ওদের আত্মবিশ্বাসে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে ভেবে দেখেছেন?''বিজয় হজারের প্রথম রাউন্ডেই অনেক বড় রান হয়েছে। বিহার ৫০ ওভারে ৫৭৪ রান তুলেছে। ঝাড়খণ্ডের তোলা ৪১২ রান কর্নাটক তাড়া করে জিতেছে। বাংলা ৩৮৩ রান তাড়া করে হারিয়েছে বিদর্ভকে। বাকি দলগুলি একে অপরের সমকক্ষ হলেও, বিহার এবং অরুণাচলের পার্থক্য এই মুহূর্তে অনেকটাই। সে দিক থেকে ঠিক কথাই বলেছেন অশ্বিন।ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তন হওয়া ঈশান কিশনকে নিয়েও মুগ্ধ প্রাক্তন অফস্পিনার। বলেছেন, "সকলেরই ভাল-খারাপ সময় যায়। ঈশানও কঠিন পরিস্থিতিতে দিন কাটিয়েছে। দলে এসেও বাদ গিয়েছিল। বিরতি নিয়েছিল। এক দিনের ক্রিকেটে দ্বিশতরান করেও ফিরতে পারেনি। আইপিএলে শতরান করেও প্রতিযোগিতাটা ভাল কাটেনি।''সৈয়দ মুস্তাক আলিতে ভাল খেলাই ঈশানের জীবনের মোড় ঘুরিয়েছে বলে মনে করেন অশ্বিন। তাঁর কথায়, 'সৈয়দ মুস্তাকে ভাল খেলেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে সুযোগ পেয়েছে ঈশান। এখন বিজয় হজারে ট্রফিতে মিডল অর্ডারে ব্যাট করেও ৩৩ বলে শতরান করেছেন। এতেই বোঝা যাচ্ছে, আত্মবিশ্বাস এবং ফর্ম মানুষকে কোন জায়গায় পৌঁছে দিতে পারে। সময়ের অপেক্ষা করে থাকেনি। পরিশ্রম করে সুযোগ কাজে লাগিয়েছে।"

# ব্যাটিং শুরু শ্রেয়সের! বোর্ডের অ্যাকাডেমিতে রিহ্যাব, জানা গেল, আবার কবে ফিরবেন ভারতীয় দলে

অস্ট্রেলিয়া সফরে ফিল্ডিং করতে গিয়ে পাঁজরে চোট পেয়েছিলেন শ্রেয়স আয়ার। তার পর থেকে মাঠের বাইরে তিনি। দু'মাসের বেশি ক্রিকেটে দেখা যায়নি তাঁকে। আপাতত অনেকটাই সুস্থ তিনি। নেটে ব্যাটিংও শুরু করেছেন ভারতের এক দিনের দলের সহ-অধিনায়ক। তিনি আবার কবে ভারতীয় দলে ফিরবেন, তার সম্ভাব্য সময় জানা গিয়েছে।

বুধবার প্রথম নেটে ব্যাট করেছেন শ্রেয়স। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে ব্যাট করেছেন তিনি। ব্যাটিংয়ের সময় কোনও রকম সমস্যা হয়নি তাঁর। জানা গিয়েছে, বাকি রিহ্যাব বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে করবেন শ্রেয়স। সেখানে আপাতত কিছু দিন থাকতে হবে তাঁকে। প্রথমে মনে করা হয়েছিল, বিজয় হজারে ট্রফি শুরু হওয়ার আগেই সুস্থ হয়ে উঠবেন শ্রেয়স। কিন্তু তা হয়নি। আরও কিছু দিন সময় লাগবে তাঁর।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এক কর্তা সংবাদমাধ্যমে বলেন, "অস্ট্রেলিয়ায় শ্রেয়স খুব খারাপ ধরনের চোট পেয়েছিল। ফলে অনেক দিন ওকে ক্রিকেটের বাইরে থাকতে হল। তবে এখন আর ওর ব্যথা নেই। কোনও রকম সমস্যা হচ্ছে না। এটা ভাল বিষয়। এর পর নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের এক দিনের সিরিজ আছে। বিজয় হজারে চলছে। দুটো প্রতিযোগিতাতেই শ্রেয়সের খেলার সম্ভাবনা আছে।"

জানা গিয়েছে, বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে আপাতত চার থেকে ছ'দিন থাকতে হবে শ্রেয়সকে।

তার মধ্যেই চিকিৎসকেরা তাঁকে খেলার অনুমতি দিয়ে দিতে পারেন।

ওই কর্তা আরও বলেন, "জিমে অনুশীলন করতে শ্রেয়সের একটুও সমস্যা হচ্ছে না। কিন্তু সবটাই নির্ভর করছে সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের চিকিৎসকদের উপর। চার থেকে ছ'দিন ওকে থাকতে হতে পারে। আসলে কোনও ঝুঁকি নেওয়া হচ্ছে না। সব খতিয়ে দেখে তবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।"

১১ জানুয়ারি থেকে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের এক দিনের সিরিজ শুরু। জানুয়ারির শুরুতেই সেই সিরিজের দল ঘোষণা করা হবে। অর্থাৎ, সাত দিন সময় রয়েছে। ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত বিজয় হজারের গ্রুপ পর্বের খেলা রয়েছে। অর্থাৎ, নিউ জিল্যান্ড সফরের দলে থাকলে বিজয় হজারে খেলেও প্রস্তুতি সারতে পারবেন শ্রেয়স। সেই সম্ভাবনাও রয়েছে। বোর্ডের ওই কর্তার কথা থেকে স্পষ্ট, নিউ জিল্যান্ড সিরিজে শ্রেয়সের দলে ফেরার সম্ভাবনা প্রবল।

# অধিনায়ক হয়ে ফিরছেন স্মিথ, বক্সিং ডে টেস্টে স্পিনার ছাড়াই খেলবে অস্ট্রেলিয়া, মদ্যপান বিতর্কের মাঝে বড়দিনের মেজাজে ইংল্যান্ড

চোট পেয়ে মেলবোর্নে খেলতে পারবেন না নেথান লায়ন। তাঁর জায়গায় বিকল্প হিসাবে টড মার্ফিকে না খেলানোর সিদ্ধান্ত নিল অস্ট্রেলিয়া। বক্সিং ডে টেস্টে তারা নামছে শুধু পেসারদের নিয়েই। শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে টেস্ট। অন্য দিকে, মদ্যপান-বিতর্কের পর বড়দিনে ইংল্যান্ডের অনুশীলনে ক্রিকেটারদের ফুরফুরে মেজাজে দেখিয়েছে। চোটের পর অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক হিসাবে ফিরছেন স্টিভ স্মিথ।

অ্যাডিলেডে তৃতীয় টেস্টে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছিলেন লায়ন। তার পর অস্ত্রোপচার হয়। দলে নেওয়া হয় মার্ফিকে। তবে মেলবোর্নের পিচে ভাল মতো ঘাস থাকার কারণে চূড়ান্ত ১২ জনের তালিকায় কোনও স্পিনারকে রাখেনি অস্ট্রেলিয়া। টসের সময়ে তারা প্রথম একাদশ ঘোষণা করবে।

অস্ট্রেলিয়ার এই সিদ্ধান্ত চমকে দেওয়ার মতোই। অতীতে শেন ওয়ার্ন এবং লায়ন এই মাঠে সাফল্য পেয়েছেন। অধিনায়ক স্মিথ বৃহস্পতিবার বলেন, "আমরা ইদানীং যে সব পিচে খেলছি তার বেশির ভাগই পেস-সহায়ক। গত সপ্তাহে অ্যাডিলেড ব্যতিক্রম ছিল। পিচে ফাটল দেখতে পেয়েছিলাম। তাই নেথানকে দলে রাখা হয়েছিল।"

স্মিথের সংযোজন, "আসলে একটু ঝুঁকি নিতেই হয়। যে পিচ দেওয়া হয়েছে সেখানেই খেলতে হবে। এই পিচ দেখে মনে হচ্ছে পেসারেরাই সাহায্য পাবে।" প্যাট কামিন্স আগেই জানিয়েছিলেন তিনি বাকি দুই টেস্ট খেলবেন না। জশ ইংলিসও চোটের জন্য নেই। জোরে বোলার হিসাবে ঝাই রিচার্ডসন, ব্রেন্ডান ডগেট এবং মাইকেল নেসেরকে নেওয়া হয়েছে।

বাঁ হাতি ব্যাটার উসমান খোয়াজা দলে ফিরছেন। খেলবেন ইংলিসের জায়গায়। চার বছর পর টেস্ট খেলার পথে রিচার্ডসনও। ডগেট এবং নেসের ব্রিসবেন টেস্টে খেলেছিলেন। ইংল্যান্ড বুধবারই দল ঘোষণা করে দিয়েছে। তারা নামছে জফ্রা আর্চারকে ছাড়া। বৃহস্পতিবার ইংল্যান্ডের অনুশীলনে ক্রিকেটারদের সান্টা ক্লজের মতো লাল-সাদা টুপি পরে দেখা গিয়েছে। ক্রিকেটারেরা বেশ ফুরফুরে মেজাজে ছিলেন। নিজেদের মধ্যে হাসিঠাট্টা করেছেন। মদ্যপান-বিতর্ক দূরে সরিয়ে সিরিজে সম্মানরক্ষা করতে মরিয়া বেন স্টোকসেরা।

## রাজ্য দাবা সংস্থার বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হলো রাজ্য দাবা সংস্থার বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। বৃহস্পতিবার নাগের জলাস্থিত বাস টার্মিনাসে অনুষ্ঠিত হয় রাজ্য দাবা সংস্থার ওই অনুষ্ঠান। বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে দু দিনব্যাপী রাজ্য রেপিড দাবা প্রতিযোগিতা শেষ হয় এদিন। তাতে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শান্তির বাজার মহকুমার অগ্রজিৎ পাল। ৯ রাউন্ডে সাড়ে আট পয়েন্ট পেয়ে। ৮ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান দখল করে ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমির মেহেকদীপ গোপ। সাত পয়েন্ট পেয়ে তৃতীয় থেকে পঞ্চম স্থান দখল করেন যথাক্রমে বিলোনিয়াব . দিব্যজ্যোতি সরকার, আগরতলার গুরুপদ দাস এবং ধর্মনগরের অভিনব নাথ। আসরে অনূর্ধ ৮ বালক বিভাগের দেবরাজ ভট্টাচার্য, বালিকা বিভাগে তৃষিকা কামারাপু, অনূর্ধ ১০ বালক বিভাগে পীতম্বর দেবনাথ, বালিকা বিভাগে অদ্ধা দেও, অনূর্ধ ১২ বালক বিভাগে প্রাঞ্জল দেবনাথ, বালিকা বিভাগে অঙ্কিতা সরকার ,অনূর্ধ ১৪ বালক বিভাগের কৌশল সরকার এবং বালিকা বিভাগে অয়ন্তিকা দেব প্রথম স্থান দখল করে। বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার, ত্রিপুরা স্পোর্টস সেলের প্রভারি কমল দে, বিশিষ্ট সমাজসেবক অসীম ভট্টাচার্য, টি আর টি সি - র ভাইস চেয়ারম্যান সমর রায়, রাজ্য দাবা সংস্থার সভাপতি অভিজিৎ মৌলিক, কার্যকরী সভাপতি প্রশান্ত কুন্ডু, সচিব মিঠু দেবনাথ, যুগ্ম সচিব কিরিটি দত্ত এবং কোষাধ্যক্ষ ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস। এবছর রাজ্য সংস্থা আয়োজিত বিভিন্ন আসরের প্রথম তিন স্থানাধিকারী দাবাড়ুদের এদিন পুরস্কৃত করা হয়। গোটা অনুষ্ঠানকে সুন্দর করে তুলেন শর্মিষ্ঠা রায়। আগামী দিনে ত্রিপুরার দাবাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর রাজ্য দাবা সংস্থার কর্তারা। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন রাজ্য সংস্থার সভাপতি অভিজিৎ মৌলিক।

## ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় সাংসদ খেল উৎসব অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ব্যাপক উৎসাহের মধ্য দিয়ে সাংসদ খেল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ, বৃহস্পতিবার পশ্চিম ত্রিপুরা সাংসদ খেল উৎসবের একদিনের ক্রীড়া আসর ঘিরে আজ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন এবং ক্রীড়া দপ্তর যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর যৌথভাবে রাজ্যের পশ্চিম ত্রিপুরা সাংসদ তহবিলের অর্থানকুল্যে এই সাংসদ খেল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাধারঘাট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে একদিনের এই সাংসদ খেল উৎসবে অ্যাথলেটিক্স, ফুটবল, ভলিবল, হকি, টাগ অফ ওয়ার এবং কাবাডি ইভেন্টে প্রদর্শনী মূলক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কাবাডি ও ফুটবল ইভেন্টে ছেলেদের বিভাগে প্রতিযোগিতা হলেও অবশিষ্ট ইভেন্টগুলোতে বালক বালিকা উভয়-বিভাগেরই প্রতিযোগিতা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বেলা ১১:০০ টায় প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা: মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, বিশেষ অতিথি হিসেবে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, বিধায়িকা মিনা রাণী সরকার, পশ্চিম জেলা শাসক ড. বিশাল কুমার, পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, পদ্মশ্রী অলিম্পিয়ান দীপা কর্মকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত জিলা সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল। উদ্বোধনের পর বিভিন্ন ইভেন্টের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিকেলে প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়।

# ক্যারাম আড্ডা আয়োজিত টুর্নামেন্টে অনুপের দ্বি-মুকুট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ক্যারাম আড্ডা আয়োজিত দু-দিন ব্যাপী টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। মুঠো ফোনের সৌজন্যে নতুন নগরে গড়ে ওঠা ক্যারাম আড্ডা সম্প্রতি দু-দিন ব্যাপী ক্যারাম প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। ১৮ জন প্রতিযোগীর মধ্যে আয়োজিত টুর্নামেন্টে ডাবলস-এ অনুপ দত্ত চৌধুরী ও অভিজিৎ সরকার জুটি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। রানার্স খেতাব পেয়েছে তাপস দাস ও দুলাল সাহা জুটি। সিঙ্গেলস-এ অনুপ দত্ত চৌধুরী চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ফাইনাল খেলায় তাপস দাস কে হারিয়ে।

দীর্ঘ সময়ের রাজ্য চ্যাম্পিয়ন অনুপ দত্ত চৌধুরী এই প্রতিযোগিতায় দ্বি-মুকুট জিতে নিয়েছে। প্রতিযোগিতা শেষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবর্গ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। দুদিনের প্রাণবন্ত ক্যারাম প্রতিযোগিতা এবং মনোজ্ঞ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় ক্যারাম আড্ডার পক্ষ থেকে আয়োজক যাদব দেবনাথ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

# রেফারি বাঁশি বাজালেও বল ছুঁলেন না ফুটবলারেরা! ভারতীয় ফুটবলের সঙ্কটে নীরব প্রতিবাদ এফসি গোয়ার

ভারতীয় ফুটবল সঙ্কটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ঘরোয়া প্রতিযোগিতা কবে শুরু কবে কেউ জানেন না। এই অবস্থার বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ করলেন এফসি গোয়ার ফুটবলারেরা। রেফারি খেলা শুরুর বাঁশি বাজানোর পরেও কয়েক সেকেন্ড বল স্পর্শ করলেন না কেউ। সঙ্গে সঙ্গেই এক বিবৃতিতে এই আচরণের কারণ জানিয়েছে গোয়া। বুধবার এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এর ম্যাচে ফতোরদা স্টেডিয়ামে তাজিকিস্তানের ইস্তিকললের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল গোয়া। ম্যাচ শুরুর জন্য রেফারি বাঁশি বাজানোর সঙ্গে সঙ্গেই হাঁটু মুড়ে বসে পড়েন গোয়ার ফুটবলারেরা। এক হাতে ভর রেখে কিছু ক্ষণ বসে থাকেন। তার পর উঠে দাঁড়িয়ে খেলা চালিয়ে যান। রেফারি, বিপক্ষ ফুটবলার থেকে মাঠের দর্শক, কেউই এই আচরণের কারণ বুঝতে পারছিলেন না। ধন্দ কাটে সমাজমাধ্যমে গোয়ার পোস্টে। তারা জানায়, ভারতীয় ফুটবলের অচলাবস্থার বিরুদ্ধেই নীরব প্রতিবাদ জানিয়েছে তারা। গোয়া লিখেছে, "চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এ ইস্তিকলল ম্যাচ শুরুর আগে গোয়ার ফুটবলারেরা কয়েক সেকেন্ডের জন্য খেলায় অংশ নেননি। ভারতীয় ফুটবলে যে অচলাবস্থা চলছে, তা তুলে ধরার জন্যই এই কাজ করা হয়েছে।"

তারা আরও লিখেছে, "ভারতের ঘরোয়া ফুটবলের বাস্তুতন্ত্র যে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন তা তুলে ধরতেই এই কাজ করা হয়েছে। আমাদের বিপক্ষ এফসি ইস্তিকলল, এএফসি বা এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২, কাউকেই অশ্রদ্ধা জানাতে এমন কাজ করা হয়নি। আমরা সকলকে সমীহ করি। ভারতীয় ফুটবলের প্রতিযোগিতা বা তার অংশীদারদেরও অসম্মান করতে চাইনি। ভাল কিছু করার আশা থেকেই এই আচরণ।" এ দিকে, এ দিন দলগুলির সঙ্গে ফেডারেশনের গঠিত কমিটির বৈঠক ছিল। সেখানে সামান্য হলেও সুরাহা মিলেছে। ফেডারেশনের প্রস্তাব রেখেছে ক্লাবগুলির কাছে। সকলে রাজি হলে তবেই পরবর্তী আলোচনা হবে।

# আরও বিপাকে আইপিএল জয়ী ক্রিকেটার, যৌন হেনস্তাকাণ্ডে খারিজ দয়ালের জামিনের আবেদন

ক্রিকেট কেরিয়ার কি শেষের পথে যশ দয়ালের? রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর পেসারের বিরুদ্ধে ধর্ষণ, যৌন হেনস্তা, শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের অভিযোগে এফআইআর দায়ের করেছিল এক নাবালিকা। তবে আইপিএল জয়ী ক্রিকেটার জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন। যা পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছে জয়পুরের পকসো আদালত।

আদালতের রায়ে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর এই পেসার আইপিএলের আগে আইনি ধাক্কার সম্মুখীন হলেন। জয়পুর মেট্রোপলিটন কোর্টের বিচারক অলকা বানসাল এই রায় দিয়েছেন।

তিনি জানিয়েছেন, তাঁদের সামনে যে প্রমাণ রয়েছে, তাতে কোনওভাবেই প্রমাণিত হয় না যে, যশ দয়ালকে অন্যায়ভাবে ফাঁসানো হয়েছে।

জয়পুরের সাঙ্গানের থানায় ইতিমধ্যেই ক্রিকেটারের নামে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। এক নাবালিকা জানিয়েছে, এই পেসার তার ক্রিকেট কেরিয়ার তৈরি করে দেবে বলেছিলেন। তবে সেটা ছিল নিছকই অজুহাত মাত্র। এই অজুহাতেই প্রায় আড়াই বছর ধরে তার উপর মানসিকভাবে অত্যাচার চালিয়েছেন, হুমকি দিয়েছেন, জয়পুর এবং কানপুরের হোটেল-সহ একাধিক জায়গায় তাকে ধর্ষণ করেছেন দয়াল।

দয়ালের আইনজীবী কুণাল জয়মান জানিয়েছেন, তাঁর মক্কেল জনসমক্ষে নাবালিকার সঙ্গে দেখা করেছেন।

ওই নাবালিকা নিজে নাকি প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা হিসাবে পরিচয় দিয়েছিল। এমনকী আর্থিক সমস্যার অজুহাতে ক্রিকেটারের কাছ থেকে টাকাও নিয়েছে। কুণালের মতে, যশকে কলঙ্কিত করার জন্যই থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, গাজিয়াবাদেও এমন একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে ক্রিকেটারের নামে। সেক্ষেত্রে নাকি কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। পুলিশ সূত্র জানা গিয়েছে, নির্যাতিতার মোবাইল থেকে চ্যাট, ছবি, ভিডিও কল, কল ডিটেলস রেকর্ড, হোটেল থেকে দেওয়া তথ্য থেকে যশ দয়ালের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আসন্ন আইপিএলে তাঁর খেলা নিয়েও সংশয় বাড়ল। উল্লেখ্য, এর আগে উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের ২৭ বছর বয়সি এক মহিলা আইপিএল জয়ী পেসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিলেন। তাঁর বক্তব্য, যশ দয়ালের সঙ্গে দীর্ঘ পাঁচ বছর সম্পর্কে ছিলেন তিনি। এই পাঁচ বছরে তাঁকে শারীরিক এবং মানসিকভাবে হেনস্তা করেছেন ক্রিকেটার। এমনকী আর্থিক দিক থেকেও তাঁকে শোষণ করা হয়েছে। সবটাই করা হয়েছে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

# রোহিতকে বড়া পাও-এর লোভ! ফিল্ডিং করতে করতে উত্তরও দিলেন শর্মা

দীর্ঘ দিন পর ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলতে নেমেছিলেন তিনি। জয়পুরে বিজয় হজারে ট্রফিতে সিকিমের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেই ১৫৫ রান করেছেন। সেই ম্যাচের মাঝেই সমর্থকদের একটি প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হল রোহিতকে। এক সমর্থক সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, রোহিত বড়া পাও খেতে চান কি না। রোহিত তার উত্তরও দিয়েছেন।

মুম্বই দলের খেলা দেখতে সওয়াই মানসিংহ স্টেডিয়ামে হাজির হয়েছিলেন প্রায় ১২ হাজার দর্শক। বেশির ভাগই এসেছিলেন রোহিতকে দেখতে। রোহিতও নিরাশ করেননি। মাঝেমাঝেই সমর্থকদের উদ্দেশে হাত নেড়েছেন। সমর্থকেরাও পাল্টা 'রোহিত, রোহিত' চিৎকার করেছেন।

সিকিমের ইনিংস চলাকালীন বাউন্ডারির ধারে রোহিত ফিল্ডিং করার সময় এক সমর্থক প্রশ্ন করেন, "বড়া পাও খাবে?" রোহিত সে দিকে ঘুরে তাকান। ওই সমর্থকের দিকে তাকিয়ে হেসে হাত নাড়ান। বুঝিয়ে দেন, খাবেন না। এই ঘটনার ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে। টেস্ট এবং এক দিনের ক্রিকেট ছাড়ার পর থেকেই ফিটনেসের দিকে মন দিয়েছেন রোহিত। মুম্বইয়ে বড় হওয়ার সুবাদে বড়া পাও তাঁর প্রিয় খাবার। সেটাও ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। খাবারে অনেক নিয়ন্ত্রণ এনেছেন। অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে ছিপছিপে রোহিতকে দেখা গিয়েছে।

রোহিতের ফিটনেস নিয়ে কিছু দিন আগেই কথা বলেছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু তথা কেকেআর কোচ অভিষেক নায়ার। তিনি বলেছিলেন, "আমি ভাবতেও পারিনি রোহিতের ওজন এতটা কমে যাবে। আগেও ওজন কমানোর চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু একের পর এক প্রতিযোগিতা থাকায় অনুশীলন এবং পুষ্টির জন্য যে সূচি মেনে চলা দরকার সেটার সময় হচ্ছিল না। এ বার টানা তিন মাস পেয়েছিলাম।"

আরও বলেছিলেন, "ধারাবাহিক ভাবে অনুশীলন করেছে। এখনই এটা শেষ করার পরিকল্পনা নেই। আমরা ওর খাদ্যাভ্যাসের দিকেও নজর দিয়েছিলাম। বাড়ি গিয়ে কোনও দিন প্রিয় বড়াপাও খাওয়ার আবদার করেনি। এটাই হল ক্রিকেটের প্রতি ওর দায়বদ্ধতা। শরীরের ওজন কমলে সেটা প্রতিটা পদে বোঝা যায়। ও বুঝেছিল এটাই শারীরিক বদল আনার সেরা সময়। তাই অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে ওকে।"

# রাধানগর—কমলপুর ভায়া খোয়াই সড়কে অনির্দিষ্টকালের বাস ধর্মঘট, যাত্রীদের ভোগান্তি

আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর: বিভিন্ন অভিযোগকে সামনে রেখে রাধানগর—কমলপুর ভায়া খোয়াই সড়কে অনির্দিষ্টকালের জন্য বাস পরিষেবা বন্ধের ডাক দিয়েছে রাধানগর বাস ওনার্স সিন্ডিকেট। পূর্বঘোষণা অনুযায়ী বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই এই রুটে বাস চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। জানা গেছে, কমলপুর, খোয়াই ও রাধানগরের বাস ওনার্সদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিলকমলপুর থেকে আগত বাসগুলি খোয়াই বাস স্ট্যান্ডে যাত্রী ওঠানামার জন্য সর্বোচ্চ ৯ মিনিট সময় পাবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুরুতে পরিষেবা স্বাভাবিকভাবেই চলছিল।

তবে অভিযোগ, গত কয়েকদিন ধরে কমলপুর থেকে আসা বাসগুলিকে খোয়াই স্ট্যান্ডে ৫ মিনিটের বেশি দাঁড়াতে দেওয়া হচ্ছে না। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে রাধানগর বাস ওনার্স সিন্ডিকেট সংশ্লিষ্ট রুটে বাস চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। চালকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সমস্যার সমাধান না হলে অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত এই পরিষেবা বন্ধ থাকবে।

এদিকে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বাস পরিষেবা বন্ধ থাকায় সাধারণ মানুষকে ছোট গাড়ির ওপরই নির্ভর করতে হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের অভিযোগও উঠেছে। তবে পর্যাপ্ত সংখ্যক ছোট গাড়ি চলাচল করায় বড় ধরনের সমস্যার মুখে পড়তে হয়নি বলে যাত্রীদের একাংশ দাবি করেছেন। যদিও এদিন ছিল ছুটির দিন। অন্যদিন এই ভোগান্তি আরো অধিক হতে পারে বলেও দাবি একাংশের।

বাস ধর্মঘটের ফলে রাধানগর, কমলপুর — খোয়াই ভায়া সড়কে যাতায়াতে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি উঠেছে।

## গাঁজা পাচারে পুলিশের ধাওয়ায় বাইক নিয়ে উল্টে গেল যুবক

আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর : গাঁজা পাচারের সময় পুলিশের ধাওয়া খেয়ে বাইক নিয়ে উল্টে গেল এক যুবক। এরপর তার কাছ থেকে দুই লক্ষাধিক টাকার শুকনো গাঁজা আটক করেছে আমবাসা থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে আমবাসা থানায় খবর আসে মুঙ্গিয়াকামীর দিক দিয়ে বাইক নিয়ে এক গাঁজা পাচার করা হবে। সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ একটি অভিযান চালায়। সেই সময় সন্দেহজনক একটি বাইকে করে আটক করে। পুলিশ বাইকটিকে থামানোর চেষ্টা করলে চালক দ্রুত পালানোর চেষ্টা করে। পুলিশের ধাওয়ার মুখে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকটি রাস্তার উপর উল্টে যায়।

দুর্ঘটনার পর পুলিশ যুবকটিকে আটক করে এবং তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া গাঁজার বাজারমূল্য আনুমানিক দুই লক্ষাধিক টাকা বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে।

ধৃত যুবককে প্রাথমিক চিকিৎসার পর আমবাসা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে।

## অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মজয়ন্তীতে সদৈব অটল স্মারকে রাজীব ভট্টাচার্যের শ্রদ্ধাঞ্জলি

আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর: দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আজ নতুন দিল্লির সদৈব অটল স্মারক স্থলে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। এদিন তিনি অটলজির স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে উনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন শেষে রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, এই বিশেষ দিনে অটল বিহারী বাজপেয়ীর স্মৃতিসৌধে এসে শ্রদ্ধা জানাতে পেরে তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছেন। অটল বিহারী বাজপেয়ীর আদর্শ, দেশপ্রেম এবং দৃঢ় নেতৃত্ব আগামী দিনেও দেশবাসীর কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি আরও জানান, প্রতিবছর অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিন সুশাসন দিবস হিসেবে পালন করা হয়। সেই ধারাবাহিকতায় এ বছরও ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

## কমিউনিস্টদের মধ্যে উন্নয়নের মানসিকতা ছিল না: সাংসদ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর : ত্রিপুরায় ৩৫ বছর কমিউনিস্টরা শাসন করেছে। কিন্তু তাদের মধ্যে কখনোই উন্নয়নের মানসিকতা ছিল না। তারা শুধুমাত্র মিছিল-মিটিং নিয়ে চিন্তা করত। তাদের শাসনকালে রাজ্যের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আজ প্রান্তিক ক্লাবে প্রান্তিক উৎসবের উদ্বোধন করে তিনি এ কথা বলেন।

প্রান্তিক ক্লাব প্রাঙ্গণে আজ থেকে শুরু হয়েছে ঐতিহ্যবাহী প্রান্তিক উৎসব। এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও লোকসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রান্তিক উৎসব কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ প্রদীপ কুমার ভৌমিক, ক্লাবের সভাপতি অরিন্দম চক্রবর্তীসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, সমগ্র বিশ্বের মধ্যে ভারতের সংস্কৃতি সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ। কিন্তু তথাকথিত সেকুলার কমিউনিস্টরা এই সংস্কৃতিতে সবচেয়ে বেশি আঘাত করেছে। বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠার পর মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে, যার ফলে স্থানীয় মানুষ উপকৃত হয়েছে। আধ্যাত্মিক পর্যটন থেকে সর্বাধিক রোজগার আসতে পারে।

বিপ্লব কুমার দেব প্রস্তাবিত উদয়পুর মাতার বাড়ি থেকে ছবিমুড়া পর্যন্ত রোফওয়ে নির্মাণ পরিকল্পনার কথা জানান। তিনি বলেন, পর্যটকরা মাতার বাড়ি দেখার পর রোফওয়ের মাধ্যমে ছবিমুড়ায় যেতে পারবেন। এতে স্থানীয় মানুষের আয় বৃদ্ধি পাবে। পুরো প্রকল্প সম্পন্ন করতে প্রায় ৫০০ থেকে ৬০০ কোটি টাকা প্রয়োজন, যার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করের নিকট দাবি জানানো হয়েছে।

সাংসদ আরও বলেন, এই ধরনের দূরদর্শী মানসিকতা কমিউনিস্টদের মধ্যে ছিল না। তারা দীর্ঘদিন শাসন করলেও ত্রিপুরার উন্নয়ন ও মানুষের কল্যাণকে কখনো গুরুত্ব দেয়নি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রান্তিক উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্বাস্থ্য শিবির এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডের আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিবছর এ ধরনের ঐতিহ্যবাহী উৎসব প্রান্তিক ক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবকে কেন্দ্র করে এলাকার সাধারণ জনগণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

## নেশামুক্তির নামে অমানুষিক নির্যাতনের অভিযোগ, নেশামুক্তি কেন্দ্রের মালিকের বিরুদ্ধে থানায় মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৫ ডিসেম্বর: নেশামুক্তির নামে অমানুষিক অত্যাচারের অভিযোগ উঠল সোনামুড়া শহরের একটি নেশামুক্তি কেন্দ্রকে ঘিরে। ওই কেন্দ্রের মালিক মান্নান চৌধুরীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন কেন্দ্র থেকে ফিরে আসা এক যুবক ও তার বোন। বিচার না পেয়ে শেষ পর্যন্ত আইনের দ্বারস্থ হয়েছেন তারা।

অভিযোগ অনুযায়ী, ‘মানুষ মানুষের জন্য’ নামের একটি সংগঠনের ব্যানারে মান্নান চৌধুরী গত প্রায় দুই মাস ধরে সোনামুড়া শহর ও আশপাশের এলাকার নেশাগ্রস্ত যুবকদের তুলে নিয়ে একটি নেশামুক্তি কেন্দ্র পরিচালনা করে আসছিলেন।

শুরুতে ওই যুবকদের বিশালগড়-এর ‘আত্মশুদ্ধি’ নামের আরেকটি নেশামুক্তি কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ।

নেশাগ্রস্ত যুবকদের ভালো করার নাম করে বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে টাকা তোলার অভিযোগও উঠেছে মান্নানের বিরুদ্ধে। এমনকি ব্ল্যাকমেল করে সোনামুড়ার এক হোটেল মালিকের কাছ থেকে ৩৫ হাজার টাকা নেওয়ার অভিযোগও সামনে এসেছে। এর আগেই বিশালগড়ের আত্মশুদ্ধি নেশামুক্তি কেন্দ্রের সদস্যরা মান্নানের বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা করেছিলেন বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, নানা বিতর্ক ও অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও মান্নান চৌধুরী সোনামুড়ায় নেশামুক্তি কেন্দ্র পরিচালনা চালিয়ে যাচ্ছেন। অভিযোগ রয়েছে, সোনামুড়ার ধলিয়াই এলাকায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা এই কেন্দ্রে নিয়মিত মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে। নেশাগ্রস্ত যুবকদের বন্ধ ঘরে আটকে রেখে মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ।

ভয়ের কারণে কেউ মুখ খুলতে সাহস পান না বলেই দাবি স্থানীয়দের।

সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ, একাধিকবার অভিযোগ ও মামলা দায়ের হলেও আজ পর্যন্ত একবারের জন্যও সোনামুড়া থানার পুলিশ এই নেশামুক্তি কেন্দ্র পরিদর্শনে যায়নি। নেশামুক্তি কেন্দ্রের আড়ালে আসলে কী চলছে, তা খতিয়ে দেখার জন্য কোনও তদন্তও হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।

এদিকে কেন্দ্র থেকে ফিরে আসা মামন লস্কর নামের এক যুবকের দাবি, নেশামুক্তি কেন্দ্রের গাইডরাই নাকি নিজেরাই নেশায় আসক্ত। এই অভিযোগ নতুন করে বিতর্ক উসকে দিয়েছে।

নগর পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা এই নেশামুক্তি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রশাসন আদৌ কী ব্যবস্থা নেয়, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে সাধারণ মানুষ। সচেতন মহলের দাবি, মানবসেবার নামে সমাজসেবাকে যেভাবে বিতর্কিত করা হচ্ছে, তার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত জরুরি। পাশাপাশি, যদি কেউ সত্যিই মানুষের জন্য কাজ করে থাকেন, তবে তারও যথাযথ মূল্যায়ন হওয়া উচিত বলে মত তাঁদের।

## রামনগরে ছোট ব্রিজে সিমেন্ট বোঝাই লরির ভয়াবহ দুর্ঘটনা, আহত চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৫ ডিসেম্বর: উত্তর ত্রিপুরা জেলার চুড়াইবাড়ি থেকে পানিসাগরের দিকে আসার পথে পানিসাগর মহকুমার অন্তর্গত রামনগর এলাকার অনাথ আশ্রম সংলগ্ন ছোট ব্রিজে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। বুধবার রাত আনুমানিক ১১টা ৩০ মিনিট নাগাদ একটি সিমেন্ট বোঝাই লরি ব্রিজের ডিভাইডার ভেঙে নিচে পড়ে যায়।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত লরিটির নম্বর এনএল ০১ত্ত এন ত্ত০৩৯২। গাড়ির চালক দুলন চন্দ্র দাস। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, বিকট শব্দ ও চালকের চিৎকার শুনে আশপাশের বাড়ির লোকজন দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। স্থানীয়দের সহায়তায় আহত চালককে উদ্ধার করে উপরে তোলা হয়।খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে চালককে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনায় চালক অল্পবিস্তর আহত হলেও বর্তমানে তিনি আশঙ্কামুক্ত।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দুর্ঘটনাস্থলের কাছেই রাস্তার উপর একটি বিশাল বটগাছ রয়েছে, যার ঝুলন্ত ডালপালা রাস্তার বড় অংশ দখল করে আছে। বড় যানবাহনগুলিকে ওই ডাল এড়াতে গিয়ে প্রায়শই রাস্তার এক পাশে চলতে হয়, ফলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে বটগাছের ঝুলন্ত ডালপালা ছাঁটা না হলে ভবিষ্যতে আরও বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। পাশাপাশি রাস্তার ধারে থাকা বাড়িঘরও গাড়ি দুর্ঘটনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা।

## ধর্মনগরে রাজ্যস্তরীয় ‘অটল কবিতা ও সাহিত্য উৎসব’-এর উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৫ ডিসেম্বর: উত্তর ত্রিপুরা জেলার সদর ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে আজ আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা হলো রাজ্যস্তরীয় ‘অটল কবিতা ও সাহিত্য উৎসব—২০২৫’। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই দুইদিনব্যাপী সাহিত্য উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় বুধবার দুপুর ১২টা নাগাদ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মঞ্চে উপস্থিত অতিথিদের ফুলের তোড়া ও উত্তরীয় দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। পরে শিল্পীদের পরিবেশিত ‘বন্দে মাতরম’ সংগীতের মধ্য দিয়ে প্রদীপ প্রজ্বালন করে উৎসবের শুভ সূচনা করেন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ। উদ্বোধনী পর্বে স্থানীয় শিল্পীগোষ্ঠীর সমবেত কণ্ঠে পরিবেশিত হয় উদ্বোধনী সংগীত।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. পি. কে. চক্রবর্তী (আইএএস)। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সমাজসেবী কাজল কুমার দাস, এসএলসিএসি-র সহ-সভাপতি সুব্রত চক্রবর্তী, প্রখ্যাত সাহিত্যিক তপস ভট্টাচার্য, বাগবাসার বিধায়ক যাদব লাল দেবনাথ, উত্তর জেলার জেলাশাসক চান্দনী চন্দ্রান, ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালি দাস সেন সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

মূল অতিথির ভাষণে মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা বলেন, সাহিত্য ও কবিতা সমাজের চেতনাকে সমৃদ্ধ করে এবং নতুন প্রজন্মকে মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর সাহিত্যিক অবদান গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। অনুষ্ঠানে অটল বিহারী বাজপেয়ী লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় প্রাক্তন বিধায়ক ড. অতুল দেববর্মা-কে। পাশাপাশি একটি স্মারক গ্রন্থের আনুষ্ঠানিক প্রকাশও করা হয়। সভাপতির ভাষণে উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ সাহিত্য উৎসবের সার্বিক সাফল্য কামনা করেন। তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়েই উদ্বোধনী পর্বের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে অতিথিবৃন্দ আনুষ্ঠানিকভাবে পুস্তক মেলার উদ্বোধন করেন।

## বিশালগড়ে অটো দুর্ঘটনা, গুরুতর আহত দু’জন

বিশালগড়, ২৫ ডিসেম্বর: সাতসকালে বিশালগড়ের ব্রজপুর সড়কে ঘটে গেল একটি ভয়াবহ অটো গাড়ি দুর্ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা যায়, হঠাৎ করেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটোটি উল্টে যায়, যার ফলেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনায় অটোতে থাকা দু’জন যাত্রী গুরুতরভাবে আহত হন।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় মানুষজন দ্রুত অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে যোগাযোগ করেন। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করেন এবং প্রাথমিক সহায়তা দিয়ে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান।

আহতদের নাম রাকেশ দেববর্মা ও আয়তর দেববর্মা। চিকিৎসকদের মতে, তাদের মধ্যে একজনের শারীরিক অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

## অটল বিহারী বাজপেয়ী দেশের উন্নয়নের জন্য যে দিশা দেখিয়েছেন তা অনুসরণ করেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে: শিল্পমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর: ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ী আমাদের এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা। তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করেই আমাদের দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আজ ধর্মনগরে রাজ্যভিত্তিক অটল কবিতা ও সাহিত্য উৎসবের উদ্বোধন করে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সান্তনা চাকমা একথা বলেন। ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত দু’’দিনব্যাপী অটল কবিতা উৎসবের উদ্যোক্তা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট লেখক এবং প্রাক্তন বিধায়ক ড. অতুল দেববর্মাকে অটল বিহারী বাজপেয়ী আজীবন স্মৃতি পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়। শিল্পমন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেন। পুরস্কার হিসেবে ১ লক্ষ টাকার চেক, শংসাপত্র এবং স্মারক উপহার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী দেশের উন্নয়নের জন্য যে দিশা দেখিয়েছেন তা অনুসরণ করেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আগামী প্রজন্মকেও তার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। রাজ্যের বর্তমান সরকারও সেই লক্ষ্যে কাজ করছে। শিল্পমন্ত্রী বলেন, সমাজের পিছিয়েপড়া অংশের মানুষের উন্নয়নে আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তুলতে রাজ্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণ করছে। আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তুলতে রাজ্যের প্রতিটি মানুষকে স্বাবলম্বী করতে হবে। দেশীয় পণ্য আরও বেশি করে ব্যবহার করতে হবে। তিনি বলেন, বিভিন্ন স্বসহায়ক দল স্থানীয়ভাবে উপলব্ধ কাঁচামাল দিয়ে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন করছে। তাতে সাফল্যও আসছে। ইতিমধ্যেই অনেকে লাখপতি দিদি হয়েছেন। আগে এ ধরনের সুযোগ ছিল না। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বর্তমান নীতির কারণেই স্বসহায়ক দলগুলি স্বাবলম্বী হচ্ছে। তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ে তোলা।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখতে গিয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী বলেন, রাজ্যের মিশ্র সংস্কৃতির বিকাশে রাজ্য সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর রচিত কবিতা দেশের সংস্কৃতি, ইতিহাস, অখন্ডতা রক্ষা ও জাতীয় ঐক্যের পরিচায়ক। তাঁর জন্মদিনকে সুশাসন দিবস হিসেবেও পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিক তাপস ভট্টাচার্য।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, বিধায়ক যাদবলাল দেবনাথ, ধর্মনগর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালি রাণী দাস সেন, জেলাশাসক চান্দনী চন্দ্রন, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা মনোজ কুমার সাহা, সমাজসেবী কাজল কুমার দাস প্রমুখ। দু’’দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ২৫০ জন কবি সাহিত্যিক অংশগ্রহণ করেছেন। কবি সম্মেলন ছাড়াও আলোচনাচক্র, পুস্তক মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

## সরকারি রাস্তা সংস্কার কাজে গরম পিচে গাভীর মৃত্যু, ক্ষতিপূরণের দাবি গো-পালকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর: সরকারি রাস্তা সংস্কার কাজের গাফিলতির জেরে গরম পিচে পড়ে এক গাভীর মর্মান্তিক মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে গান্ধীগ্রামের সুভাষ কলোনিতে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষতিপূরণের দাবিতে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন ক্ষতিগ্রস্ত গো-পালক।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গান্ধীগ্রামস্থিত পূর্ত দপ্তরের নর্থ সাব ডিভিশনের তত্ত্বাবধানে দীর্ঘদিন ধরে গান্ধীগ্রাম থেকে বামুটিয়া পর্যন্ত মূল সড়ক সংস্কারের কাজ চলছে। অভিযোগ, পূর্ত দপ্তরের কর্মকর্তাদের যথাযথ নজরদারির অভাব এবং কাজে নিযুক্ত এজেন্সির চরম গাফিলতির কারণে গত ১৬ নভেম্বর গান্ধীগ্রামের বৈদ্যনাথ অডিটোরিয়াম হল সংলগ্ন এলাকায় রাস্তার পাশে মাটিতে অনিয়ম পদ্ধতিতে গরম পিচ ফেলে রাখা হয়।সেদিন বিকেলে এলাকার বাসিন্দা গো-পালক স্বপন ঘোষ গাভী বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার সময় একটি গাভী অসাবধানতাবশত গরম পিচের ওপর আটকে যায়। এতে গাভীটি অস্থির হয়ে পড়ে এবং ছটফট করতে গিয়ে সম্পূর্ণভাবে গরম পিচের মধ্যে পড়ে যায়। স্বপন ঘোষের অভিযোগ, গরম পিচের সংস্পর্শে আসার ফলে গাভীটির শরীরে তীব্র তাপীয় চাপ সৃষ্টি হয় এবং শরীরের বিভিন্ন অংশ মারাত্মকভাবে ঝলসে যায়।

পরে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলেও পাঁচ দিন পর গাভীটির মৃত্যু হয়। ক্ষতিগ্রস্ত গো-পালকের দাবি, এই ঘটনায় তাঁর প্রায় চল্লিশ হাজার টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

স্বপন ঘোষ অভিযোগ করেন, ঘটনার বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর ও সংশ্লিষ্ট এজেন্সির কর্মকর্তারা অবগত থাকলেও কোনও ধরনের সহায়তার হাত বাড়াননি। ক্ষতিপূরণের দাবিতে তিনি গান্ধীগ্রামস্থিত পূর্ত দপ্তরের নর্থ সাব ডিভিশন কার্য্যালয়ে গেলে কর্তব্যরত আধিকারিকরা বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি বলে অভিযোগ। এমনকি কাজের সঙ্গে যুক্ত এজেন্সির খোঁজ করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী নটরাজ চৌধুরীর কাছেও গেলে তিনি কোনও সদুত্তর দেননি বলে দাবি করেন স্বপন ঘোষ। গাভীর মৃত্যুর ঘটনার প্রায় বিশ দিন পেরিয়ে গেলেও কোনও আর্থিক সহায়তা না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত আইনি পথে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত এই গো-পালক।

## লঙ্কামুড়ায় শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ১৩তম বার্ষিকী মহোৎসব ঘিরে ভক্তির জোয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর: লংকামুড়া ২৫শে ডিসেম্বর ,ভক্তি নামস্মরণ ও মহাপ্রসাদের মহামিলনে আগামী পহেলা জানুয়ারি ২০২৬ সাল থেকে লংকামুড়া মুড়া এলাকায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ১৩তম বার্ষিকী মহোৎসব।

লংকামুড়া এলাকাবাসীর ঐকান্তিক উদ্যোগে গঠিত নব উদ্যোগী সংঘ-এর ব্যবস্থাপনায় এই মহোৎসব অনুষ্ঠিত হবে লংকামুড়া অটো স্ট্যান্ড প্রাঙ্গণে। মহোৎসব সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য একটি সুসংগঠিত ও শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন প্রফুল্ল দেবনাথ। যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন মৃণাল কপালী ও কৃষ্ণরুদ্র পাল। কোষাধ্যক্ষের দায়িত্বে আছেন সঞ্জীব দেবনাথ এবং শ্রীমতি ঝরনা রুদ্র পাল।ধর্মীয় নিয়ম ও শাস্ত্রসম্মত আচার অনুযায়ী মহোৎসবের সূচনা হবে ৩১শে ডিসেম্বর, যেদিন অনুষ্ঠিত হবে অধিবাস, মঙ্গলঘট স্থাপন, গীতা পাঠ ও অধিবাস কীর্তন।

পরদিন পহেলা জানুয়ারি ২০২৬ থেকে শুরু হবে ৩২ প্রহরব্যাপী মহানামযজ্ঞ, যা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলবে ৫ই জানুয়ারি ভোরবেলা পর্যন্ত। এই মহোৎসবের অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে ৪ঠা জানুয়ারি ভক্তদের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হবে। মহোৎসবে নামসুধা পরিবেশন করবেন একাধিক খ্যাতনামা কীর্তনীয়া সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে মাধবী সম্প্রদায়, নব কিশোর সম্প্রদায়, দয়াল গুরু সম্প্রদায়, ব্রজ বালক সম্প্রদায় এবং শ্রী গুরু গোপাল সম্প্রদায়। তাঁদের কণ্ঠে উচ্চারিত হরিনাম সমগ্র এলাকা ভক্তির আবেশে ভরে তুলবে বলে আশা করা হচ্ছে।উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর করুণা সকলের জীবনে শান্তি, সম্প্রীতি ও মানবিক চেতনাবোধ জাগ্রত করুকএই প্রার্থনাই এই মহোৎসবের মূল উদ্দেশ্য। তাই সকল ধর্মপ্রাণ মানুষকে সপরিবারে উপস্থিত থেকে নাম কীর্তন শ্রবণ, মহাপ্রসাদ গ্রহণ এবং স্বেচ্ছায় আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতা করার জন্য আন্তরিক অনুরোধ জানানো হয়েছে।ভক্তদের বিশ্বাস, শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কৃপায় এই মহোৎসব লংকামুড়া এলাকায় ধর্মীয় ঐক্য ও ভক্তির এক স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে থাকবে।

## ৫০ গ্রাম হেরোইন সহ আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি,আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর: এয়ারপোর্ট থানার নেশা বিরোধী অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। এয়ারপোর্ট থানাধীন নরসিংগড় নতুন পল্লি এলাকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৫০ গ্রাম হিরোইন ও বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়েছে। একই সঙ্গে এক নেশা কারবারিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযানে ৪টি সাবানের কেস থেকে মোট ৪৯.৮০ গ্রাম হিরোইন উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি উদ্ধার হয়েছে ২ লক্ষ ৩ হাজার টাকা নগদ। এই ঘটনায় সঞ্জিত দেবনাথ নামে এক নেশা কারবারিকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। এই নেশা বিরোধী অভিযানের নেতৃত্ব দেন এসডিপিও এনসিসি সুব্রত বর্মণ। অভিযানে এয়ারপোর্ট থানার ওসি অভিজিৎ মণ্ডলসহ বিশাল পুলিশ বাহিনী অংশ নেয়।

এ বিষয়ে এয়ারপোর্ট থানার ওসি অভিজিৎ মণ্ডল জানান, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নতুন পল্লি এলাকায় অভিযান চালানো হয়। অভিযানে হিরোইন ও নগদ অর্থ সহ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে। উদ্ধার হওয়া নেশা সামগ্রী সে কোথা থেকে সংগ্রহ করত এবং কোথায় বিক্রি করত, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। আগামী দিনেও পুলিশের নেশা বিরোধী অভিযান জারি থাকবে বলেও জানান তিনি।

পুলিশের এই সফল অভিযানে নরসিংগড় এলাকার সাধারণ মানুষ সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। নেশা কারবারিদের গ্রেফতারের জন্য পুলিশকে সাধুবাদ জানিয়ে সচেতন মহলের মতে, বর্তমান সময়ে নেশা কারবারিদের আইনের আওতায় আনা একটি কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 26-12-2025, 01:09